উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা 18 February 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

রংদার রোববার

ভাষা দিবস এবার এ সপ্তাহেই। রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে ভাষা নিয়ে পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজের চেষ্টা। বিভিন্ন ভাষা নিয়ে পাঁচটি প্রতিবেদন।

ভাষার পঞ্চব্যঞ্জন

নয় থেকে বারোর পাতায়

যশস্বীর শতরানে চালক ভারত

উনিশের পাতায়

প্রয়াত অঞ্জনা

'নায়িকা সংবাদ'-এর নায়িকা চলে গেলেন। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেলেন অঞ্জনা ভৌমিক। কোচবিহারের মেয়ে অঞ্জনা দু'দশক ধরে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন।

বিস্তারিত ষোলোর পাতায়

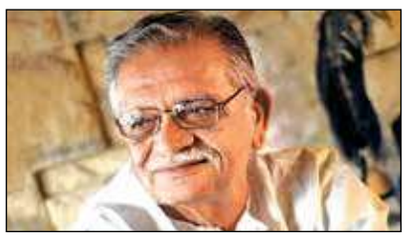

গুলজারকে জ্ঞানপীঠ

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন কবি গুলজার। শনিবার ৫৮তম জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। গুলজারের সঙ্গেই এই সম্মান পাচ্ছেন সংস্কৃত পণ্ডিত জগৎগুরু রামভদ্রাচার্য।

বিস্তারিত আঠারোর পাতায়

মামলা হতেই বদলি সাফারি পার্কের কর্তা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ত্রিপুরা থেকে আসা দুটি সিংহর নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই বদলি করে দেওয়া হল বেঙ্গল সাফারির ডিরেক্টর কমল সরকারকে। তাঁকে খড়গপুরের হিজলি ফরেস্ট ডিভিশনের ফরেস্ট ট্রেনিং সেন্টারের ডিরেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় বাঁকুড়া (সাউথ) ডিভিশনের ডিএফও ই বিজয় কুমারকে সাফারি পার্কের ডিরেক্টর পদে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলেই অরণ্য ভবন থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

এদিকে, সাফারি পার্কের সিংহীর নাম পরিবর্তন করার দাবি জানিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানি আগামী ২০ তারিখ হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে হওয়ার কথা রয়েছে। বন দপ্তরের একটা অংশের ধারণা, সিংহ জুটির নাম নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কোনও বনকর্তা মন্তব্য করতে চাননি। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বক্তব্য, 'ভোটের আগে নোংরা রাজনীতি করতে চাইছে ওরা। রাজ্যের পক্ষ থেকে এখনও নাম রাখা হয়নি ওই সিংহ জুটির।' অন্যদিকে, সাফারি পার্কের ডিরেক্টরের বদলির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'ওটা অনেক আগের রুটিন বদলি।' তবে নথি বলছে, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি অরণ্য ভবন থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

দিন চারেক আগেই ত্রিপুরার চিড়িয়াখানা থেকে দুটি সিংহ আনা হয়েছে। এরপর ষোলোর পাতায়

অফিস কর্মীকে দিয়ে বাড়ির কাজ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : এমনিতেই কর্মীসংকটের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ঠিকমতো সাফাই কাজ করা যাচ্ছে না। তার উপরে একাধিক আধিকারিক নিজের আবাসনে সাফাইকর্মীকে দিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করাচ্ছেন। ফলে রোগী পরিষেবায় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে অন্যায়ভাবে কিছু আধিকারিক

মেডিকেলের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের দিয়ে নিজের আবাসনের কাজ করাচ্ছেন। অথচ বিষয়টি নিয়ে কোনও পদক্ষেপই করা হচ্ছে না। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, 'মেডিকেলে কাজের জন্য নেওয়া কর্মী কেন কারও ঘরের কাজ করবেন? এমনটা করা অপরাধ। আমি খোঁজ নিচ্ছি। এসব হয়ে থাকলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

মেডিকেলে দীর্ঘদিন ধরে এজেন্সির মাধ্যমে ২৮৫ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী কাজ করছেন। বিভিন্ন সময়ে এজেন্সি বদল হলেও কর্মীদের কোনও বদল হয় না। এই কর্মীদের হাউস কিপিং অ্যান্ড স্ক্যাভেঞ্জিং অর্থাৎ সাফাইকর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হলেও সাফাইয়ের বদলে সিংহভাগ কর্মীকে দিয়ে বিভিন্ন বিভাগে অফিসের কাজকর্ম করানো হচ্ছে। ওয়ার্ড মাস্টারের ঘর সামাল দেওয়া, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, অক্সিজেন সরবরাহ বিভাগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগেই অস্থায়ী কর্মীরা অফিসের বিভিন্ন কাজ করছেন। এজেন্সির দাবি, ২৮৫ জনের মধ্যে ৮৫ জনকেও সাফাইয়ের কাজের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না।

এই অবস্থায় নতুন তথ্য উঠে আসছে যে, বেশ কিছু অস্থায়ী কর্মীকে আধিকারিকরা নিজেদের আবাসনে নিয়ে বিভিন্ন কাজ করাচ্ছেন। অন্তত ১৫-২০ জন এভাবে মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল দুটি অফিসের আধিকারিকদের আবাসনে সাফসুতরো করা থেকে শুরু করে বাজার করা, কিছু ক্ষেত্রে রান্না করা, বাসন মাজা এবং ওই আধিকারিকের জন্য মাঝেমধ্যে আবাসন থেকে অফিসে খাবার এনে দিচ্ছেন। বছরের পর বছর এভাবে চলছে, অথচ কেউ কিছুই জানেন না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক এজেন্সির এক কর্তা বলেন, 'আমরা কীভাবে গোটা হাসপাতাল পরিষ্কার রাখব? বেশিরভাগ কর্মীকে দিয়ে অফিসে ফাইলপত্রের কাজ করানো হচ্ছে। সুপার অফিস, অ্যাকাউন্টস অফিস থেকে শুরু করে ডেপুটি সুপার, সহকারী সুপারের অফিসে একজন, দুজন করে কর্মীকে নিয়ে রেখেছে। তাছাড়াও বেশ কিছু কর্মীকে আধিকারিকরা তাঁদের বাড়িতে একরকম রাধুঁনি হিসেবে কাজ করাচ্ছেন। তাহলে হাসপাতালের পরিষেবা কীভাবে দেওয়া সম্ভব?'

আরও অভিযোগ, যে কর্মীরা আধিকারিকদের বাড়িতে অথবা অফিসে কাজ করে দিচ্ছেন, তাঁদের অনেক বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত সমস্ত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

PATANJALI®

রাসায়নিক পদার্থকে না বলে দিন
প্রাকৃতিক পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের
জন্য পতঞ্জলিকে বেছে নিন

হলুদ, চন্দন, অ্যালোভেরা, নিম, গোলাপ এবং
৮০ % প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি
ব্যবহার করুন পতঞ্জলি ভেষজ স্নানের সাবান

পতঞ্জলি ফেস ওয়াশ রেঞ্জ

ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থেকে মুক্ত, প্রাকৃতিক জড়িবুটি দিয়ে তৈরি, ত্বকের সমস্যায় উপকারী, সবধরনের ত্বকের জন্য মানানসই

Shop Online- www.patanjaliayurved.net | Customer Care Number - 18001804108
Email ID - feedback@patanjaliayurved.org | Website - www.patanjaliayurved.org

গণধর্ষণের মামলার পরই শিবু গ্রেপ্তার

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শেষ পর্যন্ত সন্দেশখালির দুই তৃণমূল নেতা শিবপ্রসাদ হাজরা (শিবু) ও উত্তম সরদারের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার মামলা রুজু করল পুলিশই। অথচ গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বলা হচ্ছিল, সন্দেশখালিতে যৌন হেনস্তার কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু গণধর্ষণের মামলা রুজু শুধু নয়, তড়িঘড়ি শিবুকে গ্রেপ্তারও করে ফেলল পুলিশ।

রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, '৮ ফেব্রুয়ারির আগে সন্দেশখালিতে কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে জমা পড়েনি। এরপর যা যা অভিযোগ এসেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি এক মহিলার গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে উত্তম ও শিবুর বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' ডিজি'র ওই মন্তব্যের কিছুক্ষণের মধ্যে শনিবার ন্যাজাট থানা এলাকায় গ্রেপ্তার হয় শিবু।

আগাম জামিনের আর্জি শাহজাহানের

গণধর্ষণে আরেক অভিযুক্ত উত্তম সরদার আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিল অন্য মামলায়। তবে সন্দেশখালির হিংসার বারবার যাঁর নাম উঠে এসেছে এবং যাঁর বিরুদ্ধে ইডি আধিকারিকদের হেনস্তার অভিযোগ আছে, সেই শেখ শাহজাহান এখনও ফেরার। যদিও শনিবার তিনি আগাম জামিনের জন্য আবেদন করেছেন আদালতে। তাঁর সম্পর্কে প্রশ্ন করায় ডিজি রাজীব কুমারের পালটা বক্তব্য, 'শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইডি। তারা কেন তাদের গ্রেপ্তার করছে না?'

রাজ্যের এই শীর্ষ পুলিশকর্তার বরং অভিযোগ, পুলিশ শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করায় ইডি ওঁর সম্পর্ক তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, সন্দেশখালিতে আইনশৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে পুলিশ ও প্রশাসন বদ্ধপরিকর। সন্দেশখালির কিছু জায়গায় এখনও ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। ডিজি বলেন, 'আমরা চাইছি স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসুক। যেখানে দরকার নেই, সেখানে দু'-একদিনের মধ্যে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হবে।'

এরপর ষোলোর পাতায়

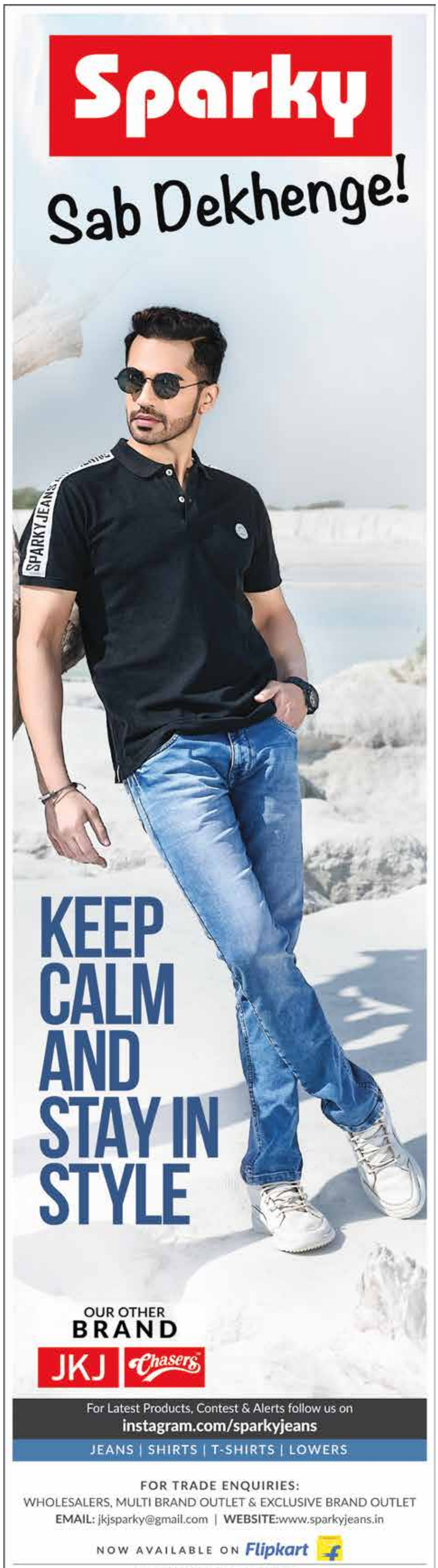

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বারবার যে কাজ করতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেই কাজ এ সপ্তাহে শেষ করতে পারবেন। বাবার শরীর নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বি

বৃষ : ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ করতে হতে পারে। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফল খুব ভালো হওয়ায় তৃপ্তি। আকটে থাকা কাজ ফের শুরু করতে পারবেন।

মিথুন : বাবার পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। নতুন গাড়ি কেনার আশা এ সপ্তাহে পূর্ণ হবে। কাছের কোনও ব্যক্তি এ সপ্তাহে আপনাকে ব্যবহার করে তার কাজ হাসিল করতে পারে।

কর্কট : ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা নিতে হতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির থেকে দূরে থাকুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ।

সিংহ : শরীরের সমস্যা কাটবে। এ সপ্তাহে নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বস্ত্র ও ইমারতি দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। এ সপ্তাহে ধার মেটানোর চেষ্টা করুন।

কন্যা : তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়ে সমস্যা। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহটি আনন্দে কাটবে। বাড়ি সারানোর কাজে নেমে প্রচুর অর্থব্যয়।

তুলা : শরীর খারাপ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে অশান্তি। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলা কাটবে। ঘরে পুজোর আয়োজন।

বৃশ্চিক : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। বাবার সঙ্গে হঠাৎ বাইরে যেতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে আপমানিত।

ধনু : ব্যবসা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বাইরের কোনও কাজে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল কিছু বলতে যাবেন না। হাড়ের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে।

মকর : নতুন ব্যবসায় প্রচুর লাভ হবে। মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অফিসে কোনও জটিল কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরে আনন্দ ও সবাই আপনার তারিখ করবে।

কুম্ভ : কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে একাধিক ভালো খবর পেতে পারেন। অংশীদারি ব্যবসায় হঠাৎ সমস্যা হতে পারে। অংশীদারের কথায় মন দিয়ে শুনুন।

মীন : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। পথে চলতে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। বাবার পরামর্শে অফিসের জটিলতা মেটাতে পেরে স্বস্তি। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার জন্যে প্রচুর অর্থ লাগতে পারে। পিঠ ও কোমরের ব্যথা ভোগাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

বার্লি নিয়ে গবেষণায় সম্মান

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হালের ফাইভজি যুগের শিশুরা স্বাদ না জানলেও আট-নয়ের দশকে জন্মানো এমন মানুষ খুঁজে মেলা ভার, যাঁরা বার্লি না খেয়ে বড় হয়েছেন। খাওয়ার চল যেমন কমেছে, তেমনি সারা দেশেই কমেছে বার্লি চাষও। এর অন্যতম কারণ অবশ্যই বার্লির কম ফলন এবং রোগ আক্রান্ত হওয়া। সেই বার্লির চাষ বাড়াতে গাছের পাতার স্পট ব্লজ রোগ খুঁজে দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে স্বর্ণপদক পেলেন ধূপগুড়ির পৌলোমী বসাক। আপাতত দেশের অন্যতম সেরা কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দিল্লির ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গবেষণায় মগ্ন পৌলোমী। ধূপগুড়ি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনি এলাকার বাসিন্দা পেশায় চা বাগানের কর্মী প্রকাশ বসাকের মেয়ে পৌলোমী ২০২১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক হয়ে সর্বভারতীয় প্রবেশিকার মাধ্যমে ভর্তি হন দেশের সেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে এমএসসি করার সময় তাঁর গবেষণাপত্র ছিল

দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন ধূপগুড়ির পৌলোমী বসাক।

প্ল্যান্ট প্যাথলজির ওপর বার্লি পাতার রোগ নিয়ে। সেই গবেষণাপত্র তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেরা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় পৌলোমীর হাতে ওঠে রাষ্ট্রপতির পদক। ছোটবেলায় বিন্নাগুড়ির একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পৌলোমীর পড়াশোনা। ফলে একেবারে ছোট থেকেই বাড়ি থেকে দূরেই শিক্ষার জন্যে তাঁর দৌড়াদৌড়ি। বর্তমানে তিনি প্ল্যান্ট প্যাথলজিতেই তাঁর গবেষণা আরও এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

এদিন দিল্লি থেকে ফোনে পৌলোমী বলেন, 'বার্লি এবং গম চাষের সময়টা প্রায় একই হয়ে যাওয়ায় বার্লি চাষে আগ্রহ কমছে। উপরি হিসেবে বার্লি গাছের রোগ এবং তার জেরে ফলনে মার হওয়া। আশা করব সেই ফলন বাড়াতে এই গবেষণা কাজে লাগবে।'

চলতি মাসের ৯ তারিখ দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ৬২তম সমাবর্তন উপলক্ষ্যে হাজির ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনিই গবেষণার জন্যে স্বর্ণপদক তুলে দেন পৌলোমীর হাতে। মেয়ের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা প্রকাশ বসাক বলেন, 'ছোট থেকেই শান্ত মেয়েটি পড়াশোনার প্রতি খুব টান। আমরা চাইব ওঁর গবেষণা দেশ ও মানুষের কাজে লাগুক।'

সেরা শ্রমিকদের পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে দলগাঁও চা বাগানে।

শ্রমিকদের পুরস্কার

জটেশ্বর ও নাগরাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পারফরমেন্সের নিরিখে বর্ষসেরা শ্রমিকদের পুরস্কৃত করল ডুয়ার্সের দলগাঁও চা বাগান কর্তৃপক্ষ। শনিবার সন্ধ্যায় বাগানে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই ম্যানেজার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্রমিকদের আরও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতেই এমন পরিকল্পনা।'

২০২৩ সালে মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে বেস্ট প্লাকার হিসেবে বাগানের পশ্চিম ডিভিশনের মিন্টু তিরকি, সিমলা তিরকি ও সুজিতা টোপ্পোকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। পূর্ব ডিভিশনের ক্ষেত্রে ওই পুরস্কার পান ক্যাটরিনা লাকড়া, ফুলমণি ধানোয়ার ও সীতা এক্কা। অস্থায়ী মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে পুরস্কৃত হন রাখি লোহার। পূর্ব ও পশ্চিম ডিভিশন সহ কারখানার সেরা সর্দারের পুরস্কার পান যথাক্রমে রূপেশ বরা, রোহিত টোপ্পো ও বাবুরাম বরা। সবচেয়ে বেশিদিন কাজে উপস্থিত থাকার পুরস্কার পান পরশুরাম ধানোয়ার, সতীশ এক্কা ও রাজু বেক। সেরা পানিওয়ালা, গাড়িচালক ও চৌকিদারের পুরস্কার পান এতোয়া কর্মা, নিরেন টিগ্গা ও চুনিরাম লাকড়া। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার সহ আরও অনেকে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী বিহারি, 33/5', B.A. (H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/108538)

■ কায়স্থ, 34, B.A., ফর্সা, দেবারি, 5'-1", পাত্রীর জন্য চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Mob : 9932702208. (C/113012)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.HM., 27/4'-10", সুন্দরী, স্মার্ট, স্বনির্ভর পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। M- 9851080664. (C/113013)

■ পঃবঃ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, নরগণ, মীন রাশি, ৩২ বছর, ফর্সা, স্লিম, ৫'-৩", ইং M.A., NFR রেলে কর্মরতা, কোচবিহার নিবাসী, মেয়ের জন্য ব্রাহ্মণ/উচ্চবর্ণের কায়স্থ, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। Ph.,W/App. 9434842796.

■ কাঃ, নরঃ, ২৯+/5', বিএ, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য অবিবাহিত, ৩৬-এর মধ্যে সঃ চাঃ/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। ফোন- 6295153911. (C/113014)

■ পূর্ববঙ্গ, কায়স্থ, M.A. (B.Ed. পাঠরতা), 26/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। 32 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। M- 8167863854. (C/109326)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-2", B.Tech, বেঃ সঃ (IT) কর্মরতা, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সঃ/উচ্চপদস্থ বেঃ চাকরিজীবী, নেশাহীন, অনূর্ধ্ব 36 পাত্র কাম্য। M- 9832367178. (C/109302)

■ রাজবংশী, SC, 34, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। সাউথ ইন্ডিয়ান, বয়সে ছোট চলবে। M- 7076784540. (C/108178)

■ রাজবংশী ক্ষত্রিয়, 29+/5', B.Tech, কলকাতায় TCS-এ কর্মরতা, পাত্রীর জন্য MNC-তে কর্মরত, ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। (No caste bar). M- 9434523978. (C/108178)

■ নাথ, 42/5'-3", হাইস্কুল শিক্ষিকা। যোগ্য পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলবে। M- 7031856553 (6 P.M.-9 P.M.) (C/109328)

■ কায়স্থ, 5'-3", M.A., শিক্ষিকা (ইংরেজিমাধ্যম), শিলিগুড়ি নিবাসী। চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। M- 9832062396. (C/109331)

■ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও শিক্ষিকার কন্যা, 5'-3", সুশ্রী, নম্র, 41 বছর, কায়স্থ, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি, কলকাতায় ব্যাংকে ভালো পদে কর্মরত। উপযুক্ত কর্মরত পাত্র কাম্য। পশুপ্রেমী অগ্রগণ্য। যোগাযোগ- 7001527945 (6 P.M. to 9 P.M.) (C/108179)

■ পাত্রী গন্ধবণিক, ২৮ (ইংলিশ), M.A., সুশ্রী, 5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কন্যার উপযুক্ত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ- 9775800101. (C/108676)

■ শিলিগুড়িস্থ, সঃ কর্মীর একমাত্র কন্যা, ফর্সা, 5'/25+, এমকম, বিএড জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী, স্বঃ/উচ্চঅসঃ পাত্র কাম্য। ফোন- 8918949194. (C/113017)

■ দত্ত, কায়স্থ, ৩১, সুশ্রী, গৃহকর্মে দক্ষ, ঘরোয়া, শান্ত, পিতৃহীনা, কনিষ্ঠা কন্যার জন্য অনূর্ধ্ব ৩৭, উপযুক্ত পাত্র চাই। ৯৬০৯৭৯৭৯৩৩। (C/113020)

■ 41/5'-4", M.A., information technology-তে Dip., ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট পাত্রীর উপযুক্ত, সুচাকরিজীবী, অবিবাহিত, 45 উর্ধ্ব পাত্র কাম্য। M- 7001873697. (C/108181)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ ঘোষ, DOB-1992, M.A., B.Ed., সুন্দরী, বাবা রিটায়ার্ড শিক্ষক, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি (ডাক্তার, সঃ ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, শিক্ষক অগ্রগণ্য) পাত্র চাই। 9064324018. (C/109334)

■ কায়স্থ, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, জলপাইগুড়িতে কর্মরতা, 34/5'-3", M.A., B.Ed., Eng., পাত্রীর জন্য স্থায়ী সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উপযুক্ত পাত্র 36 মধ্যে কাম্য। 8250470063. (B/S)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-1", M.Sc., হাইস্কুল শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। M- 9635670809. (C/109337)

■ পূঃবঃ মালো, 27/5'-4", M.A., Eng. (F.Y.), D.El.Ed., CTET, TET পাশ। ফর্সা, স্লিম, সুমুখশ্রী, দেব, তুলা, 33 মধ্যে, সঃ চাকুরে, সুপাত্র কাম্য। M- 9851367273.

■ কায়স্থ, ৫১, শিলিগুড়ি ও কলিঃ নিবাসী, বিধবা, সরকারি কর্মরতা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M- 6289113650. (K)

■ SC, রাজবংশী, ২৮/৫'-8", Dentist, বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক অফিসার, মা র‍্যাশন ডিলার, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 36, Doctor/ Gr-A Officer, সুপাত্র কাম্য। M- 9547430077. (K)

■ কায়স্থ, ৩৮, শিলিগুড়ি ও কলিঃ নিবাসী, সরকারি কর্মরতা, অবিবাহিতা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য, সন্তান সহ গ্রহণযোগ্য। M- 8584041412. (K)

■ পাত্রী বিধবা, ২৯/৫'-২½", মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ, সুন্দরী, দুই সন্তানের মা। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মো- 7548063064. (C/108672)

■ কায়স্থ, 33/5'-2", ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী, রাজ্য সরকারের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। M- 9474513361. (C/108674)

■ কর্মকার, 27+/5 ফিট থেকে 1 ইঞ্চি কম, MSW, NGO-তে কর্মরত (ICDS) কোচবিহার, বাবা স্বর্ণকার, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। M- 6294633704. (C/108673)

■ পাত্রী (35), 5'-1", M.Sc., স্টেট ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বাবা-মা সরকারি পেনশনার। সরকারি কর্মী, উপযুক্ত পাত্র চাই। স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। M- 9800009444. (C/108791)

■ নমশূদ্র, 27/5'-1", সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Caste bar নেই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। M- 9474592020. (C/108182)

■ নমশূদ্র, ২৭/৫'-৩", M.A., BLIS, D.El.Ed., মাথাভাঙ্গা নিবাসী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ পাত্র চাই। মা পেনশনার। M- 7479165780. (B/S)

■ কায়স্থ, 38+/5', H.S. (ব্যাক), অতীব ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুপাত্র কাম্য। M- 9775555014. (B/B)

■ Separated, Brahmin, 39+/5'-4", good looking with kid (M/7+). If interested contact-9775407637, E-mail : undertaker11cena@gmail.com (K)

■ নমশূদ্র, 27/5', B.A. পাশ, শিলিগুড়ি নিবাসী, দাবিহীন, ৩০-৩২ বছরের মধ্যে, উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 7001736348, 8597776033. যোগাযোগের সময়- 6 P.M. to 10 P.M. (C/109271)

■ পাত্রী বোস, বয়স 28+/5'-3", MBA পাশ, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরতা, একমাত্র কন্যার জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। ফোন- 8250745634. (C/109271)

■ ৩১/৫'-৫", M.A. (B.Ed.) Hons (GEO), ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া মেয়ের জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই (শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। ৯৮৩১০৫৯৫৮৩। (C/109366)

■ কায়স্থ, 29/5'-4", M.A. (E), B.Ed., সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর সরকারি কর্মচারী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, অনূর্ধ্ব 34yr পাত্র কাম্য। Ph. 8900505345. (C/109352)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, উচ্চতা ৫'-৫", সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (080-69141320). (C/109269)

■ রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত, ২৬ বছর বয়সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুপাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত, সুপাত্র কাম্য। (080-691-3133). (C/109269)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 5'-2"/33 বছর বয়সি, Divorced, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (080-69103105). (C/109269)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.Sc. pass, ঘরোয়া, পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। M- 9734485015. (C/109269)

■ কর্মকার, নরগণ, B.A. (H), D.El.Ed., 5'-2", 24 বছর, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী, আর্ট, গান, নাচ জানে। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 8972833813. (C./108770)

■ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী সুপাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্র কাম্য। (080-69103133). (C/109269)

■ পাত্রী কর্মকার, ২৬, ফর্সা, সুন্দরী, কনভেন্ট শিক্ষিকা। স্বঃ/অসবর্ণ, উপযুক্ত ও দাবিহীন পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 9434426689. (C/113022)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী (একমাত্র কন্যা), 29/5'-2", মেষরাশি, নরগণ, H.S. pass (CBSE), D.El.Ed. পাঠরতা, সংগীতে Diploma, বাবা রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। 9910583669. (C/109345)

পাত্র চাই

■ পাত্রী ফর্সা, সুশ্রী, কায়স্থ/ঘোষ, 26/5'-2", M.Com, শিলিগুড়ির মধ্যে পাত্র চাই। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা সরকারি চাকরি চাই। 9641004651 (সময়- 11-2)। (C/109265)

■ ST, 37/5'-3", অষ্টম শ্রেণি পড়াশোনা, লোহার, ঘরোয়া কাজে নিপুণা, সুশ্রী, ফর্সা, পাত্রীর জন্য 40-45 বছরের, স্ববর্ণ/অসবর্ণ, ভালো পাত্র কাম্য। M- 7602163691 (জলপাইগুড়ি)। (C/108800)

■ বৈশ্য, 45/5'-2", স্নাতক, ডিভোর্সি, নিঃসন্তান। 47-49'এর মধ্যে সুযোগ্য, শিলিগুড়ির পাত্র চাই। 8944076704. (C/109269)

■ ১৯৯৪-তে জন্ম, Pvt ব্যাংক-এর অ্যাসিঃ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M- 7596994108. (C/109269)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৭ বছর বয়সি, M.Sc., B.Ed., Pvt. হাইস্কুল শিক্ষিকা, পিতা ব্যবসায়ী, এইরূপ বাঙালি পরিবাবের কনিষ্ঠ কন্যার জন্য পাত্র চাই। M- 8101178439. (C/109269)

পাত্র চাই

■ পাত্রী 34+/5'4" M.A, B.Ed Eng (H), হাইস্কুল শিক্ষিকা SET Qualified, PHD পাঠরতা, স্বল্পকালীন মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সি পাত্রীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত পাত্র চাই। M-8918441446 M-ED

■ WB 32/5'4" ব্রাহ্মণ (কুলীন), M.A (English & Education), B.Ed, Pursuing Ph.D. আবৃত্তি বিশারদ, মালদা শহর নিবাসী, বর্তমানে সরকারি স্কুল শিক্ষিকা (প্রাইমারি), সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত প্রফেসর /হাইস্কুল শিক্ষক /ব্যাংক / রেল/ সঃ চাকুরি / সঃ ইঞ্জিনিয়ার / ডাক্তার সুপাত্র কাম্য। Mob. : 9609630561. (M-104976)

■ কায়স্থ 27, 5'03", MSC, Math (H), B.Ed গঙ্গারামপুর নিবাসী সরকারি চাকুরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগন্য। 9932477367 M-CH

■ রায়গঞ্জ, কায়স্থ 34/5'2", সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ অগ্রগন্য। M-9474848869.

M-TR

পাত্রী চাই

■ সাহা, ৩৭+/৫'-৪", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob: 7602816129. (C/109322)

■ সাহা রায়, ৩০/৫'-৯", M.Sc. (Phy.), সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য সুদর্শনা সঃ চাঃ স্বঃ/অসবর্ণা পাত্রী চাই। (M) 8900656868. (B/S)

■ সাহা, ৩৯/৫'-৫", H.S., নামমাত্র ডিভোর্স, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ। (M) 9434638546 (7-10 P.M.). (B/S)

■ SC Mondal, 32+/5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9474679466, 6294592859. (C/113019)

■ কায়স্থ, 35/5'-8", B.Tech., Civil Engineer, ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, চাকরিজীবী সুন্দরী, ফর্সা সুপাত্রী চাই। (M) 9475331330. (U/D)

■ 35+/5'7", সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষকের জন্য দঃ দিনাজপুর নিবাসী কায়স্থ চাকুরিজীবী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph. No.-7550846984. M-105073

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 37+/5'-6", M.A., B.Ed., NET পাশ, সঃ কলেজের স্থায়ী অধ্যাপক (SACT-1) পাত্রের জন্য চাকরিজীবী/ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832006598 (6 P.M. - 10 P.M.). (C/108180)

■ পঃ কায়স্থ, ঘোষ, 36+/5'-7", B.Sc. (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট), গৃহশিক্ষক, নিজ বাড়ি, একমাত্র পুত্র, পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, স্বর্ণ পাত্রী চাই। M- 8001472130. (U/D)

■ নাথ, 40/5'-6", Assistant Professor। যোগ্য পাত্রী কাম্য। M- 9064870726 (8 P.M.-10 P.M.). (C/109328)

■ কায়স্থ, 30, B.A., 5'-5", সুদর্শন, ভদ্র, নেশাহীন, এক পুত্র। প্রতিষ্ঠিত, ভালো ব্যবসায়ী, ত্রিতলবাড়ি, গাড়ি, স্লিম, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9635715254. (C/109323)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/109080)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ দে, 42, মাধ্যমিক ব্যাক, ঘরোয়া। উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 8250812017. (C/109355)

■ কায়স্থ, 36/4'-11", সরকারি ব্যাংক ম্যানেজার, ফর্সা, সুমুখশ্রী, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 8927642985. (C/109269)

■ কর্মকার, 28/5'-4", B.Com., ফর্সা, সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M- 9734969547, 9434891145. (C/109269)

■ পাত্রী ৫', SC, সঃ চাঃ, ৪৬-এর মধ্যে যোগ্য পাত্র চাই। ফোন- ৮৩৯১৯৮৩১৪৬। (C/109348)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৯, নামমাত্র ডিভোর্সি, গভঃ ব্যাংক-এর ক্লারিকাল পোস্টে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত স্টেট গভঃ কর্মচারী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র চাই। M-8101254275. (C/109269)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৫, M.A. পাশ, গৃহকর্মে নিপুণা, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, এইরূপ একমাত্র কন্যা সন্তানের যোগ্য পাত্র কাম্য। M- 8101254275. (C/109269)

■ পঃবঃ মাহিষ্য 30/5'3" B.A, D.Ed ফর্সা সুশ্রী স্লিম Contractual Govt. কর্মরতা ডিভোর্সি 10 বছর পূর্বে সংসার 15 দিনের। শুধুমাত্র বালুরঘাট অগ্রাধিকার। সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। 9064280128 M-ED

পাত্রী চাই

■ পাত্র সাহা, কুণ্ডু, আলিম্যান গোত্র, 32+/5'-3", বেসরকারি চাকরিজীবী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 9641742599, 7679743821. (C/113011)

■ কায়স্থ, 38+/5'-5", বিকম পাশ, নিজস্ব টোটো আছে, এছাড়া ফিনাইলের ব্যবসা। উপযুক্ত পাত্রী চাই। M- 9832468467. (C/113015)

■ কায়স্থ, বারুজীবী, দত্ত, ২৮/৫'-৭", ঔষধ কোঃ কেমিস্ট। সিকিমে কর্মরত, সঃ/বেসঃ, স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই, জলঃ- 9064474682. (C/108790)

■ মণ্ডল, SC, 29/5'-2", বাড়ি শিলিগুড়ি, B.Com.(H), Medical Representative পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, 22-25 মধ্যে পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি বা শিলিগুড়ির আশপাশের জায়গা হলেও কাম্য। (M) 9046526512, সময়-সন্ধ্য 7টা - রাত 10টা। (C/109335)

■ নমঃ বিশ্বাস, 30/5'-7", MCA, জেলা পঞ্চায়েত অফিসে কর্মরত পাত্রের জন্য 25-27'এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (নো কাস্টবার)। 9547811367 (3 P.M. - 10 P.M.). (C/109338)

■ কায়স্থ, ৪৪, কলিঃ ও শিলিগুড়ি, অবিবাহিত, সরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য, সন্তান সহ গ্রহণযোগ্য। (M) 8910947306. (K)

■ চ্যাটার্জি, 31/5'-10", দেবারি, বিটেক, PWC Bangalore, work from Home, 27 মধ্যে চাকরিরতা, কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি পাত্রী চাই। (M) 9432569252. (C/108675)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, ৩২, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকান কোঃ-তে কর্মরত। কলিঃ ও জলঃ নিজ ফ্ল্যাট। পাত্রের শিক্ষিত, সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৮ পাত্রী চাই। ৯৪৩৪৪১১২৩৩. (C/108789)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ সরকার, 33+/5'-10", B.Com., বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9832679352 (07 P.M. - 10 P.M.). (C/108795)

■ পাত্র M.Tech., Civil Engg., WB Govt., সুদর্শন, 31+/5'-8", দত্ত, দেবারিগণ। সুন্দরী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। অভিভাবক সরাসরি যোগাযোগ করুন। মোঃ নং- 9800306147. (C/108794)

■ নঃ শূঃ, ৩০/৬', Asstt. Professor, NIT কালিকট, ২৮-২৯ মধ্যে M.Tech./Ph.D., স্বঃ/অসঃ উত্তরবঙ্গবাসী পাত্রী কাম্য। (M) 8250299048. (C/108793)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-9", গ্র্যাজুয়েট, শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী। পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M- 8436979562. (C/109271)

■ পাত্র নমশূদ্র, দাবিহীন, 38+/5'-3", মাধ্যমিক পাশ, ব্যবসা। বাড়ি, গাড়ি আছে। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9735018507. (C/109342)

■ মাহিষ্য, 30/5'-7", B.Tech. Software Engineer (MNC) পাত্র-এর জন্য 30 অনূর্ধ্ব, সুশ্রী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রী চাই। (M) 8420700512. (C/109343)

■ General, 33/5'-8", B.Tech., Railway-তে কর্মরত (Monthly 1 Lakh) পাত্রের প্রকৃত সুন্দরী, অনূর্ধ্ব 28 পাত্রী চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8637839202. (C/108677)

■ ব্রাহ্মণ, 32+/5'-8", M.Tech., রেলওয়ে অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 9432076030. (C/109269)

■ কায়স্থ, 31/5'-8", B.Tech., Govt. Bank-এ কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9733066658. (C/109269)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 33/5'-8", সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন পাত্রের জন্য অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9749555388. (C/109269)

■ Gen., 33/5'-7", M.Sc., এগ্রিকালচার অফিসার পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। Caste no bar. (M) 7003763286. (C/109269)

■ MBA, বিটেক, দেবারি, ৫'-৯"/৩৪, বেঙ্গালুরু MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত। অভিজাত এলাকায় ফ্ল্যাট ও গাড়ি আছে। বেঙ্গালুরুতে চাকরি করে এমন পাত্রী চাই। 080-69141320. (C/109269)

■ ৩০ বছর বয়সি একমাত্র সন্তানের সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (No caste bar). 080-69141300. (C/109269)

■ কেন্দ্রীয় সরকারের (Rail) অধীনে কর্মরত, ৩০ বছর বয়সি, শিলিগুড়ি নিবাসী সুপাত্রের জন্য প্রতিষ্ঠিত সুপাত্রী কাম্য। 080-69141322. (C/109269)

■ কায়স্থ, দাবিহীন, 43/5'-8", মাধ্যমিক, বড় ব্যবসায়ী পাত্রের কায়স্থ/ব্রাহ্মণ, ঘরোয়া সুপাত্রী কাম্য। M- 7557859365. (B/B)

পাত্রী চাই

■ বয়স ৩৯, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ অধীনে কর্মরত পাত্রের জন্য ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী কাম্য। ইস্যু গ্রহণযোগ্য। (M) 9330394371. (C/109269)

■ অসম নিবাসী, ২৯ বছর বয়সি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9330394371. (C/109269)

■ বয়স ৩১, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, B.Tech., স্টেট গভঃ-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। নো কাস্টবার। (M) 7596994108. (C/109269)

■ পাত্র অধ্যাপক, কায়স্থ, 35/5'-8", কর্মস্থল ফালাকাটা। নিবাস শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9749244255. (C/109356)

■ জন্ম ১৯৮৫, বাঙালি হিন্দু, সেন্ট্রাল গভঃ অধীনে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে উচ্চপদে কর্মরত। পুত্রসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7980808844. (C/109269)

■ সেন, 33/6', B.A.(H), স্থায়ী ব্যবসা, নিবাস জলঃ শহর। স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী (২৮-এর মধ্যে) কাম্য। ইচ্ছুক অভিভাবকরাই ফোন করবেন। M/W : 8145837035. (C/108799)

■ পাত্র কায়স্থ, 29, MBBS, সরকারি ডাক্তার, ফর্সা, সুন্দরী/সুচাকুরে/ডাক্তার উঃ বঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/108798)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", কোচবিহার নিবাসী, M.Sc., সরকারি ব্যাংকে কর্মরত, সুদর্শন পাত্রের অনূর্ধ্ব 29, সুশ্রী, সরকারি চাকরিরতা, স্বঃবর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (সরকারি হাসপাতালে কর্মরত, B.Sc. Nursing/GNM অগ্রগণ্য)। (M) 9593208600. (C/108679)

■ ৩০ বৎসর, B.Tech., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 6291463992. (K)

■ কায়স্থ, EB, দাস, ৩৮/৫'-৭", দেবগণ, MCA, M.Tech., Ph.D., GATE, NET, শিলিগুড়ি নিবাসী, হায়দরাবাদ-এ বেঃ সঃ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের জন্য ভদ্র, শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্রী কাম্য। সঃ তঃ বিবাহে আগ্রহী। যোগাযোগ : 9749600274. (K)

■ MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্ত ঘরের উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 8918982517. (C/109347)

■ দত্ত (গন্ধবণিক), 42+, H.S., 5'-7", ব্যবসায়ী, সুউপায়ী, ন্যূনতম মাধ্যমিক, 30-35 মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। দাবিহীন, SC/ST বাদে। 9474629441. (C/109269)

■ বারুজীবী, 36/6'-1", B.Tech, চা বাগান, গাড়ি, বাড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্রের জন্য বারুজীবী/কায়স্থ, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M- 9476155025, 9434887287. (C/109272)

■ Looking for a suitable match for Saha 28yrs. businessman of Siliguri. Mob- 9609053552. (K)

■ মাহিষ্য, 32/5'-11", B.Tech, সরকারি স্কুল শিক্ষক, শিলিগুড়ি। পাত্রের জন্য স্নাতক পাত্রী কাম্য। M- 8617036426. (C/109271)

■ কায়স্থ, 35/5'-11", বিকম, চা বাগানে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 9734008727. (B/B)

■ পুনে নিবাসী, বৈশ্য সাহা, সরকারি চাকুরে, Ph.D., 38/5'-5", ডিভোর্সি, ইস্যুলেস, পাত্রের জন্য 28-32'এর মধ্যে, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন সন্ধ্যা 7-9টা। 9474730858. (C/109362)

■ পাল (জেনারেল), 31/5'-6", সুদর্শন, B.Com., D.Ed., বেঃ সঃ চাকরি, E.A. in Axis Direct, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। Ph. 9800166554.

■ কাঠমান্ডু (নেপাল) স্থিত প্রতিষ্ঠিত Int'l Logistic ব্যবসায়ী, কায়স্থ, পিতার ব্যবসায় যুক্ত, 32+/5'-4", BBA (কানাডা) পাশ, পুত্রের জন্য সুশ্রী, সুশিক্ষিত পাত্রী কাম্য। Phone : 9830401077, 9123793664. (C/112896)

পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় হঠাৎ বৃষ্টিতে শীতের আমেজ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শীত কী আবার দুয়ারে? এমন প্রশ্নের মধ্যে হেঁয়ালি থাকতে পারে। কিন্তু যেভাবে হঠাৎ বদলে গেল আবহাওয়া, তাতে এমন প্রশ্ন যদি কেউ করেন, তবে কী তাঁকে দোষ দেওয়া যায়! শুধু কুয়াশার চাদরে শুক্রবার দিনভর সূর্যের ঢাকা থাকা নয়, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দমকা ঝাপটায় হঠাৎই পাহাড়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির একাংশ ভিজল বৃষ্টির জলে। বৃষ্টি হয়েছে ডুয়ার্সের অনেক জায়গাতেই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুধ-বৃহস্পতিবার পাহাড়ে তুষারপাত এবং সমতলের প্রত্যেকটি এলাকাতেই কম-বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাসও স্পষ্ট। বৃষ্টি শেষে অস্বাভাবিকভাবে পারদ পতনের কথা বলছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'নতুন একটি ঝঞ্ঝার প্রভাবে সিমলা, উত্তরাখণ্ড সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় তুষারপাত এবং বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওই ঝঞ্ঝাটি সিকিম এবং দার্জিলিং পাহাড়ে পৌঁছোতে পারে মঙ্গলবার। তার প্রভাব শুরু হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। আগামী সপ্তাহে তুষারপাত ও বৃষ্টির আরও সম্ভাবনা রয়েছে।'

বসন্তের উত্তর তো মাদকতায় ভরা থাকার কথা। শীত শেষে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটবে। সঙ্গে সন্ধেরাতে হাওয়ার প্রলয় নাচন। কিন্তু হঠাৎই যেন শীতের আমেজ। সরকারিভাবে গত শনিবারই উত্তরবঙ্গ থেকে বিদায় নিয়েছে শীত। কিন্তু 'লিফটেট ফগ'-এর দাপটে সকালের পর থেকে কার্যত সূর্যের মুখ দর্শন হয়নি উত্তরের বাসিন্দাদের। ফলে পারদ সূর্যমুখী হতে পারেনি। ঠান্ডার আমেজ ছিল সর্বত্র। এরই মধ্যে শনিবার রাতে শিলিগুড়ি সহ কয়েকটি এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে হালকা বৃষ্টি হওয়ায় তাপমাত্রা আরও কমে যায়। ফিরে আসে শীতের আমেজ। তাপমাত্রার পতনে সিকিম পাহাড় তো বটেই, সান্দাকফু এবং সংলগ্ন এলাকায় এদিন হালকা তুষারপাত হয়েছে। ঝঞ্ঝার প্রভাবে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে বলে পূর্বাভাস মিলেছে। সিমলা, উত্তরাখণ্ড হয়ে এই অঞ্চলে ঝঞ্ঝাটি প্রবেশ করলে ভারী তুষারপাতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গজুড়ে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়ার মতিগতি পর্যালোচনায় স্পষ্ট, বুধ এবং বৃহস্পতিবার হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে গৌরবঙ্গের পাশাপাশি হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। এমন বৃষ্টি হলে শুষ্ক আবহাওয়ার যেমন পরিবর্তন ঘটবে, তেমনই উপকৃত হবে চা বাগান। তবে লিফটেট ফগের (মেঘ থেকে সৃষ্ট হওয়া নীচু স্তরের কুয়াশা) দাপটে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে আলু সহ শাকসবজি চাষ। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে সকালরাতে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক করেছেন তাঁরা। তবে শনির বৃষ্টিতে স্বস্তিতে শিলিগুড়ি। এই শহরে শেষ বৃষ্টি হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর।

লিফটেট ফগের দাপট

- ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে, বাড়তে পারে শীত
- বুধ-বৃহস্পতিবার পাহাড়ে তুষারপাত এবং সমতলে কম-বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস
- শনিবার রাতে শিলিগুড়ি সহ কয়েকটি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিতে কমেছে তাপমাত্রা
- রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে সকাল-রাতে ঘন কুয়াশা থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা

বসন্তেও শীতের পরশ। *শনিবার সকালে ময়নাগুড়িতে আগুন পোহাচ্ছেন প্রৌঢ়রা। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস। (নীচে) শীতের শেষে একপশলা বৃষ্টিতে ভিজল শিলিগুড়ি। শনিবার সন্ধ্যায় শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।*

এসওপি তৈরির পথে রাজ্য সরকার

তিন মাস বন্ধ থাকলেই বাগান নিলামে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চা বাগান নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরির পথে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই চা শিল্প নিয়ে গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে এব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গিয়েছে। এখন তা শুধু অনুমোদনের অপেক্ষায়। যাঁরা বিধিনিয়ম মেনে বাগান চালাবেন এসওপিতে তাঁদের পুরস্কৃত করার কথা থাকছে। পাশাপাশি বিনা নোটিশে বাগান বন্ধ করে চলে গেলে তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর তা পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হতে পারে। এরপর রাজ্য সরকার সেই বাগানকে নিলামে তোলার ব্যবস্থা করবে। সেক্ষেত্রে নতুন যে মালিক বাগান নেবেন তাঁকে রাজ্যের কাছে শ্রমিক-কর্মচারীদের অন্তত ৩ মাসের মজুরি-মাইনে আগাম জমা রাখতে হবে। পাশাপাশি সিকিউরিটি মানি হিসেবে গচ্ছিত রাখতে হবে ২ কোটি টাকা। থাকতে হবে বাগান চালানোর এক বছরের অভিজ্ঞতা। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কর্মীসভায় নাগরাকাটায় এসে রাজ্যসভার দলীয় সাংসদ ও চায়ের মন্ত্রীগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'এই এসওপি আশা করছি দ্রুত জারি হয়ে যাবে। শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ও একটা বাগানও যাতে বন্ধ না থাকে তা নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।'

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বরে চা শিল্প নিয়ে মন্ত্রীগোষ্ঠীর (গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স) পুনর্গঠন করা হয়। এতে চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এর বাইরে স্থায়ী সদস্য হিসেবে আছেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ও অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। এর বাইরে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে জিটিএ-র চেয়ারম্যান অনীত থাপা সহ শ্রম, কৃষি ও শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের। অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। যেহেতু চা বাগানের সঙ্গে জমির বিষয়টি জড়িয়ে আছে সেকারণে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মতামত চাওয়া হয়েছে। শুখা মরশুম এলেই এক শ্রেণির মালিকপক্ষের বাগান বন্ধ করে চলে যাওয়ার প্রবণতা রোখা রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য।'

এদিকে চা শ্রমিকদের বসবাসের স্থানেই রাজ্য সরকার জমির পাট্টা দেওয়ার যে কর্মসূচি শুরু করেছে এক শ্রেণির মালিকপক্ষ এনওসি দিতে গড়িমসি করছে বলে প্রকাশ চিকবড়াইক এদিন অভিযোগ করেছেন। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন ১৯ ফেব্রুয়ারি সংকোশ চা বাগান থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি এলেনবাড়ি বাগান পর্যন্ত যে ১১ দিনের পদযাত্রা শুরু করতে চলেছে সেখানে সমস্ত বিষয় তুলে ধরা হবে বলে প্রকাশ জানিয়েছেন। এদিন নাগরাকাটার সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেডিএ-র চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, তৃণমূলের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সভাপতি কাজি পান্ডে প্রমুখ।

নাগরাকাটায় তৃণমূলের কর্মীসভা। শনিবার। –সংবাদচিত্র

বাগডোগরায় ফের সব উড়ান দেরিতে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গত বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে জানানো হয়েছিল, এখন থেকে কুয়াশা পড়লেও উড়ান চলাচলে সমস্যা নেই। কিন্তু দু'দিন পর সেই কুয়াশার সমস্যায় পড়তে হল যাত্রীদের।

শনিবার কুয়াশার জেরে সকালের কোনও উড়ান বাগডোগরার রানওয়ে ছুঁতে পারল না। কলকাতা এবং বেঙ্গালুরুর দুটি উড়ান বাগডোগরার আকাশসীমায় আসার পর কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা স্বাভাবিকের থেকে কম থাকায় মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যায়।

শুধু তাই নয়, কুয়াশার জেরে সকালের সবগুলি উড়ান বেলা ১১টার পর থেকে নামতে পারে বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন এয়ার ইন্ডিয়ার কলকাতা-বাগডোগরা-কলকাতার উড়ান বাগডোগরায় নামার সময় ছিল সকাল ৮টা নাগাদ। সেটি বাগডোগরায় এসেও রানওয়ের ওপরে চক্কর কেটে ফিয়ে যায়। এয়ার ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরু-বাগডোগরা-বেঙ্গালুরু উড়ানের নামার সময়ও ছিল সকাল ৮টা। সেটিও বাগডোগরার আকাশে কয়েকবার চক্কর কেটে ফিরে যায়। যদিও বেলা ১২টার পরে দুটি উড়ান ফের বাগডোগরায় নামতে পারে। বাকি সবগুলি উড়ান অস্বাভাবিক দেরিতে আসায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সাংসদ রাজু বিস্ট বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বিমান

> বিমান নামার ক্ষেত্রে লোকালাইজার নামক পদ্ধতি এতদিন বন্ধ থাকায় ১০০০ বা ১২০০ মিটার অবধি দৃশ্যমানতা থাকলে তবেই উড়ান নামতে পারত।
>
> **রাজু বিস্ট**
> *সাংসদ, দার্জিলিং*

নামার ক্ষেত্রে লোকালাইজার নামক পদ্ধতি এতদিন বন্ধ থাকায় ১০০০ বা ১২০০ মিটার অবধি দৃশ্যমানতা থাকলে তবেই উড়ান নামতে পারত।'

লোকালাইজার পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এখন থেকে আর সেই সমস্যা রইল না। এখন ৯০০ মিটার দৃশ্যমানতা থাকলেও বিমান নামতে পারবে।

এদিন ফের বিমানের দেরি প্রসঙ্গে বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর মহম্মদ আরিফকে ফোন করা হলে তিনি সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

এখনও চাকরির স্বপ্ন টেট উত্তীর্ণ লটারিওয়ালার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটার দশমী ঘাটের বৈদ্যুতিক খুঁটির পাশে ছোট্ট একটি টেবিল পাতা। নড়বড়ে সেই টেবিলের উপর একটি ছাতা লাগানো। তাতে আবার ঝুলছে একটি ব্যানার। সেখানে বড় বড় করে লেখা রয়েছে টেট উত্তীর্ণ লটারিওয়ালা। নীচে নড়বড়ে টেবিলে লাগানো আরেকটি ফ্লেক্স। সেখানে লেখা বাপি মণ্ডল, এমএ, বিএড। শহরের পথচলতি প্রায় সকলেরই চোখ টানছে সেই লেখা। কৌতূহলী হয়ে অনেকেই দোকানে ভিড়ও করছেন।

লটারির দোকান খুলেছেন শিক্ষিত যুবক বাপি মণ্ডল। তাঁর বাড়ি শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ায়। স্নাতকোত্তর করার পর করেছেন বিএড। বহু পরীক্ষায় সফল হলেও শেষমুহূর্তে আটকে যায়। তাই মেলেনি চাকরি। বিএড থাকায় বসেছিলেন প্রাথমিকের টেটে। তাতে উত্তীর্ণও হন।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এবারও বাদ। তাই শেষপর্যন্ত সংসার চালাতে খুলেছেন লটারির টিকিট বিক্রির দোকান। সারাদিনে ৪০০ টিকিট বিক্রি করে যা সামান্য আয় হয় তা দিয়েই এখন চালাচ্ছেন সংসার।

বাবুপাড়ার কৃষ্ণ মণ্ডল ও সুচিত্রা মণ্ডলের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বাপি বড়। ছোট ভাই বাইরে কাজ করেন। আর বোন ফালাকাটা কলেজে পড়ছেন। বাপির বাবাও লটারির টিকিট বিক্রি করতেন। মা সুচিত্রাদেবী মানুষের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। কিন্তু বয়সের ভারে তিনি এখন আর তেমন কাজ করতে পারেন না। বাপি ফালাকাটা হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর ২০১৪ সালে ইতিহাসে অনার্সে ৫১ শতাংশ নম্বর নিয়ে বিএ পাশ করেন। ২০১৬ সালে ইতিহাসেই করেন স্নাতকোত্তর। এরপর ২০১৮ সালে বিএডও সম্পূর্ণ করেন। বিএড থাকায় ২০২২ সালে প্রাথমিক টেটে বসে ৯১ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ভেবেছিলেন শিক্ষকতার চাকরি পাবেন। কিন্তু বোর্ড বিএডদের প্রাথমিক টেটে গণ্য নয় বলে জানিয়ে দেয়।

এরপর প্রায় এক বছর ধরে বাবার দোকানে লটারির টিকিট বিক্রি করছেন বাপি। তবে সম্প্রতি বাপি মণ্ডলের লটারির দোকান সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। কারণ কাউন্টারের সামনে তাঁর ডিগ্রি লেখা হয়েছে।

বাপি মণ্ডল বলেন, 'বাবা লটারির টিকিট বিক্রি করে আর মা মানুষের বাড়িতে কাজ করে আমাকে পড়াশোনা শিখিয়েছেন। উচ্চশিক্ষিত হয়ে ভেবেছিলাম একটা সরকারি চাকরি পাব। টেট উত্তীর্ণও হই। কিন্তু একটা চাকরিও জুটল না। তাই বাধ্য হয়ে সংসার চালাতে এখন লটারির টিকিট বিক্রি করছি।' তবে এখনও স্বপ্ন দেখেন, হয়তো একদিন ভাগ্যের চাকা ঘুরবে। তাঁর ভাগ্যে সরকারি চাকরি জুটবে।

নিজের লটারির দোকানের সামনে বাপি মণ্ডল। ফালাকাটায়।

চুরির পুরস্কার

একটা ফোন নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকলেন স্বামী। তাই দেখে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'এ কী! এত হাঁফাচ্ছ কেন? এই ফোনটাই বা কোথায় পেলে?'

স্বামী : দৌড় প্রতিযোগিতায় দুজনকে হারিয়ে এটা পেলাম।

স্ত্রী : মাত্র তিনজন নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা?

স্বামী : হ্যাঁ, প্রথমে আমি, তারপর পুলিশ আর সবার পিছনে এই ফোনটার মালিক।

-সৌভিক দাশগুপ্ত, মাথাভাঙ্গা

8597258697 পাঠান মজার জোকস, চুটকি এই নম্বরে।

ডেমুতে খুশি হলেও ইন্টারসিটির জন্য আক্ষেপ

শিলিগুড়ি জংশন থেকে রায়গঞ্জগামী নতুন ট্রেন চলবে। –সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নতুন ট্রেন পেল শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ। তবে, ইন্টারসিটির দাবি করে ডেমু পাওয়ায় আক্ষেপ যাচ্ছে না রায়গঞ্জের।

শিলিগুড়ি জংশন এবং রাধিকাপুরের মধ্যে আরও একটি নতুন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। এতদিন রায়গঞ্জ থেকে সকালে রওনা দিয়ে দুপুরে শিলিগুড়ি জংশনে পৌঁছে রাতে ফিরে যেত একটি ডেমু। একই সময়ে উলটো পথে ট্রেন চালানোর দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। দিল্লিতেও দরবার হয়েছে। শুক্রবার রেল বোর্ডের তরফে নতুন ট্রেনের যে সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দাবি পূরণ হওয়ায় দুই জেলার ব্যবসায়ী মহল খুশি। কিন্তু ইন্টারসিটি না মেলার উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ থাকছেই।

দুই সাংসদ রায়গঞ্জের দেবশ্রী চৌধুরী এবং দার্জিলিংয়ের রাজু বিস্ট নতুন ট্রেনের জন্য অনেকদিন ধরেই দরবার করছেন। লোকসভা নির্বাচনের মুখে তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়ে শিলিগুড়ি জংশন এবং রাধিকাপুরের মধ্যে নতুন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অশ্বিনী বৈষ্ণোর মন্ত্রক। তবে কবে থেকে ট্রেনটির চাকা গড়াবে তা স্পষ্ট নয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলছেন, 'নতুন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে ট্রেনটি চালচল করবে, তা এখনও ঠিক হয়নি।' একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, যেহেতু ৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসার কথা রয়েছে, তাই নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে ট্রেনটির যাত্রার সূচনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সময়সারণি অনুযায়ী নতুন ডেমু শিলিগুড়ি জংশন থেকে সকাল ৬.১৫ মিনিটে রওনা দিয়ে রাধিকাপুরে পৌঁছাবে ১১টায়। এবং সেখান থেকে বিকেল ৪টায় রওনা দিয়ে শিলিগুড়ি ফিরে আসবে রাত ৯.৩০ মিনিটে। ট্রেনটি দাঁড়াবে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, ঠাকুরগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি, কিশনগঞ্জ, ডালখোলা, বারসই এবং রায়গঞ্জে।

দাবি পূরণে খুশি দেবশ্রী এবং রাজু। রায়গঞ্জের সাংসদের বক্তব্য, 'জেলাবাসীর দাবি মেনে এ মাসেই চালু হচ্ছে নতুন ডেমু। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে।' নতুন ট্রেন দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলেন, 'ট্রেনটির মধ্যে দিয়ে দুই জেলার সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।'

শিলিগুড়ি এবং রায়গঞ্জের মানুষ নতুন ট্রেনপ্রাপ্তিতে খুশি। তবে ইন্টারসিটির দাবিও উঠছে। ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি দামোদর আগরওয়াল বলছেন, 'দিল্লিতে গিয়েছিলাম নতুন ট্রেনের জন্য। রেল কথা রাখায় আমরা অত্যন্ত খুশি।' এই সংগঠনেরই সদস্য অঞ্জন রায়ের বক্তব্য, 'বিকেলে শিলিগুড়ি যাওয়ার ইন্টারসিটি ট্রেন দিলে ভালো হত। ডেমু শিলিগুড়ি পৌঁছাতে অনেক সময় নেবে।' রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ির দাবি, 'বিকেলে শিলিগুড়ি যাওয়ার ট্রেনের দাবি

> জেলাবাসীর দাবি মেনে এ মাসেই চালু হচ্ছে নতুন ডেমু। জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হচ্ছে।
>
> **দেবশ্রী চৌধুরী,**
> *সাংসদ, রায়গঞ্জ*

আমাদের দীর্ঘদিনের। ডেমু'র পরিবর্তে ইন্টারসিটি হলে আরও ভালো হয়।' উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চের আহ্বায়ক অঙ্কুশ মৈত্রের কথায়, 'রাধিকাপুর-বারসই সেকশনের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হল কাটিহার ডিভিশন। এই ডিভিশনে ভালো ট্রেন না দেওয়ার অজুহাত পরিকাঠামো। রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি ডেমু নয়, ইন্টারসিটি দেওয়া হোক।'

এই হতাশার পাশে উচ্ছ্বাসও রয়েছে। রায়গঞ্জের প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের সদস্য মুকুল চক্রবর্তী বলেন, 'বিকেলে শিলিগুড়ি যাওয়ার একটি নতুন ট্রেন পাচ্ছি এটাই বড় ব্যাপার। কারণ শিলিগুড়িগামী একটি ট্রেন আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।' শিলিগুড়ির প্রবীর বসাক বলেন, 'এতদিন রায়গঞ্জে পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যেত। সেই সমস্যা এখন আর হবে না।'

বিয়ের বরাতের রাজভোগ-চমচম সাবাড় হাতির

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মিষ্টির স্টোর রুমে গামলায় সারি দিয়ে সাজানো ছিল রাজভোগ, গোলাপজাম, চমচম, কমলাভোগ, গুড়ের রসগোল্লা। মনের আনন্দে সবক'টি গামলা প্রথমে বাইরে বের করে আনে মাকনা। তারপর গামলার সব মিষ্টি সাবাড় করে জলদাপাড়ার বেতাজ বাদশা। মনে হয়, মানুষের মতোই মাকনারও রুচির পরিবর্তন হয়েছে। ঘাস, লতাপাতা, চাল, ডাল, আটা খেয়ে মনে হয় মাকনার অরুচি ধরে গিয়েছিল। সেইজন্য রুচির পরিবর্তন করতে এবার মিষ্টির দোকানে হামলা চালায় সে। আর দোকানের স্টোর রুমের পাকা দেওয়াল ভেঙে বিয়েবাড়ির বরাদ্দকৃত মিষ্টির পুরোটাই খেয়ে সাবাড় করল। আশ্চর্যর বিষয় হল, মিষ্টি খাওয়ার পর পান খাওয়ার সাধ জাগে মাকনার। সেইজন্য মিষ্টি খাওয়ার পর হামলা চালায় পাশের পান দোকানে। তবে পান দোকানের লোহার শাটার পুরো ভাঙতে না পারায় পা খেতে পারেনি সে। আর ততক্ষণে বনকর্মীদের গাড়ি পৌঁছাতেই লেজ গুটিয়ে পালিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ঢুকে যায়। ঘটনাটি হয়েছে শুক্রবার ভোররাতে মাদারিহাট অশ্বিনীনগর তিন নম্বর ওয়ার্ডের রাজেশ বণিকের মিষ্টির দোকানে। পান দোকানের শাটার ভাঙল সঞ্জয় সাহার। মাকনার মিষ্টি খাওয়ার দৃশ্য সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

> একটি বিয়েবাড়ির মিষ্টির বরাত ছিল। প্রায় ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন রকমের মিষ্টি মজুত ছিল স্টোর রুমে। শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ হাতি হামলা চালিয়ে প্রায় সব মিষ্টি খেয়ে ফেলেছে।
>
> **রাজেশ বণিক,** *মিষ্টি ব্যবসায়ী*

রাজেশ বলেন, 'একটি বিয়েবাড়ির মিষ্টির বরাত ছিল। প্রায় ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন রকমের মিষ্টি মজুত ছিল স্টোর রুমে। শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ হাতি হামলা চালিয়ে প্রায় সব মিষ্টি খেয়ে ফেলেছে।' বনকর্মীদের কাছে জানা গেল, এই মাকনা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতে মধ্য মাদারিহাটে পাঁচজনের ঘর ভেঙে ফেলে। আর বন দপ্তরের গাড়ির আওয়াজ পেতেই উধাও হয়ে যায় মাকনা। হাতিটি এতটাই চালাক যে, ঘর ভাঙার সময় আগে শুঁড় দিয়ে আলতোভাবে দেখে নেয় টিনের বেড়া আছে কি না। এক বনকর্মী জানালেন, টিনের বেড়া থাকলে দুটো কারণে এই মাকনা ভাঙে না। একটি কারণ আওয়াজ হতে পারে। আর দ্বিতীয় কারণ টিনে শরীর কেটে যেতে পারে।

মাদারিহাট এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার অনিমেষ ঘোষ বলেন, 'এই মাকনাকে নিয়ে আমরা ভীষণ চিন্তিত। কখন কোথায় কীভাবে হামলা চালায় বুঝতেই পারি না। ঘর ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে যায়।' তিনি জানান, মাদারিহাটজুড়ে এই মাকনা তাণ্ডব চালাচ্ছে। বন দপ্তরের তিনটি গাড়ি ওর পাহারায় থাকলেও আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না।

মিষ্টির দোকানে হাতির তাণ্ডব। মাদারিহাট অশ্বিনীনগরে। –সংবাদচিত্র

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ও বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এজেন্সির যৌথ উদ্যোগ

এখন ভর্তি চলছে
রবিবার খোলা

IT, DTP, FA, CAD এবং Hardware
সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও ভর্তি হতে পারবে।

সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি কর্তৃক প্রচারিত ঃ

মালদা সদর - ১৮/৫৯, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, রাজমহল রোড, SBI ATM -এর পাশের বিল্ডিং ☎ ৮৬৯৭৭৭৭৭৮৫/৯০৫১০৫১৩০৫

রায়গঞ্জ - প্রীতি অ্যাপার্টমেন্টের দোতলায়, বকুলতলা, SBI ব্রাঞ্চের কাছে ☎ ৯৮৭৪৭৪৭০৩৩/৯৮৭৪৬৪৪১১৩

বালুরঘাট - "শুভাদন ভবন" বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্কের উপরে ☎ ৯৮৭৪৭৪৭০৩২/৯৯৩২০১৩০৫৪

শিলিগুড়ি - ৮০, কলেজ পাড়া, কলেজ মাঠের পাশে ☎৯০৫১০১৩৫০২

জলপাইগুড়ি - কুঞ্জ ভবন, পাণ্ডা পাড়া রোড, কানাড়া ব্যাঙ্কের পাশে ☎ ৯৮৭৪৬৪৪১১৫

ময়নাগুড়ি - জাগৃতি মোড়, জাগৃতি সংঘের দ্বিতীয় তল ☎৯০৭৩৯১৫৮৬৩

কোচবিহার - NBSTC বাস টার্মিনাসের পাশে, কানাড়া ব্যাঙ্কের ATM -এর উপরে, কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের কাছে ☎৯০৫১০৬৫৪৩২

তুফানগঞ্জ সদর - 'অন্তরঙ্গ মার্কেট কমপ্লেক্সের' দোতলায়, তুফানগঞ্জ পৌরসভা ভবনের পাশে ☎ ৮৬৯৭৭৭৭৭৯২/৭৬০৩০৭৬১১১

হলদিবাড়ী - হলদিবাড়ী পৌরসভা ভবন ☎ ৯০৫১০১৩৫০৩

হুজুরের মেলায় ২০ লক্ষ পুণ্যার্থীর আশা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মেলা শুরুর আগের দিনই উদ্বোধন করা হল উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলার। শনিবার বিকেলে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ৮০তম হুজুরের মেলার উদ্বোধন করেন একরামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সভাপতি তথা বংশধর গদিনশিন সৈয়দ খন্দকার নুরুল হক। উপস্থিত ছিলেন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান ও দিদারুল আলম সরকার প্রমুখ।

রবিবার ও সোমবার বসবে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী হুজুর সাহেবের মেলা। তার আগে এদিন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হুজুরের মাজার চত্বরে প্রায় ৩৩ বিঘা জমিতে অস্থায়ী দোকান বানিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। এ বছর প্রায় ২০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে বলে অনুমান পুলিশ সহ মেলা কমিটির। এমন পরিস্থিতিতে মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে পুলিশ প্রশাসনের। ইতিমধ্যে বিভিন্ন থানা ও ব্যারাক থেকে প্রচুর পুলিশকর্মী এসে পৌঁছেছেন। হলদিবাড়ি রেলস্টেশনেও অতিরিক্ত রেল পুলিশ মোতায়েন থাকছে।

মেলা ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা একই দিনে থাকায় সুষ্ঠুভাবে মেলা ও পরীক্ষা পরিচালনা করাই পুলিশের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই বলেন, 'পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের রাস্তা যানজটমুক্ত রাখা হবে। এর জন্য পুলিশকর্মীরা ওই রাস্তায় মোতায়েন থাকবেন। পরীক্ষা চলাকালীন মেলায় কমিটির ঘোষণা করা ছাড়া কোনও প্রকার মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।' মেলা কমিটির সদস্য কমল প্রধান বলেন, 'পুলিশের পাশাপাশি কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরাও গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় মোতায়েন থাকবেন। প্রয়োজনে পরীক্ষার্থীদের সেন্টারে পৌঁছে দেবেন।' এছাড়াও মেলা কমিটির তরফে মেলা প্রাঙ্গণে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সজাগ থাকবেন অ্যাম্বুল্যান্স সহ মেডিকেল টিম ও দমকলবাহিনীর সদস্যরা। ২৪ ঘণ্টা জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে তৎপর কর্মীরা। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

এদিন মেলা প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা গেল, মেলা শুরুর আগেই বহিরাগত পুণ্যার্থীরা মেলায় আসতে শুরু করেছেন। নানা আলোয় হুজুরের মাজারকে সাজানো হয়েছে। একরামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান জানান, রবিবার ও সোমবার মেলা বসবে। তার আগে এদিন শেষবেলায় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। এ বছরও মেলায় আসায় সকল পুণ্যার্থীর মধ্যে তবারক (প্রসাদ) বিতরণ করা হবে। কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'আমরা প্রস্তুত। আশা করি সব কিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে।'

নানা আলোতে সেজে উঠেছে হুজুরের মাজার। শনিবার হলদিবাড়িতে।

১৯ বছর পর শুয়োর মারার সাজা ঘোষণা

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বুনো শুয়োর মারার ঘটনায় অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করল আদালত। শনিবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি প্রায় ১৯ বছর আগের। ২০০৫ সালে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ময়রাডাঙ্গা বিটের অন্তর্গত শিবনাথপুরের চারা মুন্ডা, বাঙ্কা মুন্ডা, জোজো মুন্ডা ও সুরেশ ওরাওঁ নামে চারজনের বিরুদ্ধে একটি বুনো শুয়োর মারার অভিযোগ ওঠে। সবার বিরুদ্ধেই আদালতে মামলা চলছিল। তবে মামলা চলাকালীন জামিন পেলে পরবর্তীতে সুরেশ ওরাওঁয়ের মৃত্যু হয়। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের তিন নম্বর কোর্টে চারা মুন্ডাকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারপতি দিব্যেন্দু দাস। বিচারপতি চারা মুন্ডাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। বাকি দুজন বেকসুর ছাড়া পান। আদালত সূত্রে খবর, অভিযুক্তরা ঘটনার পর গ্রেপ্তার হলেও পরবর্তীতে জামিন পেয়ে যান। তবে মামলা চলছিল। সম্প্রতি তিনজনকে ফের জেল হেপাজতে নেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের এডিএফও নবজিৎ দের বক্তব্য, 'এরকম একটি মামলা চলছিল। তবে সাজা ঘোষণার বিষয়টি এখনও বিস্তারিত ভাবে জানা যায়নি। খোঁজ নিচ্ছি।'

e-Tender Notice
Office of the E.O.
Banarhat, Jalpaiguri

Corrigendum Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. BANARHAT/EO/NIT-008/2023-24, Last date of online bid submission extended to 23/02/2024 at 4.50 pm respectively. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
E.O., Banarhat Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Tender ID- 2024_WBPWD_666461_1
AE, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division-II, invites Online tender for the work of (1) Repairing the Electrical installation work at Darjeeling Electrical Division, Siliguri, Darjeeling. (2) Bid Submission start date: 12.02.2024 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date: 19.02.2024 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division-II.
ICA-T4132(1)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
Tender ID- 2024_WBPWD_666600_1
AE, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division-II, invites Online tender for the work of (1) Repairing the existing compound illumination with in the premises of North Bengal medical college & Hospital. (2) Bid Submission start date: 12.02.2024 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date: 19.02.2024 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division-II.
ICA-T4133(1)/2024

Govt. of West Bengal
Office of Harirampur Development Block
Harirampur, Dakshin Dinajpur

Corrigendum Recruitment Notice
Memo No. 543/HRP Date-16-02.24

The earlier notice vide memo no. 328/HRP dated 02.02.2024 is hereby clarified that the age relaxation for SC/ST/OBC applies as per government norms. Also this is to inform all that the date of submission of application form for the post of superintendent of Ashram Hostel Attached to kasba Bairhatta High School is extended upto 20.02.2024 (3pm) and the date of walk-in-interview which was previously scheduled on 20.02.2024, rescheduled to 27.02.2024 (1:30 PM on wards). For further details, candidates are requested to visit backward classes welfare section of Harirampur Block Development Office.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development Block,
Dakshin Dinajpur

Siliguri Jalpaiguri Development Authority

Himanchal Vihar (near Passport Sewa Laghu Kendra) Matigara 734010

NOTICE

This is to inform all concerned that upon the basis of the receipt of applications, the rectified revised allocation for 422 Nos of EWS dwelling units at Kawakhali within Utsodhara Teesta Township, Mouza Dabgram, JL No. 2 to be allotted through lottery on 20th February 2024 at Baghajatin Park, Siliguri from 10.30 am onward, for different Municipalities & Blocks against each category is given hereunder.

Category / Name of the Municipality Block	General	Women	SC	ST	OBC	Senior Citizen	Minority	Differently abled	TOTAL
Siliguri Municipal Corporation	117	21	32	05	11	02	16	09	213
Matigara	27	06	07	02	03	-	02	01	48
Phansidewa	15	05	06	01	02	-	01	01	31
Naxalbari	09	03	03	01	01	-	-	-	17
Kharibari	03	02	04	01	02	-	-	-	12
Jalpaiguri Sadar	02	01	04	-	01	-	02	-	10
Jalpaiguri Municipality	07	02	03	-	01	-	-	01	14
Rajganj	31	07	08	01	03	-	07	01	58
Kranti	02	-	01	01	01	-	02	-	07
Mal Block	02	-	01	02	01	-	-	-	06
Maynaguri Municipality	04	01	01	-	-	-	-	-	06
TOTAL									422

Sd/-
Chief Executive Officer

পঁয়তাল্লিশেও 'স্যর' শুনতে পেলেন না সন্তু

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দেখতে দেখতে ন'বছর পার। অপেক্ষা আর শেষ হয় না। রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের আপার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের জট এখনও জটিল। একই নিয়োগে দু'বার ইন্টারভিউ। কাউন্সেলিংও সারা। তবুও শিকে ছেঁড়েনি। কিন্তু পাপী পেট তো আর সেকথা মানে না। তাই বাধ্য হয়ে মুদি দোকানে কর্মচারী করে সংসার চালান সন্তু।

বয়সের কাঁটা পৌঁছেছে পঁয়তাল্লিশের ঘরে। গঙ্গারামপুরের ফুটবল মাঠপাড়ার বাসিন্দা সন্তু বিশ্বাস। ২০১৫ সালে টেটে পাশ করেন। ২০১৯ ও ২০২১ সালে দু'বার ইন্টারভিউ দেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে স্কুল কাউন্সেলিং শেষ করেন। অথচ এখনও স্কুলে যোগদান করতে পারেননি।

তাঁর আক্ষেপ, '৯ বছর ধরে নিয়োগের অপেক্ষা করছি। গত নভেম্বরে আমাদের স্কুল কাউন্সেলিং হয়ে গিয়েছে। এখনও জয়েন করতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে সংসার চালাতে মুদির দোকানে কাজ করছি।'

মাথার ওপর বাবা নেই। মা আছেন। অসুস্থ। তাঁকে নিয়ে ছোট্ট সংসার সন্তুর। তিনবার সফল হয়েও পাননি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ। ২০১৬ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম স্তরের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাতেও সফল হন তিনি। ভাগ্যের পরিহাস! সেই চাকরিটাও হয়নি! এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন।

হাল ছাড়তে নারাজ তিনি। তাই এখন আপার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগটাকেই আঁকড়ে ধরেছেন মনে মনে। কিন্তু পাপী পেট! বাধ্য হয়ে নয় বছর ধরে এই মুদি দোকানেই কর্মচারীর কাজ করেন তিনি। তাতে সংসারের জোয়াল টানা যায়। কিন্তু স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে কষ্ট হয়। এভাবেই চলছে।

শিক্ষক হওয়ার টান ছিল কঠিন। তাই ধারদেনা করে বিএলএড কোর্স করেছিলেন। মুদি দোকানে কাজ করা নিয়ে শুনতে হয় প্রতিবেশীদের হাসিঠাট্টা। তবে দমে যাওয়ার পাত্র তিনি নন।

তবু কথা বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে আসে আজও। জানালেন, 'কেন যে পড়াশোনা করেছিলাম! সকলেই জানতে চান কবে স্কুলে জয়েন করব। কী বলব! উত্তর দিতে পারি না কাউকে। আমার মা বয়স্ক। কী জানি উনি আমার স্কুলে চাকরি করাটা দেখে যেতে পারবেন কি না।'

দৃষ্টিহীনদের হাতি চেনাচ্ছেন পার্বতী বড়ুয়া। শনিবার গরুমারায়।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে হাতি চিনল ওরা

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পাড়ানি ওরাওঁ, বিফাই মাহালি, আমির হোসেন, সন্তোষ লোহার। কেউ কাউকে সেরকমভাবে চেনে না। তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা এরা। কিন্তু সবার মধ্যে একটা মিল রয়েছে। এদের মধ্যে কেউই নিজের চোখে পৃথিবীকে দেখেনি। স্পর্শ-গন্ধের মাধ্যমে পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয় তাদের। শনিবার স্পর্শ করেই হাতিদের সঙ্গে ভাব করল সন্তোষরা। আর তাদের হাতিদের নিয়ে গল্প শোনালেন সম্প্রতি পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হস্তীবিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া।

শুক্রবার মেটেলি ব্লকের মূর্তি নদীর ধারে শুরু হয়েছে দৃষ্টিহীনদের চারদিনের প্রকৃতি পাঠ শিবির। শনিবার শিবিরের দ্বিতীয় দিনে সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় গরুমারার গাছবাড়িতে। সেখানে কুনকি হিলারি, বর্ষণ, কৃষ্ণকলি, নটরাজ, ভিম ও যুবরাজের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হয়।

শারীরিকভাবে হয়তো শিবিরে অংশগ্রহণকারী ৫০ জন দৃষ্টিহীন, কিন্তু পৃথিবীকে দেখার ও জানার ইচ্ছে রয়েছে প্রবল। এতদিন বইয়ে হাতিদের সম্পর্কে পড়েছে। তারা ঠিক কেমন, এদিন তারা বুঝতে পারল। সেইসঙ্গে হাতিদের আচার-আচরণ, খাওয়াদাওয়া, বাসস্থান, রূপচর্চা যাবতীয় বিষয় তাদের গল্পের আকারে শোনালেন পার্বতী বড়ুয়া। পার্বতী বলেন, 'জীবনের অনেকটা সময় হাতিদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এদিন নিজের হাতে হাতিদের কলা খাইয়েছি। শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা হাতিদের চিনল, নতুনভাবে জানল।'

হাতিদের জগৎ সম্পর্কে যেমন নানা অজানা তথ্য জানালেন, তেমনই সবার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিলেন। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবছর গরুমারার কুনকিদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'এই ক্যাম্পে যারা এসেছে, তারা হয়তো পৃথিবীর রূপ, রং দেখতে পায় না। কিন্তু যথেষ্ট সংবেদনশীল ওরা। এদিন ধূপঝোরার পিলখানায় নিয়ে গিয়ে তাদের হাতিকে ছুঁয়ে চেনানো হয়।'

শিবিরে অংশগ্রহণকারী দৃষ্টিহীন পাড়ানি ওরাওঁয়ের কথায়, 'এতদিন অনেকের মুখে হাতির গল্প শুনেছি। এই প্রথম হাতিকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে অনুভব করলাম। অনেক বড় প্রাণী হাতি। এইভাবে কোনওদিন হাতিকে ছুঁয়ে দেখতে পাব, ভাবিনি।'

এদিন পার্বতী বড়ুয়াকে গরুমারার গাছবাড়ির মাহুতরা সংবর্ধনা জানান। ন্যাফের তরফেও তাঁকে জানানো হয় সংবর্ধনা। ছিলেন গরুমারার এডিএফও নিমা লামু শেরপা, গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দে, ধূপঝোরা বিটের বিট অফিসার জীবন বিশ্বকর্মা, গরুমারার অভিজ্ঞ মাহুত দীনবন্ধু রায় সহ অন্যরা।

> জীবনের অনেকটা সময় হাতিদের সঙ্গে কাটিয়েছি। শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা হাতিদের চিনল, নতুনভাবে জানল।
>
> -পার্বতী বড়ুয়া

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬২৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭২০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭২১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পঃবঃ)
দূরভাষ ঃ (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in,
২০.০৩.২০২৪-এর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ই-অকশন
সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'-এর ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এ দেওয়া হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর বিধান সহ পঠিত।

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে বিশেষভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধক/চার্জড রয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক-এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ২০.০৩.২০২৪ তারিখে যা বিক্রয় করা হবে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'-এর ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাংক সুরক্ষিত ঋণদাতার কারণে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে। ই- নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তিটির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হয়েছে :

ক্র. সংখ্যা / শাখা	অ্যাকাউন্টের নাম ও ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) / বায়নার টাকা জমা / দর বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা / সম্পত্তি আইডি / সম্পত্তির দায়বদ্ধতা
০১ পানিশালা ব্রাঞ্চ	১। মেসার্স রেজিয়া ভাণ্ডার গ্রাম : পানিশালা, পো:অ: পানিশালা, জেলা-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৩৪ ২। জনাব আবু তালেব মিয়া গ্রাম : পানিশালা, পো:অ: পানিশালা, জেলা-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৩৪	জমির সকল ও অবিভাজ্য অংশ এবং অস্থায়ী কাঠামো যার আয়তন ০.০১ একর, প্লট নং ৯৩৫ (আরএস), ১০৮৪, ১০৮৫ (এলআর) খতিয়ান নং-৯৩৫৯ (আরএস) ২৮৩৮ (পুরানো), ২৮৯০ (এলআর), জেএল নং-২৪৯, বুক I সি ডি ভল্যুম নম্বর ১ এতে রেজিস্ট্রিকৃত সাব রেজিস্ট্রার-কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৩৪ রেজিস্ট্রিকৃত দ্রষ্টব্য দলিল নং গিফ্ট নং-১/১২৭/০৯ তাং ০৬.০১.২০০৯ বুক নং-১'এতে রেকর্ডকৃত, সি ডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৭, মহম্মদ আবু তালেব মিয়ার নামে। দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ :- উত্তর- তুরসা চালা নদী, দক্ষিণ-প্রায় ৩৩ ফিট চওড়া রাস্তা, পূর্ব-তামিজুদ্দিন মিয়ার জমি, পশ্চিম- হারুন অল রশিদের জমি।	টা. ২,৭০,০০০.০০ (দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) / টা. ২৭,০০০.০০ (সাতাশ হাজার টাকা মাত্র) / টা. ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)	টা. ৬,৯৩,৪৬৭.০০ (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত সাতষট্টি টাকা মাত্র) ০৬.০২.২০২৪ পর্যন্ত তৎসহ আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় ব্যাংকের পাওনা উশুল না হওয়া ইস্তক / আইডিআইবি ৫০৪৩৯২০২৬৮৮ / জানা নেই

দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লি-এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)টি দেখার পর অনলাইন দর-এ অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪/২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার হেল্প ডেস্ক-এ প্রদত্ত অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিঃ-এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস-এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com-তে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাস-এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com-এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তিটির বিশদ এবং সম্পত্তির ফোটোগ্রাফি ও নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং পোর্টালটি সম্পর্কিত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com-এর সাথে ওয়েবসাইট-এ সম্পত্তিটির খোঁজ করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রোপার্টি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৪, স্থান : কোচবিহার — অনুমোদিত আধিকারিক

NOTICE

E-Tender are invited for providing 04 (Four) Vehicles on monthly hired basis under CMOH, SMP, Siliguri, Darjeeling Vide NIeT No. DH&FWS/04, DH&FWS/05 & DH&FWS/06 of 2023-2024 respectively. For more details visit to www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Darjeeling

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI
(Affiliated to CBSE New Delhi)
WALK-IN-INTERVIEW

Walk in interview for the post of PGT Political Science, PGT Geography, PGT Chemistry, PGT History, TGT Mathematics, TGT Science, TGT English & TGT Hindi purely on contractual basis as per following schedule :

TGT English & TGT Hindi	: 08-03-2024 at 0830 hours onwards
PGT Political Science, PGT Geography & PGT History	: 20-03-2024 at 0830 hours onwards
PGT Chemistry, TGT Mathematics & TGT Science	: 21-03-2024 at 0830 hours onwards

Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website.

The interested eligible candidate should submit their application to the school office prior to the date of walk-in-interview through post or in person. Candidate must apply only in a prescribed Application Form alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website www.bsfschoolkadamtala.org No. separate call letter will be issued to the candidate. No TA/DA shall be admissible for attending the interview.

Phone No. 0353-2580820 **Principal**

শিক্ষা

■ LL.B (3 yrs) যে কোনও নম্বরে ও বয়সে। যোগ্যতা- যে কোনও (Govt./Private) University-র গ্র্যাজুয়েট অথবা মাস্টার ডিগ্রি LL.B (5 yrs), LL.M, 'ল' পয়েন্ট। 9830132343, 6290760935. (K)

স্পোকেন ইংলিশ

■ মাত্র দুই মাসে ইংরেজি বলতে শেখানোর প্রবীণ শিক্ষকের অভিনব কোর্স (বড়দের)। ফোন- 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/109269)

ভর্তি

■ কোর্স ঃ- D.V.Sc, Vet (BSS), C.M.S & E.D (IRMA, Kol) N.B.H.A.E.I. Raiganj, 9434120906.

Tuition

■ Tuition CBSE Board, Class 1-4, Kawakhali. M-8617875983. (C/109333)

বিক্রয়

■ 3 BHK flat without lift and Garrage semi furnished sale urgently at Milanpally. Call 9749662050. (C/113024)

■ শিলিগুড়ির প্রধাননগরে চম্পাসারি বাজারের কাছে, মূল রাস্তার উপর ছয় কাঠা বাস্তু জমি বাড়ি সহ সত্বর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ -8900656843, দালাল নিষ্প্রয়োজন। (C/109273)

বিক্রয়

■ Land for sale near NBU oppsite Uttora Gate (Gossainpur)4 Katha @ 15L / Katha. M : 9749062842. (C/109271)

■ আশ্রমপাড়ায় আমতলা ক্লাবের পাশে 2nd Floor রেডি 3 BHK Flat বিক্রি হবে। M :9434152030. (C/113021)

■ শিলিগুড়িতে 1280 sq.ft-এর 2 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়। প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন। M : 9434713100. (C/109329)

■ Rice Mill sale on 10 Bigha land beside 4 Lane. Mobl : 9749894715. (C/109272)

■ 5 Katha land at Siliguri, Sivmandir, Bidhan Pally for sale. Ph. - 9163691253. (M/M)

■ বাড়ি সমেত জমি বিক্রয়। জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় পৌনে নয় কাঠা জমির উপরে দোতলা বাড়ি সহ শীঘ্রই বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ- 9903958634/ 9733366945. (C/109265)

■কোচবিহার খাগড়াবাড়িতে 2.5 কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। মূল্য 32 লাখ। রাস্তা 12 ফিট। M : 7908681696. (C/108682)

■আলিপুরদুয়ার মাঝেরডাবড়ি পুঁটিমারি হাইরোডের পাশে ৫০ ডেসিমেল জমি বিক্রয় হবে। Mob : 8388947529. (C/108183)

■ শিলিগুড়ি নরেশ মোড়ে মেইন রোডের পরের রাস্তায় ২ কাঠা ৬ ছটাক জমি সত্বর বিক্রয় হবে। M : 82509-39887. (C/109269)

বিক্রয়

■ ময়নাগুড়ির আনন্দনগর স্টেশন রোডে 3.20 কাঠা জমি অবিলম্বে বিক্রয়। M : 9707850039. (C/109357)

■ Flat for sale ! 3BHK, 2 BHK @ 3600 per sq. feet, Lake Town, Nabagram, Shaktigarh. For further details contact - 90640-90513, 98328-90545. (C/113023)

■পূর্ব অরবিন্দনগর, জলপাইগুড়িতে 2 কাঠা জমি বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন- 9083077113. (C/109270)

■ কোচবিহার শহরে বিশ্ব সিংহ রোডে 50' গলির ভিতরে পৌনে এক কাঠা কমার্সিয়াল জায়গা বিক্রি হবে। M : 8967863459. (C/108680)

ভাড়া

■ To-let for Bank, Office, Shop in Medical more, 9734104370. (C/109351)

■ 2 BHK ঘরভাড়া দেবো। শিলিগুড়ি, সুভাষপল্লি, N.S. রোড by লেন, সময় - 10 A.M.-9 P.M. M : 9475764429. (C/109274)

SPACE FOR RENT

■ ব্যাংক বা যে কোনও সরকারি/বেসরকারি অফিস যোগ্য- 4200 Sq.Ft. Approx. ভাড়া দেওয়া হবে। প্রতি ফ্লোর 1400 Sq.ft. Opp :- P&T Quarter, Jalpai More, শিলিগুড়ি। Mob. No. 9153731359, 9379415303, 9933634290 (C/109236)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/109264)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ বিভিন্ন বিয়ে, বৌভাত, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন, কর্পোরেট পার্টিতে ফোটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি ও ভিডিও এডিটিং করি। 8777471298. (K)

■ ২৫ বছরের ঔষধ কোম্পানি নতুন নতুন মলিকুল সহ ছয়টি ডিভিশনের জন্য আকর্ষণীয় কমিশনে জেলাভিত্তিক PCD চাই। 9748749534, 9748749530. (K)

স্মরণে

■ মীরা চক্রবর্ত্তী (১৮.০২.২০) মা, আজকের এই নিষ্ঠুর দিনে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। তোমার শূন্যতা পূরণের নয়। হতভাগ্য গোপাল। (C/108797)

মিউচুয়াল ট্রান্সফার

■ নরমাল সেকশন (উঃ মাঃ), H/PG (মহিলা), ভূগোল, রামগঞ্জ (ইসলামপুর) থেকে শিলিগুড়ি বা তার পার্শ্ববর্তী স্কুলে যেতে চাই। 7044074569, 9732343674. (C/109243)

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স ঃ- স্টুডেন্ট, যুবক-যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9-5 P.M). (C/107183)

ভ্রমণ

■ লাটাগুড়ি, ডুয়ার্সে নেওড়া নদীর পাশে 'রিসর্ট গরুমারা রিভারসাইড'। এখানে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। গ্রুপ বুকিংয়ে আলাদা রান্না করে খাওয়ার সুবিধা আছে। বুকিং ঃ 6296660643. (K)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 19/3, 16/4, 19/5, অরুণাচল 16/4, লে-লাদাখ 19/5, 29/6। এছাড়া যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

Affidavit

■ I, Md. Habibar Rahaman, S/O late Md. Khalilur Rahaman, Purbapara, Haldibari, P.O. & P.S.- Haldibari, Dt. Coochbehar (W.B.), Pin- 735122, do hereby solemnly declare that my name is wrongly recorded in my wife's Passport (No- R6940806) Habibar Rahaman where Md. is not mentioned. My actual name is Md. Habibar Rahaman. In my wife's passport I changed the name from Habibar Rahaman to Md. Habibar Rahaman vide affidavit No- 613, dt- 16.02.2024 before Executive Magistrate Mekliganj. Md. Habibar Rahaman and Habibar Rahaman is the same and one identical person. (C/109365)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ ক্রেপ্টো কারেন্সি মাইনিং করে প্রতিদিন 0.7% নিশ্চিত আয় করুন। Networking-এ আরও বেশি আয়। 7797773366. (C/109271)

কিডনি চাই

■ মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। 30-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 7890283198. (C/109361)

কর্মখালি

■ Vacancy for DG/Genset Technician at Siliguri for Auth. Dlr. Contact-Manoj 9831031494. (K)

■ জলপাইগুড়ি আনন্দম স্কুলে স্থানীয় (অনূর্ধ্ব ৩০) স্নাতক পুরুষ কর্মী চাই। W/App CV : 7407452164. (C/109350)

■ শিলিগুড়িতে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্টাফ চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। (M) 9800889016. (C/109264)

■ ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মী প্রয়োজন। বেতন ৫০০০-১০,০০০ (মাসিক)। মোবাইল নং- 9475086163. (C/109345)

■ Urgently required Room Service Boy at Hotel in Siliguri. Contact : 9434044340. (C/109358)

■ শিলিগুড়িতে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ডেলিভারি বয় আবশ্যক। বেতন-৯,০০০/-. যোগাযোগ- 9434426600. (C/109359)

কর্মখালি

■ Cooch Behar B.Ed. Training College (NCTE Recognised & Affiliated to the BSAEU, Vill. Tenganmari, P.O.Rajarhat, Dist. Cooch Behar, Pin-736165, invited applications from the eligible candidates for B.Ed. Programme, Asst. Professor in Education-1, Mathematics-1, Life Science -1, Physical Science-1. Qualifications as per NCTE Norms, 2014 and Unversity. Apply within 15 days, Secretary, M- 9474018426. (C/109363)

■ বাতাবাড়ির একটি রিসর্টে কাজের জন্য কুক, হেল্পার ও ফ্রন্ট অফিসের জন্য লোক চাই। যোগাযোগ : 9874926156. (C/109332)

■ Siliguri Paramedical College affiliated to West Bengal Universiy of Health and Sciences. Address : Patagora,Fatapukur, Rajganj, Jalpaiguri 735134 (17 km from Siliguri) requires Principal 10-15 years experience or Retired Army Officer. Minimum Master degree in Microbiology/ Biochemistry/ Anatomy/ Physiology/Biology based subject. Salary : 35K to 37K. Email : paramedical.siliguri@gmail.com,+91-7063311749)

■ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, হোটেল ম্যানেজমেন্ট সেলসম্যান, ড্রাইভার আবশ্যক। আবেদন করুন - biswaranjan0808@gmail.com (C/109272)

কর্মখালি

■ লেডিস বিউটিপার্লারে অভিজ্ঞ মহিলা স্টাফ আবশ্যক। Ph.No. 9641914774, শিলিগুড়ি। (C/109344)

■ Need a Momo & Chinese Cook specialist, Siliguri. Cont- 9832092121. (C/109271

Teachers Wanted

■ Maulana Azad International School, Katihar, Bihar 854317 needs Hindi, Eng., Math, Sci. teachers for VI to X. Salary 13K to 18K with food & lodge. Send CV to : azadfoundation2016@gmail.com, (M) 8001679842, Web : www.maischool.in (C/109264)

150 bedded Hospital at Siliguri Urgent requirement

■ Receptionist, Driver, Ward Boy. Interested Candidate can apply at hr@anandaloke.com, Ph : 8116603564. (C/109272)

কেয়ারটেকার/হাউসমেড

■ 66 বছর বয়সি অবিবাহিত পুরুষের আজীবনের জন্য পূর্ণকালীন গৃহপরিচারিকার (বয়স 40-55) প্রয়োজন। হিন্দি ও ইংরেজি জানা। বৃদ্ধ বয়সে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারেন এমন অভাবী মহিলার জন্য ভালো অফার। ভালো বেতন এবং পুরস্কার। পান, গুটখা খাওয়া, ধূমপায়ী এবং মদ্যপান গ্রহণযোগ্য নয়। (M) 7001686110. (C/109264)

উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সিলিন্ডারের বেআইনি কারবার কর্মীদের

টাকার লোভে বুকিংয়ে প্রশ্রয়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উজ্জ্বলা যোজনার অন্তর্ভুক্ত হয়েও গত বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এলপিজি গ্যাস বুকিং করা থেকে অনেক মানুষই মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। এলপিজি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার সংস্থাগুলির তথ্য অনুযায়ী এমন অনেক উপভোক্তা রয়েছেন যাঁরা যোজনার অন্তর্ভুক্ত হয়েও দীর্ঘদিন গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করেননি। কিন্তু গত চার মাসের হিসাবে দেখা গিয়েছে, সেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে মাসে দুটো করে গ্যাস বুকিং হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরের আশপাশেও এমন একাধিক ঘটনা সামনে উঠে এসেছে। হঠাৎ করে কী এমন অবস্থা হল, যে উপভোক্তারা মাসে দুটো করে সিলিন্ডার বুকিং করছেন?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, একটি বড় কালোবাজারি চক্র এর পেছনে যুক্ত। যারা গরিব উপভোক্তাদের গ্যাস সিলিন্ডার বেশি দামে বাইরে বিক্রি করে মুনাফা করছে। এর পেছনে সিলিন্ডার সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের একাংশ রয়েছেন। ওই কর্মীরা প্রতিদিন গড়ে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি আয় করছেন। গত বছরের অক্টোবরের শুরুতে কেন্দ্রীয় সরকার উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সিলিন্ডারে ভরতুকি বাড়িয়ে ৩৩৩ টাকা করে দেয়। এদিকে, ভরতুকি বাড়তেই উজ্জ্বলা গ্যাস সিলিন্ডারের বুকিং অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। চাহিদা মতো জোগান না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে সিলিন্ডার সময়মতো উপভোক্তাদের কাছে সরবরাহ করা যাচ্ছে না। যার ফলে

> সরকারি ভরতুকির টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার যদি অন্য কাউকে কালোবাজারি করার জন্য বিক্রি করা হয়, তা সামনে এলে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।
>
> **কৌশিক সরকার,** সেক্রেটারি নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশন

সাধারণ উপভোক্তাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি কৌশিক সরকারের বক্তব্য, 'সরকারি ভরতুকির টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার যদি অন্য কাউকে কালোবাজারি করার জন্য বিক্রি করা হয়, তা সামনে এলে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।'

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন চয়নপাড়া, নরেশ মোড় এলাকায় কয়েকজন উজ্জ্বলা গ্যাস সিলিন্ডার উপভোক্তার সঙ্গে শনিবার কথা হয়। মালতী রায় নামে এক উপভোক্তা বলেন, 'গ্যাস কেবল বুকিং করে ৩৩৩ টাকা মিলছে। এতে ক্ষতি কি। আমার নামে সেই সিলিন্ডার বিক্রি করে কেউ যদি দুটো টাকা আয় করে তাহলে তো ভালো। আমরা তো লোকসান নয়, উলটো লাভ হচ্ছে।' অভিযোগ, সরবরাহ কর্মীরা গ্যাস সিলিন্ডার ১২০০ টাকায় বিক্রি করছেন। তাঁদের কাছ থেকে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারগুলি হোটেল, রেস্তোরাঁ, কেটারিংয়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা কিনছেন। তপন পাল নামে অপর উপভোক্তার কথায়, 'গ্যাস সিলিন্ডার নিয়মিত বুকিং করতে এক সরবরাহকারী কর্মী বলেছিলেন। কিন্তু গ্যাস কেনার টাকা থাকে না। শুধু গ্যাস বুকিং করে কিছু টাকা পেয়ে যাই। উনুনে রান্না করি।' বিষয়টি নিয়ে কৌশিক সরকার বলেন, 'এভাবে কিছু কর্মীকে কালোবাজারির সুযোগ করে দেওয়া কোনও উপভোক্তার উচিত নয়। উপভোক্তার যতটা প্রয়োজন ততগুলি সিলিন্ডার বুকিং করুন। জরিমানার পাশাপাশি অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন।'

রাস্তায় রাখা দোকানের সামগ্রী সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। শনিবার ফুলবাড়ি সুপার মার্কেটে। - সংবাদচিত্র

দোকানের পণ্য সরিয়ে ফুলবাড়িতে রাস্তা মুক্ত

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘদিন থেকে রাস্তার উপর সামগ্রী রেখে চলছিল ব্যবসা। অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার জায়গা দখল করে বালি-পাথর ফেলে রাখা হচ্ছিল। বিষয়গুলি নিয়ে বহু নাগরিকের মনেই অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল বলে খবর। অভিযোগ ছিল ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিকের কাছেও। সেই কারণে শনিবার দুপুরে ট্রাফিক পুলিশের তরফে ফুলবাড়ির বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে নামা হয়।

এদিন ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা ফুলবাড়ি সুপার মার্কেট, ফুলবাড়ি বাজার সহ বেশ কিছু জায়গায় অভিযান চালান। মার্কেটের ভেতরের রাস্তায় রাখা বিভিন্ন দোকানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়া রাস্তার উপর রাখা দোকানদারদের স্ট্যান্ড বোর্ডগুলিকেও সরিয়ে ফেলা হয়। স্থানীয় অনেকে বিষয়টিকে সাধুবাদ জানালেও কিছু ব্যবসায়ীর অবশ্য এতে মুখ ভার হয়েছে।

সুপার মার্কেটে আসবাবপত্রের দোকান রয়েছে রঞ্জন বণিকের। এদিন অন্য দোকানদারদের সাবধান করার পাশাপাশি রঞ্জনকেও রাস্তায় থাকা সামগ্রী ভেতরে নিয়ে যেতে বলে পুলিশ। সেই সময় পুলিশের কথা মেনে নিলেও পরবর্তীতে তিনি বলেন, 'প্রশাসনের কথা তো শুনতেই হবে। তবে বাধ্য হয়েই কিছু জিনিস বাইরে রাখতে হয়। নাহলে গ্রাহকদের নজরেই আসে না।' একই সমস্যার কথা জানিয়েছেন আরও অনেক ব্যবসায়ী। যদিও কাজটি যে সঠিক নয় সেটিও একবাক্যেই মেনে নিয়েছেন সকলে।

বাজার কমিটির সহকারী সম্পাদক খোকন দত্তও প্রশাসনের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করেছে, ঠিকই করেছে।' নিয়ম মেনে চললে সকলেরই সুবিধা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, এদিন বাজার এলাকাতে রাস্তায় পড়ে থাকা বালি-পাথর রাখতেও পুলিশের তরফে নিষেধ করা হয়। স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানের সামনের রাস্তাজুড়ে বালি ফেলে রাখা হয়েছিল। পুলিশের তরফে সেই বালি দ্রুত সরিয়ে ফেলতে বলা হয়। সেইমতো দ্রুত বালি সরিয়ে নেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। এদিন অভিযান চালানোর সময় এক ট্রাফিক পুলিশকর্মীকে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'আপনারা নিয়ম মেনে ব্যবসা করুন। রাস্তায় জিনিসপত্র রাখা হলে কিন্তু জরিমানা করা হবে।' ফুলবাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ ইমতিয়াজ বলেন, 'মার্কেটের রাস্তা হোক বা বাইরের জাতীয় সড়ক, দখলমুক্ত রাখলেই ভালো। নিজেদের সুবিধার জন্য নিজেদেরই সতর্ক থাকতে হবে।'

জলের জোগান নেই, তাই প্রকল্পের গেটে তালা দিয়েছেন স্থানীয়রা। ছবি : মনজুর আলম

পরিষেবা না মেলায় জলধারার গেটে তালা

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পিএইচইর পানীয় জলের পরিষেবা না পাওয়ার অভিযোগে চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুটিঝাড়ি মৌজার শ্যামগছে জলধারার গেটে তালা দিলেন স্থানীয়রা। এলাকায় পিএইচইর পানীয় জল পরিষেবা ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অধিকাংশ এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ। প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা গোপাল ভৌমিক বলেন, 'শ্যামগছ এলাকায় প্রায় পাঁচ বছর আগে পিএইচইর জলপ্রকল্পের পরিষেবা চালু হলেও এখনও বিস্তীর্ণ এলাকায় জল না পৌঁছানোর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।' অভিযোগ উঠেছে, দু'-একটি গ্রাম ছাড়া অধিকাংশ এলাকায় জল পৌঁছাচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকদিন আগে প্রকল্পের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সৌম্যদীপ ঘোষ রায়ের কথায়, 'তিন বছর আগে দেবীঝোরা এলাকায় পাইপলাইন ও ট্যাপকল বসেছে। কিন্তু জল পৌঁছায়নি।' মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিকের কথায়, 'শ্যামগছ জলধারা থেকে এলাকার পিএইচই পরিষেবা ঘিরে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় অফিসে জানিয়েও লাভ হচ্ছে না। শুনেছি ক্ষোভের বসে স্থানীয়দের একাংশের এলাকার জলধারার গেটে তালা দিয়েছে।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ মণ্ডল অবশ্য বলেন, 'পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি কোনও একটি এলাকায় কারও জমিতে জল ঢুকে যাওয়ায় একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।'

নিম্নমানের কাজ গ্রামীণ সড়কে

খড়িবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠল শনিবার। খড়িবাড়িতে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা সংস্কারে এই অভিযোগ ওঠে। এই কাজকে কেন্দ্র করে ঠিকাদারের সঙ্গে বাসিন্দাদের মধ্যে রীতিমতো ঝামেলা শুরু হয়। পরে অবশ্য চালু ছিল রাস্তার কাজ। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রামভোলাজোত এলাকায়। এই এলাকায় রাঙ্গালি থেকে রামভোলাজোত পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাটি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় সংস্কারের কাজ চলছে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রামভোলাজোত এলাকায় রাস্তাটি ঠিকমতো সংস্কার হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা উমেশ সিংহ, কিশোর বিশ্বকর্মা প্রমুখর অভিযোগ, ঠিকাদার রাস্তাটি এভাবে সংস্কার করছে যে হাত দিলেই পিচ উঠে যাচ্ছে। রাস্তার যে অংশে পিচ করা হচ্ছে সেখানে ঠিকমতো ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি বালির উপরে আলকাতরা ঢেলে উপর দিয়ে পিচ করা হচ্ছে। রাস্তার বাকি অংশ খারাপই পড়ে থাকছে। 'এভাবে রাস্তা কতদিন ঠিকবে তা ঠিকাদারই বলতে পারবে। এনিয়ে ঠিকাদারের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি আমাদের কথা শুনছেন না,' বলেন স্থানীয় বাসিন্দা উমেশ সিংহ।

রাস্তার কাজ ভালোমতো করা না হলে আমরা কাজ আটকে দেব বলে হুমকি দিয়েছেন বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, চার বছর আগে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে পিএমজিএসওয়াই প্রকল্পে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে রাঙ্গালি থেকে রামভোলাজোত পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। তারপরে রাস্তাটি আর সংস্কার করা হয়নি।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের কথায়, 'এর আগের বোর্ডে রাস্তা করা হয়েছিল। বর্তমানে রাস্তাটির যে অংশ খারাপ রয়েছে সেটা ঠিকাদারকে দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে মাত্র। তাই রাস্তায় নিম্নমানের কাজের কোনও প্রশ্নই আসে না।'

খড়িবাড়ির রামভোলাজোতের রাস্তা নির্মাণ নিয়ে যত অভিযোগ।

চেতনাগছে বাম প্রতিনিধিদল

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ার চেতনাগছে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় কংগ্রেসের পর এবার শনিবার সিপিএমের প্রতিনিধিদল পৌঁছাল। ১২ ফেব্রুয়ারি চেতনাগছে চার শিশু মাটি চাপা পড়ে মারা যায়। ঘটনার পরেরদিন থেকে এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। সোমবার সেখানে যেতে পারেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন মৃত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সিপিএমের একটি প্রতিনিধিদল। সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হক বলেন, 'বসতি এলাকায় এভাবে খননকার্যের অনুমতি দিয়ে বিএসএফ ঠিক করেনি। ইতিমধ্যে দলের তরফে জেলা শাসক ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে।' পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলেন তিনি। বিধায়ক হামিদুল রহমান জানান, প্রয়োজনে রেল রোকো ও জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হতে পারে।

কোরক হোম থেকে ফের নাবালক উধাও

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ফের কোরক হোম থেকে আবাসিক পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটল। এদিন রাতে হোমের তরফে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নাবালক পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় হোম কর্তৃপক্ষ প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

কোরক হোম থেকে নাবালক পালিয়ে যাওয়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার এই কোরক হোম থেকে নাবালক পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ সময় দেখা গিয়েছে, স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে আর হোমে ফেরেনি নাবালক।

আবার কখনও দেখা গিয়েছে, হোম কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে সীমানা প্রাচীর টপকে আবাসিক পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। বছর কয়েক আগে কোরক হোম থেকে একসঙ্গে বেশ কয়েকজন আবসিক প্রাচীর টপকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছিল শহরজুড়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন দুপুর দুটোর পর থেকে কোরক হোমের ওই নাবালক আবাসিককে কর্তৃপক্ষ খুঁজে পাচ্ছিল না। নাবালকের বাড়ি দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া এলাকায়। হোমের তরফে শহরের বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পাশাপাশি নাবালকের বাড়িতেও যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তার কোনও হদিস না মেলায় অবশেষে এদিন রাতে কোতোয়ালি থানায় হোমের তরফে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'কোরক হোম থেকে একজন আবাসিক নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করেছি। নাবালকের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে। জেলার প্রতিটি থানায় নাবালকের ছবি পাঠানো হয়েছে।'

প্রার্থী-প্রশ্ন এড়ালেন শ্রিংলা

ফাঁসিদেওয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দুই জায়গায় বিশেষভাবে সক্ষমদের হুইলচেয়ার বিতরণ করলেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। লিউসিপাকড়িতে কর্মসূচিতে এসেও কিন্তু এদিন লোকসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার জল্পনা জিইয়ে রাখলেন প্রাক্তন বিদেশসচিব।

লিউসিপাকড়ি বাজারে বিজেপির স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি বিশ্বনাথ রায় এবং দলের একাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে শ্রিংলা নিজের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ব্যানারে ১০টি হুইলচেয়ার বিতরণ করলেন। আসন্ন লোকসভা ভোটে দার্জিলিং কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন কি না, এই প্রশ্ন করতেই সুকৌশলে জবাব এড়িয়ে যান তিনি। বরং প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে তাঁর মন্তব্য, 'এটা মোদিজির গ্যারান্টির সময় চলছে। আমরা যা কথা দিই, তা পূরণ করি।' নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা ততই ঘন হচ্ছে। দল রাজু বিস্টকে পুনরায় এই কেন্দ্রে প্রার্থী করবে নাকি শ্রিংলাকে টিকিট দেবে, তা নিয়ে দলের অন্দরেও কম জলঘোলা হচ্ছে না।

অনুমতি ছাড়া আজ সিপিএমের সভা

নকশালবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লোকসভা নির্বাচনের আগে বিতর্কিত এলাকায় ফের সিপিএমের সভা। রবিবার নকশালবাড়ি থানার ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদীর তীরে বড় মণিরামজোতে সিপিএমের সারা ভারত কৃষক সভার ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে পুলিশের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে ৯৯ বিঘা জমি দখল করে এলাকার সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ায় সিপিএমের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে বাসিন্দাদের। বড় মণিরামজোত বর্গা উচ্ছেদ বিরোধী কৃষক কমিটির প্রভাব মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

সিপিএমের এই সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক গুঞ্জন। গত বছর জুলাই মাসে বড় মণিরামজোতে জমি দখলকে কেন্দ্র করে এই এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। গত বছর বড় মণিরাম মৌজায় মেচি নদীর তীরে সিপিএমের কর্মীরা ৯৯ বিঘা জমিতে লাল ঝান্ডা পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। যা নিয়ে এলাকায় বিবাদ চরমে উঠেছিল। সিপিএমের আটজন নেতার নামে নকশালবাড়ি থানায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। জমি দখলের পরই শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে বড় মণিরামজোত বিতর্কিত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল।

মণিরামজোত

সভা নিয়ে পুলিশের কাছে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। যদিও তিনি গোটা বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

সিটুর দার্জিলিং জেলার সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'এর আগে ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন আমাদের সভা করতে দেয়নি। এবার আমরা পুলিশের কোনও অনুমতি নিইনি। রবিবার কৃষকদের নিয়ে আমরা সভা করব। মেচি নদীর তীরে যে জমিটা দখল করা হয়েছে তা নিয়েও আমরা কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করব।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হলে তিনি প্রশাসনকে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'বড় মণিরামজোতের জমি দখলের রিপোর্ট এখনও বিএলএলআরও তৈরি করেনি। তার মধ্যে সিপিএমের সভা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া ওই বিতর্কিত এলাকায় হয়ে থাকলে আমি বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেব।'

পঞ্চায়েতের অডিটে ডাক কলকাতায়

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অডিটের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এবার কলকাতায় ডাকা হয়েছে। এব্যাপারে চোপড়া ব্লকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

ব্লকে মোট গ্রাম পঞ্চায়েত আটটি। এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েই অডিটের কাজ হত। এই প্রথম কলকাতায় ডাক পড়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের গত এক বছরের বিভিন্ন কাজের ব্যাপারে অডিটের জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট দিনে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সমেত হাজির থাকতে বলা হয়েছে।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান জানান, আগামী ১৯ তারিখ তাঁদের গ্রাম পঞ্চায়েতের ফিফটিস্থ অর্থ কমিশনের ফিন্যান্সের কাজের অডিট রয়েছে।

প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক সহ মোট চারজনের দলকে অডিটে যেতে হবে। আর কলকাতা থেকে তাঁদের না ফেরা পর্যন্ত পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কাজকর্ম কার্যত লাটে উঠবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে অডিট সম্পূর্ণ না হলে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ আটকে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

পরীক্ষায় বসতে পারল না ছাত্রী

নাগরাকাটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অ্যাডমিট কার্ড না আসায় এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে না পেরে শনিবার দুপুরে স্কুলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল এক ছাত্রী। নাগরাকাটা হাইস্কুলের ছাত্রীর বাড়ি ছাড়টভু বস্তিতে। এদিন ওই ছাত্রীর সঙ্গে তার পরিবারের সদস্যরাও স্কুলে এসে উষ্মা প্রকাশ করেন। ছাত্রীর বক্তব্য, কোনও দোষ না করেও তাকে একরকম শাস্তির মুখে পড়তে হল। কোনও কারণে ওই ছাত্রীর একাদশ শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন না হওয়াতেই এমন বিপত্তি ঘটে। ঘটনায় মর্মাহত নাগরাকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিনাকী সরকারও। তিনি বলেন, 'ছাত্রীটির পরীক্ষায় বসতে না পারার বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

পাঁচিল টপকে চুরি

খড়িবাড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই চুরির ঘটনা ঘটছে। শুক্রবার গভীর রাতে ফের চুরির ঘটনা ঘটল রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের গগারুজোতে। স্থানীয় যতীন্দ্রনাথ সিংহের বাড়িতে ভোররাতে চুরি হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে পাঁচিল টপকে মূল গেট খুলে ঘরের ভিতর ঢোকে দুষ্কৃতীদের দল। চুরি হয় তিনটি মোবাইল সহ বেশ কয়েকটি সামগ্রী। পরে কুকুররা চিৎকার শুরু করলে পরিবারের সবাই জেগে ওঠেন। যতীন্দ্রনাথ বলেন, 'এই এলাকায় নেশাগ্রস্তদের জন্য লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

কৃষকদের রাজনীতি রাজনীতির কৃষকরা

ভারতে আবার শিরোনামে কৃষক আন্দোলন। এবারের আন্দোলনের সঙ্গে তিন বছর আগের কৃষকদের আন্দোলনের ফারাক কোথায়? মিলই বা কী? রাজধানীর একেবারে গায়ে এই আন্দোলনের তাৎপর্য কী? ইউরোপের অনেক দেশেই এই ধরনের আন্দোলন হচ্ছে কেন? উত্তর সম্পাদকীয়তে ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ নিলেন দুই সাংবাদিক। যাঁরা দীর্ঘদিন নয়াদিল্লিতে কাজ করেছেন।

দাবি মানলে সারা দেশের কৃষকের লাভ

গৌতম হোড়

দিল্লির সিঙ্ঘু, টিকরি, গাজিপুর সীমানা এক ঝলক দেখলে মনে হবে যুদ্ধক্ষেত্র বা কোনও শত্রু দেশের সীমান্ত। কাঁটাতারের বেড়া, মাটি খুঁড়ে রাখা হয়েছে, বড় বড় সিমেন্টের ব্যারিকেড, তার সামনে মোটা মোটা পেরেক সিমেন্ট দিয়ে লাগানো। অনেক জায়গায় ব্যারিকেডের সামনে লোহার রডও লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার পাশে নয়ানজুলি কেটে রাখা হয়েছে। কিছু জায়গায় রাস্তারও একই হাল। প্রচুর সশস্ত্র পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী কাঁদানে গ্যাসের যন্ত্র ও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত। কোনও বেগরবাই দেখলেই তা ব্যবহার করা হবে। টিভি ও সামাজিক মাধ্যমের সৌজন্যে দিল্লির সীমানার এই ছবি এবং পুরো ভারত দেখে ফেলেছে।

এই আয়োজন বিক্ষোভরত কৃষকদের দিল্লি প্রবেশ বন্ধ করার জন্য। ২০২১ সালে যে কৃষক বিক্ষোভ দিল্লির সীমানায় এসে আছড়ে পড়েছিল, তার জেরে কেন্দ্রীয় সরকারকে নতিস্বীকার করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির এতবড় পরাজয় কমই হয়েছে। এর আগে ভূমি অধিগ্রহণ আইন নিয়ে হয়েছিল। তারপর কৃষকদের বিক্ষোভের জেরে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হল। মোদি নিজে এবং বিজেপি তিল তিল করে প্রধানমন্ত্রীর একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিল। সেটা হল, মোদি হলেন কঠোরতম প্রশাসক, যিনি একবার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তা থেকে পিছু হটেন না। কারণ, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় অনেক চিন্তাভাবনা করে ও দেশের স্বার্থে। সেই মোদিকে যখন কৃষক বিক্ষোভের জেরে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হয়, তখন সেই ভাবমূর্তিতে তো একটা ধাক্কা লাগেই। কারণ, ততদিনে কৃষকরাও তাঁদের জোর দেখিয়ে দিতে পেরেছেন। দেখিয়ে দিতে পেরেছেন, তাঁদের ঐক্য। কৃষকদের ক্ষোভ ভোটে পড়বে সেটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই ঠিক সময়ে সরকার পিছিয়ে এসেছিল।

দিল্লির সিঙ্ঘু, টিকরি ও গাজিপুর সীমানায় সেবার দেখেছিলাম কৃষকদের একটা অসাধারণ বিক্ষোভ। ট্র্যাক্টরে খড় পেতে তাঁরা শুচ্ছেন। চারবেলা ঢালাও খাবার দেওয়া হচ্ছে লঙ্গর থেকে। ছোট ছোট মিছিল হচ্ছে। একটা বড় জায়গা ঢেকে সেখানে বড় সভা হচ্ছে। শুধু নেতারাই নন. সাধারণ কৃষকরাও নিজেদের কথা বলছেন। সেখানে একটা লাইব্রেরি ছিল। তাতে হিন্দিতে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত রাখা ছিল। খড় পেতে তার উপর চাদর বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে শুয়ে বসে বই পড়তে পারতেন যে কেউ।

এবারের আন্দোলন সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এবারের আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে কৃষক আন্দোলন ২। সেখানে নেতারা বদলে গিয়েছে। মূল সংগঠন ভেঙে গিয়েছে। প্রধান দাবিরও কিছুটা বদল হয়েছে। গতবার এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল সংযুক্ত কিষান মোর্চা। আগেরবার নেতৃত্বে দেখা গিয়েছিল রাকেশ টিকাইট, বলবীর সিং রাজেওয়াল, দর্শন পাল, যোগেন্দ্র সিং উগ্রহান, গৌতম সিং চারুনি, যোগেন্দ্র যাদবদের। ছিলেন সিপিএমের কৃষকসভার নেতা হান্নান মোল্লা। ছিল পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের কৃষক সংগঠনগুলি।

এবার মূল সংগঠন ভেঙে সংযুক্ত কৃষকসভা (অরাজনৈতিক) আন্দোলন করছে। এবারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল, স্বর্ণ সিং পান্ধের, অভিমন্যু কোহার। প্রথম দুজন পঞ্জাব ও তৃতীয়জন হরিয়ানার নেতা। এবারও আন্দোলনটা শুরু হয়েছে পঞ্জাবে। কিন্তু ২০২১-এর তুলনায় এবার কম কৃষক সংগঠন যোগ দিয়েছে। জাঠ খাপ পঞ্চায়েতগুলি যোগ দেয়নি। ফলে গতবারের তুলনায় তাদের শক্তি কম। গতবার কৃষকদের প্রথম দাবি ছিল, তিনটি কৃষি আইন বদল করতে হবে। তারপরের দাবি ছিল ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্যকে আইনি করতে হবে। অর্থাৎ, সরকার যে ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য ঘোষণা করবে, সেই দামে সবাইকে ফসল কিনতে হবে। এখন ফড়ে, কোম্পানি বা ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ মূল্যের কম দাম দিয়ে ফসল কেনে। তখন আর সেটা হবে না। কৃষকদের দাবি, স্বামীনাথন কমিশনের ফর্মুলা মেনে নিয়ে ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

এখনও পর্যন্ত কৃষক আন্দোলন পঞ্জাবের সীমানা পেরোতে পারেনি। পঞ্জাব ও হরিয়ানায় সিন্ধু সীমানায় তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনী সেখানে সীমানা বন্ধ করে রেখেছে। সেই অবরোধ সরিয়ে কৃষকরা এগোতে চাইলে তাঁদের উপর কাঁদানে গ্যাসের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি এই প্রথমবার ড্রোন থেকে কাঁদানে গ্যাস ফেলার দৃশ্য দেখে ফেলেছে গোটা দেশ। ফলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, শক্তি কিঞ্চিৎ কম হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। তারা কৃষকদের কোনওভাবেই দিল্লিতে পৌঁছোতে দিতে চায় না। কারণ, দিল্লি পৌঁছালেই শুধু ভারতের নয়, আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দৃষ্টি সারাক্ষণ থাকে সেই আন্দোলনের উপরে। ফলে সরকারের উপরে চাপ অনেকটাই বেড়ে যায়। আর লোকসভা নির্বাচনের আগে কৃষকরা দিল্লিতে এসে বড় আন্দোলন করলে, মাসের পর মাস বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে তার প্রভাব দেশের অন্য রাজ্যের কৃষকদের উপর পড়বে। তখন শুধু পঞ্জাব বা হরিয়ানা নয়, অন্যরাও যোগ দিতে পারে। লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই ঝুঁকি কে-ই বা নিতে চায়। সেজন্যই দিল্লি-প্রবেশ বন্ধ করার জন্য প্রকৃত অর্থেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা দেখিয়েছে সরকার।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। গত কয়েক মাসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কৃষকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছেন। কিছুদিন আগেই ওই ট্র্যাক্টর চালিয়ে প্যারিসকে প্রায় অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন ফ্রান্সের কৃষকরা। তার আগে জার্মানিতে কৃষকরা বার্লিনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এছাড়াও ইতালি, স্পেন, লিথুয়ানিয়া, গ্রিস, রোমানিয়া, পোল্যান্ডেও কৃষকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কোথাও দাবি মানা হয়েছে, কোথাও হয়নি। কিন্তু এমন যুদ্ধং দেহি মনোভাব দেখায়নি কোনও পক্ষই।

কেন্দ্রীয় সরকার এবারও কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। তবে সেটা পঞ্জাবে গিয়ে। দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত নেতাদের ডাকা হয়নি। কোনও সমাধানসূত্র পাওয়া গেলে অন্য কথা, না হলে দিল্লিতে কৃষক বা তাঁদের নেতাদের আসতে দিতে চায় না সরকার।

আসলে ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য আইনি হলে সারা ভারতের কৃষক লাভবান হবেন। সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন পঞ্জাবের কৃষকরা। কারণ, তাঁদের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি চাল ও গম কেনে সরকার। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট বলছে, ২০২১-'২২ সালে পঞ্জাবের কৃষকদের কাছ থেকে ৩৬ হাজার ৭০৮ কোটি টাকার ধান কিনেছে সরকার। পশ্চিমবঙ্গে কেনা হয়েছিল চার হাজার ৮০৮ কোটি টাকার। পঞ্জাব থেকে গম কেনা হয়েছে ১৯ হাজার ৩৭৮ কোটি টাকার। হরিয়ানার কৃষকদের কাছ থেকে ১০ হাজার ৮৪০ কোটির ধান ও আট হাজার ২৫৬ কোটির গম কিনেছিল সরকার। সেজন্যই এই দুই রাজ্যের কৃষক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্যকে আইনি করার দাবি নিয়ে এতটা চিন্তিত ও আন্দোলনে নামতে সবসময়ই তৈরি। তার জন্য তাঁরা জান লড়িয়ে দেন। তাঁদের আশঙ্কা, সরকার ক্রমশ খাদ্যশস্য কেনা কম করে দেবে। তখন বড় ব্যবসায়ী, সংস্থা বা ফড়েদের কাছে তাঁরা কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। বর্ধমানের এক কৃষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি তাঁর ফসল ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্যের থেকে কুইন্টালে চার হাজার টাকা কম দাম দিয়ে ফড়ের কাছে বিক্রি করেছেন।

আর ঠিক যে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দিল্লিতে আসতে দিতে চায় না, ঠিক সেই কারণেই কৃষকরা এখন আন্দোলনে নেমেছেন। ভোটের আগে তাঁরা জোরদার আন্দোলন করলে কেন্দ্রীয় সরকার দাবি মেনে নেবে। কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত ছোট কয়েকটি দাবি মেনে নেবে বলে জানিয়েছে। কিন্তু এমএসপি-কে আইনি করা নিয়ে কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি। কেন্দ্র যখন ৮০ কোটি মানুষকে প্রতি মাসে বিনা পয়সায় র‍্যাশন দিচ্ছে, তখন তাদের এই সংগ্রহ মূল্যকে আইনি করার ক্ষেত্রেই বা অসুবিধা কোথায়? কৃষকদের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। ফলে সেইমতো সংগ্রহ মূল্য বাড়াতেই বা অসুবিধা কোথায়? কারণ, কৃষি নিয়ে এত কথা বলা হলেও কৃষকরা তো উপযুক্ত পরিমাণ টাকাটা পান না। পান দালাল-ফড়ে বা বড় ব্যবসায়ী বা সংস্থাগুলো। এখন বাসমতী চালের কেজি কমবেশি একশো টাকা। কৃষকরা কত পেয়েছেন? খুব সামান্য অর্থ। বাকিটা ব্যবসায়ীদের কামাল। অন্নদাতাদের নিয়ে এত কথা বলা হয়, তাঁদের ঘরে একটু লাভ পৌঁছে দিতে এতটা অনীহা কেন?

এখন এমন একটা ধারণা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, বিক্ষোভ মানেই খারাপ, আন্দোলন তো খুবই বাজে জিনিস। দাবি আদায়ের একমাত্র পথ হল আবেদন নিবেদন। সরকার মেনে না নিলে আর কিছু করা যাবে না। আবার একটু বিদেশের দিকে তাকাই। জার্মানিতে শুধু কৃষকরা নয়, ট্রেনচালক, বিমানবন্দরে লুফৎহানসার কর্মীরা, ট্রাকচালকরা, বাস ও ট্রামের সঙ্গে জড়িতরা ধর্মঘট ডেকেছেন। দবি একটাই, বেতন ও ভাতা বাড়াতে হবে। সরকার যতটা বাড়াতে চাইছে, ততটা তাঁদের পছন্দ হয়নি। তারপরেও তো গেল গেল রব উঠছে না সেখানে।

ভারতে আন্দোলনকারীরাও জঙ্গি মনোভাব নেয়। কৃষকরাও দিল্লিতে এসে সীমানা অচল করে দিতে চান। এমনও তো করা যেত, বড় বিক্ষোভের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রেখে দেওয়া থাকবে। সেখানে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখানো যাবে। তাহলে অশান্তি ছাড়া, গুলি, কাঁদানে গ্যাস, লাঠি ছাড়া নিজেদের প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হবে। খুবই কি অসম্ভব সেটা? নাকি জঙ্গি আন্দোলন ছাড়া সরকারও কথা শুনবে না, আন্দোলনকারীদের দাবিও পূর্ণ হবে না?

(লেখক সাংবাদিক)

পাশেই দিল্লি, তাই 'দিল্লি চলো'

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী

আবার একটা কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছে। ২০২০-'২১-এর সঙ্গে এই আন্দোলনের কিছুটা ফারাক আছে। তবে আগের বারের মতোই এ বারের আন্দোলনও সম্পন্ন চাষিদের আন্দোলন। কিন্তু আগেরবার এতে যুক্ত ছিলেন পঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের চাষিরা, আর এবার শুধুই পঞ্জাবের চাষিরা। আগের বারের মূল দাবি ছিল নরেন্দ্র মোদি সরকারের কৃষি আইনগুলি প্রত্যাহার করা, এবং শেষপর্যন্ত শাসকদল এই চাপের সামনে ভেঙে পড়েছিল।

তখন কেন্দ্রের পিছিয়ে যাওয়ার একটা বড় কারণ ছিল পঞ্জাবে বিধানসভা নির্বাচন। তবে পিছিয়ে গিয়েও পঞ্জাবে বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি বিজেপির, বরং ফায়দা তুলেছিল আপ, যারা আন্দোলন সমর্থন করেছিল। এবার মূল দাবি হল ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (এমএসপি) বাড়ানো, এবং তার আইনি নিশ্চয়তা দেওয়া। দাবিগুলি আদৌ যুক্তিপূর্ণ কি না সেই প্রশ্নগুলো তো আছেই, আর যে প্রশ্নটা আছে তা হল ২০২০-'২১ থেকেই এমএসপি নিয়ে এত হইচই শুরু হল কেন?

আমি নিজে মনে করি পরিবর্তিত পৃথিবী ও পরিস্থিতিতে সরকার যে কৃষি আইনগুলো এনেছিল, সেগুলো যথেষ্ট কার্যকর ছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি মহাশয়ের কাছে ভোটই সব, এবং ভোটের জন্য তিনি তাঁর যে কোনও সংকল্প বিসর্জন দিতে পারেন। যাই হোক, যা বাতিল হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। বরং এবারের আন্দোলনের দিকে নজর কেন্দ্রীভূত করা যাক।

এখনকার বিক্ষোভ জগজিৎ সিং ধল্লেওয়াল ও সারওয়ান সিং পান্ডের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত কিষান মোর্চা পরিচালনা করছে। আগের কৃষক আন্দোলনের সময় এই নেতাদের নাম বিশেষ শোনা যায়নি। আবার দর্শন পাল ও বলবীর সিং রাজেওয়ালের নেতৃত্বে দুটি দল ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারত বনধের ডাক দিয়েছিল। বিকেইউ (উগ্রাহন) ১৫ ফেব্রুয়ারি হরিয়ানায় রাষ্ট্রীয় শক্তির অত্যধিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে রেল রোকোর জন্য আলাদা ডাক দিয়েছিল। এইসব নেতার নাম কেউ কখনও শোনেননি। হরিয়ানায় এই আন্দোলনের কোনও প্রভাব পড়েনি। ২০২০ সালে কৃষকদের আন্দোলনে যে ৩২টি সংগঠনের একটি সমষ্টির নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অন্তত ৯০ শতাংশ এবার অনুপস্থিত। রাকেশ টিকাইট ও গুরনাম সিং চারুনির নেতৃত্বাধীন ইউনিয়নগুলি এর অংশ না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এঁরা অনেকেই বলছেন, এবারের আন্দোলনের মূল কারণ, কিছু নতুন এবং কম-খ্যাত লোকজন নিজেদের বিখ্যাত করে তুলতে চাইছেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষের থাকতেই পারে এবং তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু আগের প্রতিবাদ আন্দোলন সুশীল সমাজের কর্মী, শিল্পী, পেশাজীবী এবং এমনকি অবসরপ্রাপ্ত বা চাকরিরত সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্রদের একাংশের সমর্থন পেয়েছিল। আন্দোলনটি যে ধনী কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আন্দোলনকারীদের চাষাবাদ করতে গ্রামে ফিরতে হয়নি, তাঁরা বহু মাস ধরে দিল্লিতে বসে ছিলেন। সাধারণ চাষিদের পক্ষে এই বিলাসিতা সম্ভব নয়। মাওবাদী সহ হিন্দুত্বের কট্টর-বিরোধীরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। যে বামপন্থীরা একসময়ে চরণ সিংকে বলতেন কুলাকদের নেতা (তিনি হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ধনী চাষিদের নেতা ছিলেন), সেই বামেদের কুলাকদের আন্দোলনে যোগ দিতে অসুবিধা হয়নি। এর একটা কারণ ছিল মোদি-বিরোধিতা, এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল কৃষি সংস্কারে তাঁদের আপত্তি।

সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার সকলেরই আছে। আর বামেরা তো কম্পিউটারাইজেশনেরও বিরোধিতা করেছিলেন, এবং এখন ল্যাপটপ নিয়ে ঘোরেন। '৯১ থেকে সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কারেরও তাঁরা বিরোধিতা করে আসছেন, এবং পরে সেগুলোই অনুসরণও করেছেন। কাজেই কৃষি সংস্কারে তাঁদের বিরোধিতা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া সেসময় কৃষকদের মূল দাবিগুলি মেনে নিয়ে সরকারই সেই আন্দোলনের বৈধতা দিয়েছিল।

লক্ষণীয় ঘটনা হল, যে চাষিরা আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা হয়তো দেশের মোট চাষির কুড়ি ভাগের এক ভাগ। দেশের বাকি চাষিরা এই আন্দোলনের সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করেননি। আন্দোলনের দাবিতে তাঁদের সমর্থন ছিল কি না, তা জানারও তাই কোনও উপায় ছিল না। এবারের দাবিতে বরং চাষিদের সাধারণভাবে একটা নৈতিক সমর্থন থাকতেই পারে। কারণ এখন মূল দাবিটাই হল এমএসপি বাড়ানো। বেশি দাম পেতে কার না ভালো লাগে? তাই এই দাবিটির বিরোধিতা নিশ্চয়ই কোনও কৃষকই করবেন না।

এই চাষিরা যে দাবি করছেন সেই অনুযায়ী, অর্থাৎ স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এমএসপি দিতে হলে বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকার মতো লাগবে (যা কিনা পরিকাঠামো খাতে কেন্দ্রের এক বছরের ব্যয়)। আগের কংগ্রেস সরকার কমিটির ওই সুপারিশ গ্রহণ করেনি, বর্তমান সরকারও করেনি। এখন এমএসপি-র জন্য খরচ হয় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা।

সাধারণ জ্ঞান বলে, নিজেদের পণ্য চড়া দামে সরকারের কাছে বিক্রি করার জন্য জোরাজুরি করার চেয়ে ফসল বিমা করে নেওয়া অনেক বেশি অর্থনীতি-সম্মত। তার সুব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের পরিবর্তে এঁরা চাইছেন করদাতাদের টাকায় এঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হোক। ঠিক যেমন পেট্রোলের উপর ভরতুকি বজায় রাখা হোক, এবং দরিদ্রতর মানুষ তাঁদের গাড়ি চড়ার খরচের একাংশ বহন করুন, এটাই ছিল বহুদিন ধরে বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী সকলের সমর্থিত মধ্যবিত্তের দাবি। এবারের আন্দোলনে কৃষকদের আরও দাবি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা থেকে ভারতের সরে আসা (!!!), কৃষিঋণ মকুব করা, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের পেনশন দেওয়া, ২০২০-'২১ বিক্ষোভের সময় কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি।

এবার দেখা যাক, এমএসপি কী কমে গিয়েছে বলে এত হইচই। সরকারি সূত্রে কিন্তু বলা হয়েছে, কৃষকেরা আগের দশকের তুলনায় গত ছয় বছরে সরকারি সংগ্রহ থেকে অনেক বেশি লাভ করেছেন। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেছেন, মোদি প্রশাসন আগের মনমোহন সিং জমানার তুলনায় খাদ্যশস্যের মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষিতে ন্যূনতম সমর্থন মূল্য অনেক দ্রুত বাড়িয়েছে। ২০০৪-'০৫ থেকে

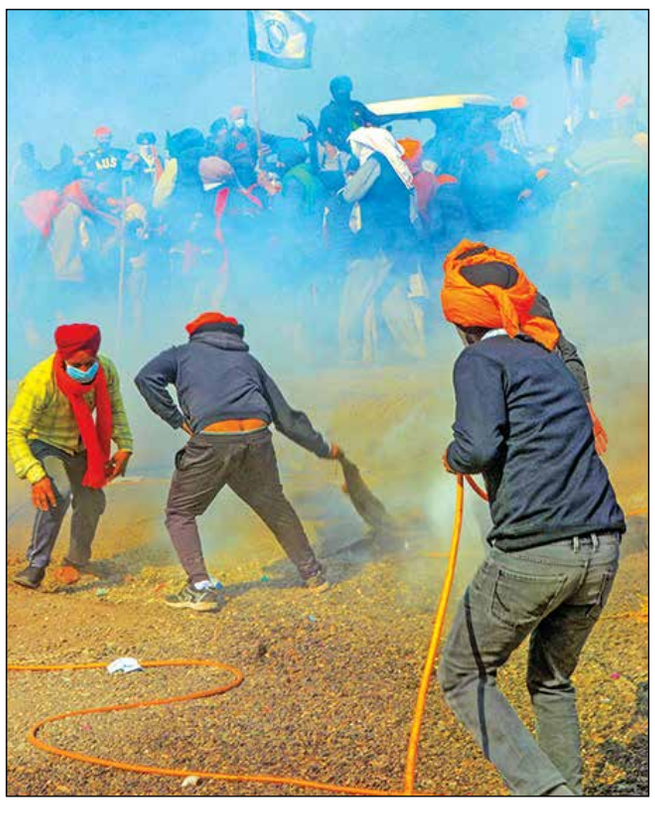

২০১৩-'১৪ পর্যন্ত সমস্ত ফসলের জন্য এমএসপি-তে গড় বার্ষিক বৃদ্ধি ছিল ৯%, কিন্তু খাদ্যশস্যের পাইকারি মূল্য সূচকের (ডব্লিউপিআই) বার্ষিক ৮% হারে বৃদ্ধির ফলে কৃষকের প্রকৃত প্রাপ্তি দশ বছর ধরে প্রায় একই জায়গায় ছিল। অন্যদিকে, ২০১৪-'১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের জন্য গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ছিল মাত্র ৪%, আর সমস্ত ফসলের জন্য এমএসপি বেড়েছে ৮%। সহজ অর্থ কৃষকের প্রকৃত প্রাপ্তি দ্রুত বেড়েছিল। এরপর কোভিড-১৯ ইত্যাদির কারণে সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি গল্পটাকে বিপথগামী করেছিল। তবে সবকিছুই ধীরে ধীরে আগের মতো হয়ে আসছে।

অর্থাৎ কৃষক আন্দোলনের মূল বিষয় সব সময়েই থাকছে দুটো : এক, রাজনৈতিক; আর দুই, করদাতাদের টাকায় যতটা বেশি সম্ভব বাড়তি সুযোগ আদায় করে নেওয়া। এই কাজটাই আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি করত, এখন সেই ভূত চেপেছে কৃষকদের ঘাড়ে। আর নয়াদিল্লির আশপাশের চাষিদের বাড়তি সুবিধা হল, তাঁরা সহজেই রাজধানী পৌঁছে যেতে পারেন। আর জাতীয় মিডিয়ার কাছে তো দিল্লিই ভারত, তাই দিল্লিতে আন্দোলন মানেই জাতীয় আন্দোলন, জাতীয় প্রচার ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব...।

(লেখক সাংবাদিক)

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি

পরিবহণে রাজস্ব আদায় ৪ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। শনিবার বিধানসভায় মোটরযান আইনে সংশোধনী এনে জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

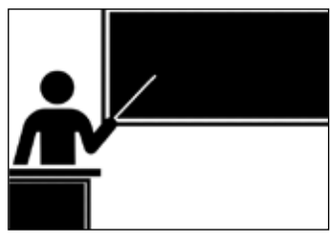

এ কেমন শিক্ষক!

মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকু ও ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে পড়ুয়াদের শাসন প্রধান শিক্ষকের। বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। আটক অভিযুক্ত।

চাপড়ায় পিষ্ট শিশু

চোপড়ার পর চাপড়া। নদিয়া জেলার চাপড়ায় শনিবার মত্ত বিএসএফ কর্মীর গাড়ির চাকায় পিষে প্রাণ গেল ৭ বছরের শিশুর।

পালাল তরুণী

মাধ্যমিক শেষ হতেই দুই সন্তানের বাবার সঙ্গে মালদা পালাল টালিগঞ্জের তরুণী। মালদা ও কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে খোঁজ মিলল যুগলের। গ্রেপ্তার প্রেমিক।

সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মিছিল। শনিবার কলকাতায়।

স্বচ্ছতা রক্ষায় জেলা শাসকদের নির্দেশ রাজ্যের মুখ্যসচিবের

বকেয়া মেটানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : একশো দিনের কাজের প্রকল্পে আগেই একবার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি জারি করেছিল নবান্ন। দু'দিন আগেই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, আগামী ১ মার্চ থেকে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু প্রকল্পের টাকা নিয়ে যাতে কোনও অস্বচ্ছতা না হয়, তার জন্য আরও একদফা এসওপি জারি করে জেলা শাসকদের পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকা। সরকারিভাবে ১ মার্চের মধ্যে টাকা পাঠানোর কথা বলা হলেও তার আগে থেকেই এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া শুরু করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রকল্পের টাকা বিলি নিয়ে যাতে কোনও প্রশ্ন না ওঠে, তার জন্য প্রাপকের নাম, কতদিনের কাজ ও তার বিনিময়ে তাঁকে কত টাকা দেওয়া হচ্ছে, তার তালিকা স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিসে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কাজ না করে কোনও ব্যক্তি এই প্রকল্পের টাকা তুললে তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয় লোক সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত অফিস বা বিডিও অফিসে অভিযোগ জানাতে পারেন। বিডিও এবং জেলা শাসকদের দ্রুত সেই নিয়ে পদক্ষেপ করতেও নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে প্রাপকদের তালিকা জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়েছে। সেখানে এই তালিকা স্ক্রুটিনি করা হচ্ছে। জেলা শাসকদের অফিস থেকে চূড়ান্ত তালিকা নবান্নে পৌঁছোনোর পরই তা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছে, এই প্রকল্পে কাজ করা অনেক শ্রমিক মারা গিয়েছেন বা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই মৃত শ্রমিকদের ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দেখে ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করা শ্রমিকদের নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তালিকায় তুলতে কিছুটা সময় লেগেছে। সেই কারণেই নির্দিষ্ট সময়ে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পের টাকা বিলি করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সময়সীমা আরও ১ সপ্তাহ বাড়ানো হচ্ছে।

নবান্নের নির্দেশ

- এই প্রকল্পের টাকা বিলিতে প্রতিটি জেলা শাসকের অফিসে কন্ট্রোল রুম খোলা হবে
- প্রাপকের টাকা পাওয়া নিয়ে অভিযোগ থাকলে কন্ট্রোল রুমে জানাতে পারেন
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনিক কর্তারা ওই অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করবেন

একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যে এই প্রকল্পের টাকা মেটাচ্ছে, তা গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছোতে দলীয় স্তরেও প্রচার শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। কিন্তু এই প্রকল্পের টাকা বিলি নিয়ে যাতে কোনও নতুন করে অভিযোগ না ওঠে, তার জন্য নবান্নের কর্তারা অত্যন্ত সতর্ক। এই নিয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে জেলা শাসকদের নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

নবান্নের নির্দেশ, এই প্রকল্পের টাকা বিলি নিয়ে জেলা শাসক ও অন্যান্য পদস্থ কর্তাদের নিয়ে প্রতিটি জেলা শাসকের অফিসে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। কোনও প্রাপকের টাকা পাওয়া নিয়ে কারও কোনও অভিযোগ থাকলে ওই কন্ট্রোল রুমে তাঁরা জানাতে পারেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনিক কর্তারা ওই অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করবেন। কোনও ভুয়ো শ্রমিক যেন এই প্রকল্পের টাকা না পান, আবার কাজ করেও এই প্রকল্পের টাকা পাওয়া থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন, সেইদিকেও নজর রয়েছে নবান্নের।

কোলের শিশুকে ছুড়ে ফেলেছিল দুষ্কৃতীরা

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শাহজাহান বাহিনীর অত্যাচার নিয়ে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছেন সন্দেশখালির মানুষ। মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে এক শিশুকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে। শনিবার সন্দেশখালিতে সেই শিশুর বাড়িতে গেলেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা। ওই শিশুর মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস ও পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায় বলেন, 'ওই ঘটনার পর খুব ভয় পেয়ে আছেন ওঁরা। বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। ওই শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিবারের সকলের খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ওঁদের ফোন নম্বর নিয়ে এসেছি। প্রতিদিন সকালে ফোন করে ওঁদের খবর নেওয়া হবে।'

সন্দেশখালির বাসিন্দা ভুজঙ্গ দাসের স্ত্রীর অভিযোগ, ১০ ফেব্রুয়ারি রাতে কালো কাপড় মুখে বেঁধে পুলিশের পোশাক পরে দুষ্কৃতীরা তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায়। দরজা না খোলায় গালাগালি করে। পরে দরজা খুলতেই তাঁর কোলের সন্তানকে ছুড়ে ফেলা হয়। তাঁর চুলের মুঠি ধরে টানা হয়। তৃণমূল এই ঘটনাকে অস্বীকার করলেও বিজেপির দাবি, ভুজঙ্গ দাস তাঁদের দলের কর্মী। এজন্যই তাঁদের ওপর অত্যাচার করা হয়। রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন এদিন স্বীকার করে নেয় ভুজঙ্গ দাসের বাড়িতে অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল।

কমিশনের পাশাপাশি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে সন্দেশখালির প্রধান, উপপ্রধান সহ স্থানীয়

শিশু সুরক্ষা কমিশনে নালিশ

নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনতে শুরু করেছেন। শাহজাহান বাহিনী জোর করে যাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তাঁদেরকে তা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। উপপ্রধান গণেশ হালদার বলেন, 'উত্তম ও শিবুর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠেছে। জোর করে টাকা নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, তাঁদের নামের তালিকা করা হচ্ছে। সবার টাকাই ফেরত দেওয়া হবে। সবাইকে বলেছি ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' তিনি আরও বলেন, 'এলাকার মানুষ এই অত্যাচারের কথা তাঁদের আগে বলেননি। গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলে তৃণমূল যে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে, তা গণেশের কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। তবে ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে যে সভা হওয়ার কথা ছিল তা বাতিল করল তৃণমূল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যই সভা বাতিল হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। তবে ওইদিন সন্দেশখালি গিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন দুই মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। এরপর সভার দিন ঘোষণা করা হবে। ৩ মার্চ ওই সভা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

এসবের মাঝে এদিন সন্দেশখালি যেতে বাধা দেওয়া হল আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীকে। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নৌশাদ। তাঁর অভিযোগ সন্দেশখালিতে বিরোধীরা গেলে আরও কিছু ভয়ংকর তথ্য প্রকাশ্যে আসতে পারে। এই জন্যই যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে ডিএ আন্দোলনকারীদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত এক মৌন মিছিল করে এদিন।

কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে মমতা। শনিবার।

প্রশ্নবাণ

- কোন দেশে বই পড়ার জন্য বেশ খানিকটা সাজা মকুব করে দেওয়া হয়?
- দেশে অপরাধ করার জন্য মাফিয়া গ্যাং প্রথম কোথায় তৈরি হয়?
- রাধামণি দেবী নামে গল্প লিখে কোন পুরুষ সাহিত্যিক কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন?

আগের দিনের উত্তর

অ্যালেস ভিক্টরভিচ বিয়ালিয়াটস্কি, ফরাসি শব্দ ম্যাটিন মানে সকালবেলা থেকে, শান্তাদেবী।

ঠিক উত্তরদাতা ঃ তমাল রায়- শিলিগুড়ি, বাবন বসাক- ধূপগুড়ি, তাপস সরকার, আবুবক্কর মিয়াঁ- ফুলবাড়ি, সরিফুল আলম খন্দকার- ফালাকাটা, রবি মজুমদার- শিবমন্দির, মোহাম্মদ ইয়াসিন- তারিজোত।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

দুর্গাপুর ছুঁয়ে বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ডাল (দুর্গাপুর), ১৭ ফেব্রুয়ারি: রাত পোহালেই বীরভূমে দু'দিনের জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের জেলা সফরকে ঘিরে বীরভূমজুড়ে সাজোসাজো রব। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

শনিবার রাত ৮টা নাগাদ দুর্গাপুরের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরী প্রমুখ।

বিমানবন্দরের বাইরে দলনেত্রীকে দেখতে দলীয় পতাকা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা। মুখ্যমন্ত্রী গাড়িতে ওঠার আগে দলের কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে তাঁরা স্লোগান দেন। এরপর গাড়িতে চেপে সড়কপথে বীরভূমের উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। শান্তিনিকেতন বরাবরই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ও ভালোবাসার জায়গা। এদিন রাতে আমারকুটির রাঙ্গাবিতান সরকারি রিসর্টে থাকার কথা তাঁর।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে। সিউড়ির চাঁদমারি মাঠে সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি হিসেবে পরিচিত দেউচা পাঁচামি। কয়লাখনি প্রকল্পের জন্য জমিদাতাদের সরকারি নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি একাধিক সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। অনুষ্ঠানের শেষে সিউড়ি থেকেই আকাশপথে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের মুখে অনুব্রতহীন বীরভূমে এক বছর পর ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফর। বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। কাজল-কেষ্ট দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে বারবার তপ্ত হচ্ছে বীরভূম। নানুরে কেষ্ট-গোষ্ঠীর লোকজনের মারধরের অভিযোগ উঠেছিল কাজলের লোকজনের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই লালমাটির জেলায় কান পাতলেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার কাজল-কেষ্ট দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। দলগতভাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে দলনেত্রী কী বার্তা দেন সেদিকেই তাকিয়ে সবাই।

প্রশাসনিক সভা আজ

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাটে বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে কাজলকে তিরস্কার করেছিলেন। কেষ্টহীন বীরভূমে তৃণমূলের কোর কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন কাজল। পরবর্তী সময়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছিলেন বীরভূমের তৃণমূল পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম। এই বিষয়টি নিয়েও তৃণমূল সুপ্রিমো কী বার্তা দেন দলীয় নেতা-কর্মীদের, সেদিকে তাকিয়ে বীরভূম জেলার রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রস্তুতি। শনিবার সিউড়িতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী।

মহিলাদের প্রাধান্য

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লোকসভা ভোটের ৪২টি আসনে দলের প্রার্থীতালিকাতেও মহিলাদের গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যসভার ভোটে সদ্য মহিলাদের গুরুত্ব দিতে পশ্চিমবঙ্গে দলের নিশ্চিত চার আসনের মধ্যে তিনটিতে তিনি মহিলা প্রার্থীর নামই চূড়ান্ত করেছেন। এবার ওই পথে হেঁটেই লোকসভা ভোটে এই রাজ্যে দলের প্রার্থীতালিকায় মহিলা সংখ্যা বাড়াতে চলেছেন। এখন এই রাজ্যে তৃণমূলের মহিলা সাংসদ সংখ্যা ৯। তৃণমূল সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে এবার অন্তত তিনজনকে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন নেত্রী। আবার সদ্য যাদবপুরে দলের সাংসদ মিমি চক্রবর্তী আর ভোটে দাঁড়াতে চান না বলে নেত্রীর কাছে ইচ্ছাপ্রকাশ করে এসেছেন।

মিমিকে নিয়ে দলের ৯ মহিলা সাংসদের মধ্যে চারজন এবার বাদ পড়লেও দলনেত্রী এবারের তালিকায় ৯-এর বেশি আসনে মহিলা প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন। রাজ্য ও জাতীয় রাজনীতির অঙ্কেই দলনেত্রী এবার ভোটের প্রার্থীতালিকায় মহিলাদের বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। উত্তরবঙ্গের কোনও আসনে মহিলা প্রার্থী দাঁড় করানো যায় কি না, নেত্রী তাও ভাবছেন।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী, ঘনিষ্ঠ দলের এক প্রভাবশালী শীর্ষনেতার মন্তব্য, 'দিদি তো বরাবরই মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অতীতে মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়ে কী না করেছেন তিনি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মুখে মহিলাদের প্রাধান্যের কথা বললেও কাজে কিছু করে না। আমাদের নেত্রী মুখে মহিলাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব

মমতার পরিকল্পনা

দেওয়ার কথা বললে তা কাজেও করে দেখান। দেখলেন না রাজ্যসভার ভোটে সদ্য দলের চার নিশ্চিত আসনের মধ্যে তিনজন মহিলাকেই দাঁড় করিয়েছেন।'

এবার লোকসভা ভোটেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। তৃণমূল নেত্রী রাজ্যে ৪২টি লোকসভা আসনে দলের ১০ জনেরও বেশি প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। সূত্র জানাচ্ছে, মিমি যাদবপুর থেকে আর দাঁড়াতে চান না। তাঁর জায়গায় অন্য কোনও তারকা প্রার্থীর খোঁজে রয়েছেন দলনেত্রী। মিমির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে এবারে তাঁকে আর দলের প্রার্থী করার পক্ষপাতী নন তিনি। আরামবাগে এবার দলের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে আবার টিকিট দেওয়ার কথা তাঁর ভাবনায় নেই অনেকদিনই। অঘটন কিছু না ঘটলে লোকসভার ওই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী বদলের একশো শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে বলেই সম্প্রতি দলনেত্রীর আরামবাগ সফরের পর দলের অন্দরে ইঙ্গিত মিলেছে। অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে এবার আর বসিরহাট থেকে টিকিট দিচ্ছেন না বলেই দলনেত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর। এক্ষেত্রে সম্প্রতি ফ্ল্যাট-বাড়ি সংক্রান্ত প্রতারণা মামলায় নুসরতের জড়িয়ে পড়ার ঘটনার পর থেকেই তাঁকে আর প্রার্থী না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলের মহিলা সাংসদদের মধ্যে আরও দু-একজনের নাম এবার বাদের তালিকায় আছে। দলের মহিলা প্রার্থী কারা হবেন তা যোগ-বিয়োগের পর যা দাঁড়াবে সেই সংখ্যাটা গতবারের ৯-এর চেয়ে বেশি হবেই বলে নিশ্চিত ধারণা শাসকদলের একাংশের। রাজ্যসভার চার আসনে দলের প্রার্থী বাছাইয়ে নেত্রীর পদক্ষেপেই তা স্পষ্ট হয়েছে।

এই মুহূর্তে সন্দেশখালি নিয়ে বিরোধীদের যা হইচই হচ্ছে, তাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রার্থীতালিকায় তৃণমূল নেত্রী মহিলাদের বেশি প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেবেন বলে রাজনৈতিকমহলও নিশ্চিত। এই নিয়ে দলের সেনাপতি অভিষেকের সঙ্গেও কথা বলে নিচ্ছেন নেত্রী।

আজ টিভিতে

ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রাষ্ট্রনায়ককে বাঁচাবেন কে? বছরের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার **রক্তবীজ** আজ দুপুর ১টায় **স্টার জলসায়।**

জি বাংলায় প্যার কা মৌসম দুপুর ২টায়। গান গাইবেন সুদেশ ভোঁসলে, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, অনীক ধর ও আরও অনেকে।

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ 100% লাভ, বিকেল ৩.০০ মঙ্গলদীপ, সন্ধ্যা ৬.০০ বস-বর্ন টু রুল, রাত ৮.৫০ বন্দি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জোর যার মুলুক তার, দুপুর ১.০০ প্রতিবাদ, বিকেল ৪.০০ শুভদৃষ্টি, সন্ধ্যা ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ সাত পাকে বাঁধা, দুপুর ১.২০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.০০ রাধাকৃষ্ণ, রাত ৮.০০ ১৭ই সেপ্টেম্বর

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.৪৫ হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী, দুপুর ১.০৫ বাদশাহী আংটি, বিকেল ৩.০৫ শাহজাহান রিজেন্সি, বিকেল ৫.৫৫ প্রজাপতি বিস্কুট, রাত ৮.০০ ১৭ই সেপ্টেম্বর, রাত ১০.১৫ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ জোজো

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রহমত আলি

গুড মর্নিং আকাশে আজ সকাল ৭টায় গান শোনাবে **ফকির। আকাশ আটে।**

কালার্স বাংলা সিনেমায় আজ বিকেল ৪টায় **শুভদৃষ্টি।**

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে আজ রাত ৮ টায় **১৭ই সেপ্টেম্বর জলসা মুভিজে।**

শংকরের অভিযোগ

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জেলে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ করলেন র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত বনগাঁর পুরপ্রধান শংকর আঢ্য। তাঁর হার্টের একটি ধমনীতে ৫০ শতাংশ ব্লকেজ রয়েছে। তার জন্য যে মেডিকেল পরীক্ষাগুলি করানোর প্রয়োজন তা জেলে সম্ভব হচ্ছে না বলে আদালতে অভিযোগ করেন শংকর। যদিও তাঁর আর্জিতে বিশেষ সাড়া দেননি বিচারক।

ইডি তাঁকে ভয় দেখিয়ে বয়ান লিখিয়েছে বলে অভিযোগ করেছিলেন শংকর। আদালতে তা জানিয়েছিলেন তিনি। তবে ইডি এই অভিযোগে আপত্তি করেছিল। শনিবার এই মামলাটির শুনানিতে শংকর নিম্ন আদালতে হাজির ছিলেন। তখনই চিকিৎসার গাফিলতি নিয়ে অভিযোগ করেন তিনি। বিচারককে তিনি বলেন, 'আমার কিডনির সমস্যা রয়েছে। হার্টেও ৫০ শতাংশ ব্লক রয়েছে। কিন্তু যে পরীক্ষাগুলি করানোর দরকার সেগুলি করানো হচ্ছে না।' এই আর্জি শুনে বিচারক বলেন, 'আপনার সমস্যা আগে জেলের চিকিৎসককে বলুন। তারপরও যদি পর্যাপ্ত চিকিৎসা না হয় তখন আমাকে বলবেন।'

পদ গেল বিল্বদলের

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেলের পদ থেকে অপসারিত হলেন আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য। কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআইয়ের হয়ে মামলা লড়তেন তিনি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মোতাবেক বিল্বদল ভট্টাচার্যকে কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল পদ থেকে সরানো হল।

কলকাতা হাইকোর্টে এই দুঁদে আইনজীবী সিবিআইয়ের হয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা লড়েছেন। প্রাক্তন সিবিআই কর্তা উপেন বিশ্বাস সিবিআই ও আদালতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আর একজন সিবিআই আইনজীবী নিয়োগের কথা বলেছিলেন, তখন তাতে বিরক্ত হয়ে টেট মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিল্বদল। কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল হওয়ার আগে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী ছিলেন।

আইপিএস অফিসারদের রদবদল

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই রাজ্যে একঝাঁক পদস্থ পুলিশকর্তাকে বদলি করা হল। পুলিশ দপ্তরের তরফে এটাকে রুটিন বদলি বলা হলেও রাজনৈতিক মহলের ধারণা হিসেব কষেই এই রদবদল করা হয়েছে। এডিজি পর্যায়ে কয়েকটি রদবদল করা হয়েছে। সুপ্রতীম সরকারকে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্ব। ত্রিপুরারীকে স্পেশাল টাস্কফোর্সের এডিজি করা হয়েছে। সেখান থেকে অশোককুমার প্রসাদকে পাঠানো হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বে। মালদা রেঞ্জে নতুন আইজি হচ্ছেন দীপনারায়ণ গোস্বামী। শিলিগুড়ির এসআরপি এস সেলভামুরুগানকে রেলের ডিআইজি পদে বদলি করা হয়েছে। শিলিগুড়ির আইবির স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তন্ময় সরকারকে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সদর পদে যোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন রাজ্যপালের সম্মতিতে মোট ৩৯ জন পুলিশ কর্তার বদলির আদেশ বেরিয়েছে। বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি সুমিত কুমারকে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (নিরাপত্তা) বিভাগে পাঠানো হয়েছে। অনেকেরই মনে করছেন সন্দেশখালি কাণ্ডের সঙ্গে এই বদলির যোগ রয়েছে। যদিও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তারা তা স্বীকার করতে চাননি। বাঁকুড়া রেঞ্জের আইজি ভরতলাল মিনাকে পাঠানো হয়েছে অর্থনৈতিক অপরাধ ডিরেক্টরেটের আইজি পদে। তাঁর জায়গায় পাঠানো হয়েছে শিসরাম ঝাঝারিয়াকে। সন্তোষ পান্ডেকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি সদর থেকে অ্যাডিশনাল সিপি (৩) পদে পাঠানো হয়েছে। আর এক জয়েন্ট সিপি ধ্রুবজ্যোতি দে-কে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অ্যাডিশনাল সিপি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেও পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে রদবদল আনা হয়েছে।

মন্ত্রিত্ব হারিয়ে জামিনের আবেদন বালুর

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সদ্য দপ্তর হারিয়েছেন প্রাক্তন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ঠিক তার পরেরদিন অর্থাৎ শনিবার নিম্ন আদালতে জামিন চাইলেন তিনি। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন বালু।

এদিন কলকাতার নগর দায়রা আদালতে জামিনের সপক্ষে দুটি যুক্তি দেখিয়ে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। নিজের অসুস্থতার কথা ও র‍্যাশন দুর্নীতি কাণ্ডে তাঁর যোগসাজশ অস্বীকার করার কথা বলেন তিনি। এই প্রেক্ষিতেই তিনি জামিন চেয়েছেন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর অসুস্থ হওয়ার দরুন কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। এরপর জেলই তাঁর বর্তমান নিবাস। শুক্রবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে বনমন্ত্রী ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেন। তাঁর বদলে বীরবাহা হাঁসদা ও পার্থ ভৌমিক ওই দুটি দপ্তর সামলাবেন। এরপরই জামিন চাইলেন তিনি।

টুকরো খবর

স্মারকলিপি

বাগডোগরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: টি গার্ডেন স্টুডেন্টস ফোরামের তরফে শনিবার মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে মাটিগাড়া থানার আইসিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ফোরামের পক্ষ থেকে এদিন দুপুরে মাটিগাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ফোরামের সদস্য সুস্মিতা ওরাওঁ বলেন, '২৪ জানুয়ারি নিউ চামটা চা বাগানের এক তরুণীকে যৌন নির্যাতন করে বাগানের টোসকা লাইনের সঞ্জয় টোপ্পো। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ এখনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। আমরা অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করছি।' মাটিগাড়া থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'স্মারকলিপি দেওয়ার সময় আমি ছিলাম না। বিষয়টি দেখছি।'

উরস উৎসব

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ার নেংটাগছ এলাকায় শনিবার বাবা আদিল শাহের মাজারে জমে উঠল উরস উৎসব। দিনভর ভক্তদের সমাগম দেখা গিয়েছিল। রাতে ধর্মীয় জলসার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার নেংটাগছ, কান্দরপার ও পাটকিয়াবান্ধা গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে উরস উৎসব পালিত হচ্ছে। এবার তাঁদের উরস উৎসবের ৫০তম বর্ষ।

জখম ৩

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার টেপাগাঁওতে দুটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকালে টেপাগাঁওতে দুটি বাইকের সংঘর্ষে তিন বাইক আরোহী জখম হন। আহতদের বাড়ি দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

নাকা চেকিং

ইসলামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি: বিহার-বাংলা সীমানায় শনিবার নাকা চেকিং চালাল পুলিশ। শনিবার ইসলামপুর থানার তরফে পুঁইয়া মোড়ে নাকা চেকিং চলে। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাসের নেতৃত্বে এদিন বিহার থেকে এই রাজ্যে আসা প্রত্যেকটি গাড়ি, টোটো সহ বাইককে চেক করা হয়। লোকসভা নির্বাচন আগে অবৈধ জিনিসপত্র বিহার থেকে বাংলায় পাচার হচ্ছে কি না, সেটা দেখতে পুলিশের এই নজরদারি বলে জানা গিয়েছে।

শীতের আমেজ

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শীত যাব যাব করেও যেন যাচ্ছে না। শনিবার সকাল থেকে জলপাইগুড়ি শহর ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া দেখে কিছুটা হলেও শীতের আমেজ নিয়েছেন শহরবাসী। তবে, শীতের দাপট তেমন না থাকলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা হালকা হতে শুরু করে।

জন্মদিন

বাগডোগরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: শিবমন্দিরে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিবস পালন করে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখা। সমিতির সম্পাদক সজলকুমার গুহ জানান, এদিন জীবনানন্দের ১২৬তম জন্মদিবসে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের ঘোষণা সভাধিপতির

ফের মাপজোখ পানিট্যাঙ্কির জমিতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : প্রশাসন খড়িবাড়ির ভারত –নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজারের জমি পুনরায় মাপজোখ করার সিদ্ধান্ত নিল। তার পরই পদক্ষেপ করা হবে বলে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন। বিতর্কিত এই বাজার নিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনও এবার কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং বলেন, 'বেআইনিভাবে একচুল সরকারি জমিও দখল করতে দেওয়া হবে না। আমরা শীঘ্রই পদক্ষেপ করছি।'

পানিট্যাঙ্কিতে বহুদিন ধরেই জমি বিতর্ক চলছে। মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠনের ছত্রছায়ায় থেকে জমি মাফিয়ারা চা বাগানের জমি দখল করে সেখানে প্লটিং করে। সেই প্লটগুলি লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। দিনের আলোয় দীর্ঘদিন ধরে এভাবে সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি হয়ে গেলেও প্রশাসন পুরোপুরি চুপ ছিল। তবে চাপে পড়ে পরবর্তীতে ওই ঘটনার তদন্ত করা হয়। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জমি দখলের প্রমাণ মেলার পরে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই ব্যবসায়ী সংগঠনকে জমি লিজ দেয়। কিন্তু দেখা যায়, যে জমির লিজ দেওয়া হয়েছে তার বাইরে প্রায় ১২-১৩ বিঘা জমি অতিরিক্ত দখল করে সেখানেও প্লটিং করে মার্কেট তৈরির জন্য বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর হওয়ার পরেই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মহকুমা পরিষদ বোর্ড জমি জরিপ করতে উদ্যোগী হয়। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে প্রশাসন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জমি জরিপ করে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ওই জমি মাপা হয়েছিল। অক্টোবর মাসে প্রশাসন ওই জমি জরিপের যে রিপোর্ট পায় তাতে পানিট্যাঙ্কিতে সরকারি জমি দখলের তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। তার পরও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যা নিয়ে এলাকায় মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। কেন বারবার পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

এই জমি কারবারিদের সিংহভাগই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ছাড় দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। জমি মাপজোখ করিয়ে রিপোর্ট হাতে আসার পরেও ব্যবস্থা না হওয়ায় মহকুমা পরিষদের ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিছুদিন আগে প্রশাসনের সব মহলে চিঠি দিয়ে নিজের ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। এমনকি পরবর্তীতে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েও নবান্নে চিঠি দিয়েছেন।

শুক্রবার মহকুমা পরিষদে ভূমি স্থায়ী সমিতির বৈঠকে পানিট্যাঙ্কির জমি প্রসঙ্গ ওঠে। সেখানে বেসরকারি সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন। তার পরেই ঠিক হয়েছে, আবার ওই জমি দ্রুত সরকারি উদ্যোগেই মাপা হবে। চলতি মাসেই জমি মাপার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা হয়ে গিয়েছে। সভাধিপতি বলেছেন, 'সরকারি জমি দখলকারী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।'

কড়া প্রশাসন

- মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে জমি দখল করে প্লটিং
- দীর্ঘদিন ধরে এভাবে সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি হয়ে গেলেও প্রশাসন পুরোপুরি চুপ ছিল
- তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জমি দখলের প্রমাণ মেলার পরে ওই সংগঠনকে জমি লিজ

> বেআইনিভাবে একচুল সরকারি জমিও দখল করতে দেওয়া হবে না।
>
> **রামকুমার তামাং** *আধিকারিক, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর*

শিশিরস্নাত।। ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের হেমেন বিশ্বাস।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

গ্রামবাসীর দাবি মেনে চাকুলিয়ায় শুরু রাস্তার সংস্কার। শনিবার। ছবি : মহম্মদ আশরাফুল

১৫ বছর পর রাস্তার কাজ

চাকুলিয়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : চাকুলিয়ার গালিয়াহাট থেকে বাগডোব পর্যন্ত দু'কিমি সাতশো মিটার রাস্তার কাজ শুরু হল শনিবার থেকে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে এজন্য প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। এতদিনে তার ফল মিলল।

নিজামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গন্ডাল, ঝাঙ্গরটুলি, ছাইতোনটোলা, গালিয়া, চৌকাই, জালসুয়া, ভাগলপুরের মতো ১৫-২০টি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটির উপর নির্ভর করতে হয়। শুধু তাই নয়, এই রাস্তাটি নিজামপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি ও কানকি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছে। তাই এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই রাস্তায় প্রচুর খানাখন্দ থাকায় যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছিল। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। বাম আমলে মাটির রাস্তা থেকে পাকা রাস্তা বানানো হয়েছিল। তারপর ১৫ বছর কেটে গিয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে রাস্তার মধ্যে কোথাও পিচের চাদর ছিল না।

স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আলম বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার হয়েছি। অনেকের অনেক হুমকি সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা পিছু হটিনি।'

আরেক বাসিন্দা তপন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'রাস্তার কাজ ঘনঘন হয় না। সেজন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়।'

সরকারি নিয়ম মেনে যাতে রাস্তার কাজ হয়, সেই দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, এর আগে এলাকার অনেক জায়গায় রাস্তার কাজ হয়েছে। কোথাও আবার সংস্কারের মাসছয়েকের মধ্যেই রাস্তা থেকে পিচের চাদর উঠতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে যাতে এমনটা না হয়, সেই দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম আবার সেই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দাদের উপরই। তিনি বলেন, 'রাস্তার কাজ দেখাশোনা করা শুধু নেতাদের দায়িত্ব নয়। ঠিকাদার সংস্থা কোন রাস্তার কাজ খারাপ করছে, তার তদারকি করা জনগণেরও দায়িত্ব।'

গোয়ালপোখর-২ ব্লকের বিডিও শ্যামল মণ্ডলও জানিয়েছেন, রাস্তাটির কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, সেদিকে প্রশাসনের নজর রয়েছে।

এতোয়ার নতুন কমিটি

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সংগঠনের কর্মকাণ্ড উত্তরবঙ্গ ছাপিয়ে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাইছে ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)। শনিবার কালিম্পংয়ে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই লক্ষ্যে এদিনের সভা থেকে ১৩টি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী দু'বছরের জন্য এদিন ১৯ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাপতি

এতোয়ার নতুন গভর্নিং কমিটি।

ও সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন সুরেশ ঠাকুরি ও দেবাশিস চক্রবর্তী। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন কুমার লামা। এতোয়া সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যাডভেঞ্চার এবং ডোমেস্টিক ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দাওয়া গ্যালপো শেরপা ও সন্দীপন ঘোষকে। দেবাশিস বলেন, 'সংগঠনের কাজকে ভারতে ছড়িয়ে দিতে চাইছি। সেই জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। পর্যটনের প্রসার এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি শ্রেণির কল্যাণে এখন থেকে নানা কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া হবে।'

নাম জড়াল ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারেরও

এনবিইউ-তে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার স্বপন রক্ষিত, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেস সুপারভাইজার ইন্দ্রনীল রায় এবং গ্রুপ-সি কর্মী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বড়সড়ো অনিয়মের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত। দীর্ঘদিন থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি নিয়ে সরব রয়েছেন বিরোধীরা। এবার শাসকদলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলায় শোরগোল পড়েছে সব মহলেই। আরও আটজন শিক্ষক, আধিকারিক ও শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ, পদোন্নতি সহ বিভিন্ন দুর্নীতির তথ্যও খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যে আনা হবে বলেও জানিয়েছেন বেদব্রত।

তাঁর বক্তব্য, 'দুর্নীতির বহু নথি আমাদের হাতে আছে। আরও কিছু তথ্য জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিমধ্যেই তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছি। প্রাথমিকভাবে মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আরও কয়েকজনের সম্পর্কে নথি জোগাড়ের চেষ্টা হচ্ছে। কেউ কেউ নিময় ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকা বাড়তি নিয়ে বসে রয়েছে।' সবটা নিয়ে আইনানুগ পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন তিনি।

শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই অভিযোগ তুলেছেন বেদব্রত। তাঁর অভিযোগ, ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে যোগ দেওয়ার তিন বছর পর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর র‍্যাংকের বেতন পাওয়ার কথা স্বপনের। কিন্তু সেই নিয়ম ভেঙে রাজ্য সরকারের অনুমোদন ছাড়াই, যখন থেকে তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন, তখন থেকেই বর্ধিত বেতন নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক লক্ষ টাকা বাড়তি নিয়ে নিয়েছেন।

স্বপন অবশ্য অভিযোগের কথা মানতে চাননি। তাঁর কথা, 'যা হয়েছে সবটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন মেনে এবং কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে। কোনও বাড়তি টাকা আমি গ্রহণ করিনি বা নিময় ভেঙে আমার পদোন্নতি হয়নি। যদি তথ্য আইন মেনে কেউ চিঠি পাঠিয়ে থাকে, সেই চিঠি পেলে উত্তর দেওয়া হবে।'

তৃণমূলের অভিযোগে বিদ্ধ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

> দুর্নীতির বহু নথি আমাদের হাতে আছে। প্রাথমিকভাবে মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আরও কয়েকজনের সম্পর্কে নথি জোগাড়ের চেষ্টা হচ্ছে। কেউ কেউ নিময় ভেঙে লক্ষ লক্ষ টাকা বাড়তি নিয়ে বসে রয়েছে।
>
> **বেদব্রত দত্ত মুখপাত্র** *দার্জিলিং জেলা কমিটি, তৃণমূল*

এছাড়া গ্রুপ-সি কর্মী সুমনের নিয়োগকেই বেআইনি বলেছেন বেদব্রত। তাঁর অভিযোগ, অস্থায়ী কর্মী হিসাবে আইন কলেজে কাজে যোগ দিয়েছিলেন সুমন। সেই কলেজ আইন বিভাগ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কোনও বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ছাড়াই সুমনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সুমনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে বদলিও করা হয়।

আর সুমনের বক্তব্য, 'যে কেউ অভিযোগ তুলতেই পারে। যারা অভিযোগ তুলছে তাদের কাছে নথি থাকলে তারা যা করার করুক। ওসব নিয়ে ভাবছি না।'

স্নাতক স্তরের যোগ্যমান না থাকা সত্ত্বেও সুপরিকল্পিতভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেস সুপারভাইজার পদে ইন্দ্রনীলকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল মুখপাত্র। যদিও অভিযোগ নিয়ে ইন্দ্রনীলের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি। বারবার ফোন করলেও তিনি ফোন তোলেননি।

ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সদ্যবিবাহিত এক তরুণীর দেওরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ওই তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামী সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা পণের দাবিতে ঘরে আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন চালাত। ঠিকমতো খেতেও দিত না। দিন দুয়েক আগে দেওর সুযোগ বুঝে তাঁকে ধর্ষণও করে বলে অভিযোগ।

প্রায়ই ওই তরুণীর চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে শুক্রবার স্থানীয়রাই ওই তরুণীর কোচবিহারের বাড়িতে যোগাযোগ করেন। এরপরই কোচবিহার থেকে তরুণীর মা সহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাটিগাড়া থানা এলাকার ওই শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তরুণীকে উদ্ধার করেন। এরপরই মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ তদন্তে নেমে ওই দেওরকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত আনন্দ চৌহানকে শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে চারদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, ওই মহিলার মেডিকেল টেস্টও করানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও আনন্দের এক আত্মীয় বিশ্বনাথ চৌহানের দাবি, 'আনন্দ ও তার পরিবারের সদস্যদের ফাঁসানোর চেষ্টা হচ্ছে।' তরুণীর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস দুয়েক আগে সম্বন্ধ করেই তাঁদের মেয়েকে মাটিগাড়া থানা এলাকার ওই পরিবারে বিয়ে দিয়েছিলেন। ওই তরুণীর পরিবার ব্যবসা করে সংসার চালায়। যদিও বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন পণের দাবি করতে থাকে বলে অভিযোগ ওই তরুণীর বাপের বাড়ির। ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ওই তরুণী তাঁর অভিযোগপত্রে লিখেছেন, দাবিমতো পণ দিতে না পারার কারণে স্বামী সহ তাঁর দেওর, শ্বশুর-শাশুড়ি ঘরে আটকে রেখে মারধর করত। নির্যাতন চালাত। এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন সময় ওই তরুণীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম। আমরা বাধ্য হয়ে ওই তরুণীর পরিবারের নম্বর জোগাড় করে যোগাযোগ করি।'

ভোকেশনাল পরীক্ষায় অনুপস্থিত অনেক ছাত্রছাত্রী

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ছিল উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা। কিন্তু শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সাড়ে ১১ হাজারের বেশি পরীক্ষার্থীর মধ্যে এদিন কেবল ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। এদিন উচ্চমাধ্যমিকের ভোকেশনাল বিষয়ে পরীক্ষা ছিল। যার মধ্যে, অটোমোবাইল, অর্গানাইজড রিটেলিং, সিকিউরিটি, আইটি অ্যান্ড আইটিইএস, ইলেক্ট্রনিক্স, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিট্যালিটি, প্লাম্বিং, কন্ট্রাকশন, অ্যাপারেল, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস, এগ্রিকালচার, পাওয়ার-এর মতো ভোকেশনাল বিষয়গুলির পরীক্ষা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই সাবজেক্টগুলি পড়ানোর পরিকাঠামো নেই।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট ৩৯টি পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোঅর্ডিনেটর রাম ছেত্রী বলেন, 'অধিকাংশ পরীক্ষাকেন্দ্র ফাঁকা ছিল। ৪০০ জন পরীক্ষা দিয়েছে।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার হাতেগোনা কিছু স্কুলে ভোকেশনাল বিষয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মূলত কাজের বাজারকে মাথায় রেখে ভোকেশনাল সাবজেক্ট রাখা হয়েছে। তবে পরীক্ষার রেজাল্টের সঙ্গে এর নম্বর যোগ হয় না। পড়ুয়াদের সেই সাবজেক্ট পড়া বাধ্যতামূলক নয়। কিছু ক্ষেত্রে স্কুলগুলি সেই বিষয় চালু করলে পড়ুয়ারও তা পড়ার মনোযোগ দেখিয়েছে। যেমন শিলিগুড়ির জগদীশ চন্দ্র বিদ্যাপীঠে বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস ভোকেশনাল বিষয়টি চালু করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জগদীশ স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিতোষ পাল বলেন, 'এই কোর্সগুলি পড়লে পড়ুয়ারা কাজের

শিলিগুড়ি

জগতে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে পারবে। আমাদের স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এই কোর্স করছে।'

এমনিতে ভোকেশনাল কোর্স চালু করার বিষয়ে স্কুলগুলিকে শিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন করতে হয়। তবে পরিকাঠামোর অভাব থাকায় অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষ বাড়তি বিষয় চালু করার জন্য এগোতে চায় না।

শিক্ষা জেলার মাধ্যমিক কোঅর্ডিনেটর সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'স্কুল আবেদন করলে শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিভিন্ন ভোকেশনাল সাবজেক্ট চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়।'

নদীর গতিপথ আটকে চাষ

ময়নাগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অবৈধভাবে নদীর গতিপথ আটকে ময়নাগুড়ি ব্লকের বেশ কয়েকটি এলাকায় চলছে চাষ-আবাদ। নদীবক্ষে তৈরি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে এর প্রভাব পড়ছে নদীর ওপর। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ ও নদীর জীববৈচিত্র্যে মারাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি অবৈজ্ঞানিকভাবে নদীর গতিপথ আটকানোয় নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মৃতদেহ উদ্ধার

ইসলামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাংকারের পাশ থেকে উদ্ধার হল চালকের মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর ব্লকের মাদারিপুর এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে। এদিন সকালে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভিনরাজ্য থেকে আসা একটি ট্যাংকারের চালকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত চালকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কারণ জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।

ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন কৃষকরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বর্তমানে খোলাবাজার আর সহায়কমূল্য প্রায় সমান। সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে আসছেন না কৃষকরা। চোপড়ার সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ কুইন্টাল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ধান কেনা হয়েছে মাত্র ৬৫ হাজার কুইন্টাল। চোপড়ায় ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে তাই উদ্বেগ বাড়ছে। গত বছর ১ নভেম্বর থেকে সহায়কমূল্যে ধান কেনা শুরু হয়েছে। খোলাবাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় দিনে গড়ে ২-৩ জনের বেশি কৃষক সহায়কমূল্যের ক্রয়কেন্দ্রে আসছেন না। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন ৬০ জন কৃষক ধান দিতে পারবেন। এদিকে এলাকার কৃষকদের অনেকেরই বক্তব্য, বর্তমানে খোলাবাজারে প্রতি কুইন্টাল ধানের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১০০-২১৫০ টাকা। আর সহায়কমূল্য ২১৮৩ টাকা। উৎসাহ ভাতা সহ মোট ২২০৩ টাকা। খোলাবাজারে আরও দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে কৃষকদের অভিমত। এলাকার কৃষকদের অভিযোগ, সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে প্রকাশ্যে ৩ শতাংশ ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে। তার উপর আনলোডের জন্য আলাদা খরচ দিতে হচ্ছে।

সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে দেখা নেই কৃষকদের। চোপড়ায়। -সংবাদচিত্র

মহম্মদ শরিফুল নামে এক কৃষকের কথায়, 'একজন কৃষক ৩০ কুইন্টালের বেশি ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করতে পারছেন না। গত এক মাসে খোলাবাজারে ধানের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে কৃষকদের অনীহা বাড়ছে।' যদিও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক রতন মণ্ডল বলেন, 'নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' অভিযোগ, শুরু থেকে চোপড়ার সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ফড়েদের দৌরাত্ম্য চলছে। ফড়েদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে অনেকেই অতিষ্ঠ। ফড়েরা আগে থেকে তাঁদের পরিচিত ও নিজেদের লোকজনের নামে কার্ড করে রেখেছেন। ওঁদের নামেই সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করে আসছিলেন। বর্তমানে খোলাবাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় ফড়েরা সরে দাঁড়িয়েছেন।

রংদার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নয়

ভাষা দিবস এবার এ সপ্তাহেই। রংদার রোববারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে স্বাভাবিক কারণেই ভাষা নিয়ে পাঁচটি প্রতিবেদন। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে বাংলা ভাষার কী অবস্থা? দেশের রাজধানীতেই বা বাংলা ভাষার কী দশা? গোটা বিশ্বের কথা ধরলে ইংরেজির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে কোন ভাষা? ভারতের মতো বিশাল দেশ হয়ে চিন কীভাবে সামলায় এত ভাষা? পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা প্রচ্ছদে।

১০
আরও প্রচ্ছদ
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত
শুভম পাল

১১
ধারাবাহিক পর্ব-৭
সখা হে
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

১২
গল্প উমা মাজী মুখোপাধ্যায়
ফুড ব্লগ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
কবিতা দাউদ হায়দার, রণজিৎ দেব,
রুমি নাহা মজুমদার, আফরোজা ইয়াসমিন,
সঞ্চিতা দাশ, সুশীল মণ্ডল, সুবীর সরকার ও অদীপ ঘোষ

ভাষার পঞ্চব্যঞ্জন

আমেরিকার বাংলা ভাষা

অদৃশ্য দড়ি টানাটানির মধ্যে

অর্চিষ্মান বাগচী

ভাষা দিবস বলতেই আমাদের বাঙালিদের মনে যে স্মৃতি ছলকে ওঠে, সেটি রেডিওতে একাধিকবার শোনা একটি গান : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' (আবদুল গফফার চৌধুরী, একুশের গান)। গানটি চেনা থাকলেও, দিনটির মর্যাদা ঠিকঠাক বুঝতে ইতিহাসের পাতা সামান্য ওলটাতে হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২-র স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ও জন আন্দোলন– যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষা নিয়ে জবরদস্তির নির্ভয় প্রতিবাদ– সেটাই কিন্তু তৈরি করেছিল ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনালগ্ন। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে ছিল একাধিক তরুণপ্রাণের রক্তসিঞ্চন, যা একটি জাতির দীর্ঘ উনিশ বছরের যাত্রাপথকে অমোঘ করেছিল। এটি ছিল একটি দেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের (তখনকার পাকিস্তান ছিল ছাপ্পান্ন শতাংশ বাংলাভাষী) উপর সংখ্যালঘুর বিস্ময়কর উৎপীড়ন। দেশের অসংখ্য কবি, গীতিকার, নাট্যকার, ও সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন এর প্রতিবাদে। কবি শামসুর রহমান লিখেছিলেন : ' তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?...' ('বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা')। মাতৃভাষার মূল্য যে এতটাই। সেটাকে কেউ জোর করে ছিনিয়ে নিতে পারে না। একুশে ফেব্রুয়ারিকে দু'পারের বাঙালি সেই থেকে স্মৃতিতে ধরে রাখে– বরকত, জব্বার, সালাম, রফিক, সফিউর-এর মতো একাধিক নিহত একুশের ' যোদ্ধাদের' নাম – এক কঠিন জেদ ও ভালোবাসা থেকে।

তারপর, পাঁচটা দশক কেটে গিয়েছে। আজ বাংলাদেশের সেই ভাষা শহিদ দিবস একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মান্যতা পেয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ইউনেসকো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রতি বছর গভীর মর্যাদায় এটিকে উদযাপন করা হয় বিশ্বের অসংখ্য দেশে।

এইবার মার্কিন মুলুকের দিকটা দেখে নেওয়া যাক। আমেরিকার প্রবাসী বাঙালি – বাংলাদেশি ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিয়ে – পৌনে চার লাখের উপরে (ইউএস সেন্সাস ব্যুরো)। অর্থাৎ আমেরিকায় বসবাসকারীদের প্রতি ১০০০ জনের একজন বাঙালি। আবার এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি, অর্থাৎ প্রায় দুই লাখ মানুষ, বাংলাদেশের।

সহজেই অনুমেয়, ভাষা দিবস প্রতি বছর আমেরিকার অনেক বড় শহরেই উদযাপিত হয়ে আসছে। শুধু সরকারি দূতাবাসের উদ্যোগেই নয়, একাধিক অভিবাসী বাংলাদেশি ও বাঙালি সমিতির প্রয়াসও এতে যুক্ত হয়। বাইরের কিছু পার্থক্য ছাড়া সবখানেই – ভাষা শহিদ দিবসের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মোটামুটি একরকম। গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক, শিল্পকর্ম, আলপনা ও আলোচনাচক্র। দেশের অনুষ্ঠানে ঢাকা আর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি। বিদেশেও সেটির আয়োজন থাকে নিউ ইয়র্কে, লন্ডনে, অন্যান্য শহরে।

কিন্তু কী দেশে, কী বিদেশে, যে বাড়তি ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি থেকে যায়, সেটি হল : বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের যাবতীয় আবেগ, চিন্তা, ভাবনা – সবই কি মাত্র একটি দিনের জন্য? তার বাইরে বাকি সবদিনের বাংলা ভাষার জগৎটি কেমন?

কোনও ভাষা শেখা একজন ভাষাশিক্ষার্থীর মস্তিষ্কের মধ্যে চেতনা, আবেগ এবং ক্রিয়া দিয়ে চালিত একটি সম্মিলিত প্রক্রিয়া। তাছাড়া, মানুষ ভাষা শেখে প্রধানত বাস্তায় হতে, এটি যে তার সামাজিক আদানপ্রদানের প্রধানতম পথ। তাই, ওই বাইরের সমাজের একটি বিরাট ভূমিকা থাকে যে কোনও ভাষাশিক্ষায়। এমনকি, মাতৃভাষা শেখার ব্যাপারেও। এক্ষেত্রে 'সমাজ' বলতে আমরা বুঝব পরিবার, আত্মীয় ও বন্ধুমহল, এবং তার বাইরের বৃহত্তর সমাজ– এই তিনটিই। তার ভাষাশিক্ষা যে এই তিনটির

এরপর দশের পাতায়

ইংল্যান্ডের বাংলা ভাষা

আশার আলো আলতাব পার্কে

শাহনওয়াজ আলী রায়হান

ব্রিক লেনের নাম বাংলায় লেখা। হোয়াইটচ্যাপেল টিউব স্টেশনের নামও বাংলায়। আরও একটু এগিয়ে গেলে কবি নজরুল প্রাথমিক বিদ্যালয়। কোনও রেস্টুরেন্টের নাম 'গ্রাম-বাংলা' তো কোনওটা 'কলাপাতা'। 'হাটবাজারে' দোকানে ঢুকে দেখবেন বাংলার নদী-নালা, খাল-বিলের হেন মাছ নেই, যেটা পাওয়া যায় না। সঙ্গে হরেকরকম বাঙালি শাকসবজি, মশলা, মুড়ি, চিড়া, নাড়ু সবই।

না, এটা কলকাতা বা ঢাকার কোনও জনপদ নয়। পূর্ব লন্ডনের এক বাংলা টাউন। একই দৃশ্য চোখে পড়বে ব্রিটেনের অন্যত্রও- লুটন, ওল্ডহ্যাম, বার্মিংহাম সর্বত্র। ২০২১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রায় সাড়ে ছ'লাখ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকের বাস ব্রিটেনে। এর সঙ্গে আরও আছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি। কিন্তু যেহেতু ভারতীয় বংশোদ্ভূতের গণনার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গও শামিল তাই, বিলাতে বসবাসরত সেখানকার বাঙালি সংখ্যাটা জনগণনা থেকে আলাদা করে পাওয়া মুশকিল।

বিলাতে বসবাসরত বাঙালির অর্ধেকটাই থাকে লন্ডনে। পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট, নিউহ্যাম ও হ্যাকনি- এই তিন বরোতেই অধিকাংশ বাঙালি থাকেন। এইসব জায়াগায় আবার দেশি স্বাদে রসনাতৃপ্তির জন্যও বিখ্যাত। লন্ডন বেড়াতে আসা বিদেশি পর্যটকরাও ব্রিক লেনে যান 'কারি' ট্রিপে। সারা ব্রিটেনে প্রায় আট হাজার 'ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট' আছে, যার আশি-নব্বই শতাংশের মালিক ব্রিটিশ-বাংলাদেশি। ইংরেজরা দেশি কারি পছন্দ করলেও, আমাদের মতো এত বেশি তেল-মশলা খেতে পারে না। তাই ঝাল কম করতে হয় ল্যাম্ব মাংসে। আমরা আবার খেতে গেলে বলে দিই, দেশি আদলে মশলা দেবেন।

তবে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে বাঙালির এই বুক ফুলিয়ে বিচরণের শুরুটা এত সহজ ছিল না। এক সময় আর পাঁচজন ভারতীয়র মতো তাঁকেও বাসা পেতে বেগ পেতে হত। দরজায় লেখা থাকত, 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে, তবে আইরিশ, কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয় বাদে।' নিজ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলিম, ব্রাহ্মণ-শূদ্র আপসে যেভাবেই লড়ি না কেন, পশ্চিমে এসে কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের চোখে সবাই এক। আমাদের জাতি-ধর্ম পরিচয় থেকেও এখানে বেশি প্রাধান্য পায় গায়ের রং। আমরা সাদা না বলে তারা আমাদের বাসা ভাড়া দিতে চাইত না। তখন ব্রিক লেনে ছিল ইহুদিদের বাস। এখন যেমন এখানে রাস্তার নামের ফলকে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা, তখন ছিল হিব্রু। অনেক ইহুদি অবশ্য দেশিদের বাড়ি ভাড়া দিতেন। হামেশাই বাঙালিদের রাস্তাঘাটে বর্ণবাদের সম্মুখীন হতে হত। বলা নেই, কওয়া নেই- বাঙালি দোকানের কাচ ভেঙে ঢিল!

তবে অবস্থার পরিবর্তন হয় আলতাব আলীর হত্যার পর। আজকের নিরিখে বুঝতে গেলে বলা যায়, সেটি ছিল বিলাতে বাঙালিদের জীবনে জর্জ ফ্লয়েড মোমেন্ট। উঠতি বয়সে ভাগ্যান্বেষণে সিলেট থেকে এসে লন্ডনে অভিবাসী হন আলতাব। কাজ করতেন বস্ত্রশিল্পে। ১৯৭৮ সালের ৪ মে বিকেল সাতটা চল্লিশের দিকে আর পাঁচদিনের মতোই কাজ সেরে বাসায় ফিরছিলেন তিনি। এমনই সময় তিনজন বর্ণবাদী কিশোর ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করে বছর পঁচিশের আলতাব আলীকে। এমনিতেই আগে থেকে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল উপমহাদেশ থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে। কিন্তু সব বাঁধ যেন ভেঙে গেল আলতাব আলীর খুনে! ওদিকে ন্যাশনাল ফ্রন্টের মতো বর্ণবাদী সংগঠন, এদিকে ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের প্রতিরোধ-সেয়ানে সেয়ানে। চূড়ান্তরূপ নিল ব্যাটল অফ ব্রিক লেন। এই হত্যার দশদিন পর আলতাবের মরদেহ নিয়ে সাত হাজার বাঙালি মিছিল করে গেল লন্ডনের 'গড়ের মাঠ' হাইড পার্কে। নিয়ে যাওয়া হল প্রধানমন্ত্রীর নিবাস দশ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনেও। লন্ডনের বুকে বর্ণবাদ-বিরোধী বাঙালির এই দাপুটে আন্দোলনে সমর্থন দিল ইংরেজ বাম সংগঠন থেকে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গ সবাই। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, ইউনাইট অ্যান্ড ফাইট, সেল্ফ ডিফেন্স ইজ নো অফেন্স স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল সাতের দশকের শেষের সারা লন্ডন।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দেখে গুটিয়ে যেতে থাকল বিক্ষিপ্তভাবে থাকা বর্ণবাদী সমাজবিরোধীরা। সরকারও কঠোর হতে বাধ্য হল। ভারত-পাকিস্তান থেকে আগত অবাঙালি অভিবাসীরাও এই আন্দোলনে আশার আলো দেখল। পরে তদন্তে জানা যায়, বর্ণবাদীদের দ্বারা মগজধোলাই হওয়া ওই তিন তরুণ আলতাব আলীকে আক্রমণ করেছিল 'পাকি' ভেবে। এখন এই শব্দটি পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হয়েছে ব্রিটেনে।

এরপর দশের পাতায়

> শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, এবং আরও অনেকেই, প্রবাসী বাঙালির যে ছবি এঁকে গিয়েছেন তাঁদের অতি পরিচিত বহু রচনায়, তার সঙ্গে আজকের দিল্লির বাঙালির একটি বড় অংশের বহু তফাত।

ভারতের রাজধানীর বাংলা ভাষা

উৎসবে ব্যবহৃত পোশাকের মতো

জয়দীপ বসু

দৃশ্য এক : নতুন দিল্লির দক্ষিণ প্রান্তে একটি জমজমাট পুজোমণ্ডপ। মৃদু স্বরে বাংলা গান বাজছে; একটু কান করে শুনলে বোঝা যাবে সেটি একটি পূজা পর্যায়ের গান, ভরাট গম্ভীর গলায় গাইছেন দেবব্রত বিশ্বাস। হঠাৎ গান থেমে গেল, কারণ অঞ্জলি দেওয়া শুরু হবে। বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে মন্ত্র পড়তে শুরু করলেন পুরোহিত মশাই। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন বেশ কিছু মানুষ, মহিলাদের পরনে দামি তাঁতের শাড়ি, পুরুষরা অধিকাংশ ধুতির ওপর মহার্ঘ পাঞ্জাবি পরিহিত। বাঙালি সংস্কৃতির যাবতীয় খুঁটিনাটি সমগ্র মণ্ডপজুড়ে মজুত। কে বলবে এটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বারোশো কিলোমিটার দূরের একটি ভূখণ্ড, এক ঝলক দেখলে ভ্রম হতে পারে পুজোটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বুঝি বাংলারই কোনও একটি অংশে।

দৃশ্য দুই: দিল্লির আধডজন একসময়কার অতি পরিচিত বাংলা স্কুলগুলির কোনও একটির অন্দরমহল। যে কোনও বাংলাভাষীর পক্ষে যথেষ্ট ম্রিয়মাণ পরিবেশ, মূল কারণ স্কুলের বাইরে বড় করে বাংলায় স্কুলের নাম লেখা থাকলেও, ভিতরে বাঙালি ছাত্রছাত্রীর সবিশেষ অভাব। স্কুলের পরিচালন সমিতি, যার অধিকাংশ সদস্য বাঙালি, স্কুল বাঁচিয়ে রাখতে অবাঙালি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে শুরু করেছেন আজ বেশ কিছু বছর ধরে, সুতরাং বাঙালিরা এখন সংখ্যালঘু। বাঙালি অনুষ্ঠান বলতে এখন টিমটিম করে বেঁচে আছে সরস্বতীপুজো; পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি বহুদিন কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাইরে জ্বলজ্বল করা বাংলা স্কুলের প্রাচীন তকমাটি বর্তমানে প্রায় ব্যঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহার করা চলে।

দৃশ্য তিন: পরবর্তী গন্তব্যস্থল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অন্তর্গত কলেজগুলি। এখানে বাংলা ভাষার অবস্থা আরও শোচনীয়, এককথায় বলা যায় ভয়াবহ। একের পর এক কলেজে বাংলা বিভাগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাংলার অধ্যাপক নিয়োগ বহুকাল হল বন্ধ। কর্তৃপক্ষের যুক্তি অতীব সহজ; বাংলা এখন আর বিষয় হিসাবে পড়তে কেউ নাম লেখায় না, অনার্স পড়া তো সুদূরপরাহত। ফলস্বরূপ বাংলা তুলে দেওয়াই শ্রেয়, এমনটাই মনে করছে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর। সন্দেহ নেই, তাঁদের যুক্তি অকাট্য।

ছবিটা পরস্পরবিরোধী, কিন্তু পরিষ্কার। রাজধানীর অধিকাংশ বাঙালির কাছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এখন উৎসবের দিনে ব্যবহৃত পোশাকের মতো; বছরের কয়েকটি বিশেষ দিনে আলমারি থেকে বের করে পরিহিত হয়, উৎসব শেষ হলে আবার সযত্নে পাট করে তুলে রাখা হয় পুরোনো জায়গায়, হয়তো দু'চারটি ন্যাপথালিন গুলিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাকি দিনগুলিতে এই পোশাক ব্যবহারযোগ্য বলেই মনে করা হয় না।

আসলে কেউ বা আঁকড়ে ধরতে আগ্রহী, আবার কেউ বা যত শীঘ্র সম্ভব ছাড়তে পারলে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করেন। বয়স্ক, তিন পুরুষের দিল্লিবাসীকে দেখা যায় চমৎকার, পরিশীলিত উচ্চারণে বাংলা বলছেন, কথার মধ্যে হঠাৎই হয়তো জুড়ে দিচ্ছেন রত্নেশ্বর হাজরা অথবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কোনও যথেষ্ট অপরিচিত কবিতার লাইন। পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের মফসসল শহর থেকে বিবাহসূত্রে বছর দশেক আগে দিল্লি আসা তরুণী তাঁর বছর সতেরো ছেলের সঙ্গে সাবলীল হিন্দিতে কথা বলছেন, এমন দৃশ্যও মোটেই বিরল নয়।

বাস্তব সমস্যা সম্ভবত দুই জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গের কথা জানা নেই, দিল্লির বাঙালিরা একটি ব্যাপার সার বুঝে গিয়েছেন, বাংলা ভাষার ব্যবহারিক উপযোগিতা এই শহরে শূন্য, এই ভাষায় বলতে, পড়তে এবং লিখতে শেখার কোনও মূল্য নেই, পারিবারিক গণ্ডির চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালেই বাংলা জানাটা কোনও যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হয় না। অতএব, সময় এসেছে বাস্তববাদী হবার, বাংলা ভাষাকে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকায় ফেলে দেওয়াই শ্রেয়।

এই হল মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত দিল্লির প্রবাসী বাঙালির অধিকাংশের মনোভাব। নিম্নবিত্তদেরও প্রায় একই কথা, কারণ তাঁদের লড়াই আরও বেশি কঠিন, শহরের রুক্ষ জমিতে সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক কষে জীবন অতিবাহিত করা একেবারেই সহজ কাজ নয়।

তদুপরি, বিখ্যাত বাঙালি লেখকরা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, এবং আরও অনেকেই, প্রবাসী বাঙালির যে ছবি এঁকে গিয়েছেন তাঁদের অতি পরিচিত বহু রচনায়, তার সঙ্গে আজকের দিল্লির বাঙালির একটি বড় অংশের বহু তফাত। তৎকালীন প্রবাসী বাঙালিরা বেশিরভাগ ছিলেন উকিল, অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক, ডাক্তার, সরকারি পদাধিকারী বা এই ধরনের কোনও পেশার সঙ্গে যুক্ত। প্রবাসে এঁরা ছিলেন প্রথম পুরুষ, বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, নিজদেশ থেকে বহুদূরে একটুকরো বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তাঁরা ছিলেন পরম আগ্রহী।

এরপর দশের পাতায়

ইউরোপে ভাষার যুদ্ধ

ইংরেজি বনাম ফরাসি

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ তাঁর ভাষণে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলে সেটি দুনিয়াজুড়ে 'খবর' হয়ে যায়! ফরাসি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ তুলে ধরতে মাক্রোঁর কথাবার্তায় ঘুরেফিরেই শোনা যায় 'স্টার্ট আপ নেশন' বা গণতন্ত্র প্রসঙ্গে 'বটম আপ'। আর তাঁর এই 'পলিটিকালি ইনকারেক্ট' ইংরেজি-প্রীতি রয়টার্সের সৌজন্যে জানতে কারও বাকি থাকে না। ফরাসি ভাষা নিয়ে দেশজুড়ে জাত্যাভিমান প্রবল। প্রাক্তন ফরাসি প্রেসিডেন্ট হল্যান্ডে নামমাত্র ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করতেন। একবার ফরাসি ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের নেতা ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্মেলনে ইংরেজিতে ভাষণ দিয়েছিলেন বলে আরও এক প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাঁক শিরাক তো রাগে-ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে সেই সম্মেলন থেকেই ওয়াক-আউট করেছিলেন।

ফরাসি ভাষা নিয়ে সংবেদনশীলতা এতটাই যে মলিয়ের ও জঁ রাসিনের মতো লেখক ও নাট্যকার যে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন সেই ভাষার পবিত্র বলয়ে যেন সাবেক শেক্সপিয়র থেকে শুরু করে হাল আমলের 'দ্য স্পাইস গার্লস'-এর ভাষাগত অনুপ্রবেশ না ঘটে সে ব্যাপারে ফরাসি সরকার, সে দেশের সংবাদমাধ্যম এবং জনগণ রীতিমতো সজাগ। ভাষা নিয়ে কট্টর মনোভাব কতটা গুরুতর ভাবুন একবার! ফ্রান্সে বহু বছর ধরে রয়েছে একটি সংগঠন- দ্য ইংলিশ ডোরম্যাট অ্যাকাডেমি (ফরাসি ভাষায় নামটি আরও কর্কশ)। ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের কেউ নিজস্ব মেরুদণ্ড বিকিয়ে ফরাসি ভাষা ছেড়ে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেই তাঁর বরাতে জোটে 'ডোরম্যাট অফ দ্য ইয়ার' – পাপোশের শিরোপা। প্যারিসের মেয়র নতুন চালু করা দুটি জনপরিষেবার নাম রেখেছিলেন 'দ্য বাসওয়ে' এবং 'মেল'। টেলিভিশনকেন্দ্রের নির্দেশক সম্প্রচার করেছিলেন 'টপ অফ দ্য পপ্স' এবং 'দ্য ডান্সিং শো'। প্রথম সারির এক সমাজতান্ত্রিক নেতা তাঁর রাজনৈতিক স্লোগানে ব্যবহার করছিলেন ইংরেজি বুলি। ব্যাস! এঁদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল নাগরিক লজ্জার সেই খেতাব।

বিলেত-আমেরিকার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ঠেকিয়ে ফরাসি ভাষাকে সুরক্ষিত করতে ১৯৯৪ সাল থেকে ফ্রান্সে চালু রয়েছে টুবোঁ আইন। সেই আইন অনুযায়ী সব সরকারি কাজে, প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন এবং টিভি ও রেডিও সম্প্রচারে ফরাসি ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক। গোড়ায় সেই আইন এমনই কঠোর ছিল যে কেউ 'চিজবার্গার' বা 'এয়ারব্যাগ'-এর মতো মামুলি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেও ছ'মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের সংস্থান ছিল। সেই নিয়ে অনেক বিতর্কের পরে ফ্রান্সের শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে অবশেষে বিধি কিছুটা শিথিল হয়। ইংরেজি শব্দের বিকল্প হিসেবে ফরাসি শব্দ চয়ন করাও সব ক্ষেত্রে সহজ নয়। তাতেও মাথা ঘামাতে হচ্ছে বিস্তর। এভাবেই সম্প্রতি 'ফেক নিউজ' বোঝাতে ফরাসিরা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন infaux। ইংলিশ চ্যানেলের দু'পারে দুটি দেশ ফ্রান্স আর ইংল্যান্ড। অথচ ভৌগোলিক নৈকট্য ছাপিয়ে প্রতিবেশী দুটি দেশে পারস্পরিক ভাষার প্রতি বীতরাগের বহর তো কম নয়। বিলেতেও ফরাসি ভাষার তুলনায় আরবি ও চিনা ভাষা শেখার আগ্রহ বেশি, কারণ তাতে আখেরে বাণিজ্যিক লাভ।

ফরাসি আর ইংরেজির এই দ্বন্দ্ব কিন্তু মোটেও আজকের নয়। পারস্পরিক রেষারেষির সূচনার মূলে ছিল স্রেফ খাদ্য। সেই ১০৬৬ সালে নরম্যানরা ইংল্যান্ড অধিকার করার সময়েই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তাদের রন্ধন কুশলতা এবং নিজস্ব ভাষা। কাজেই 'কাউ', 'কাফ', 'সোয়াইন' ও 'শিপ' ইত্যাদি পুরোনো ইংরেজি শব্দের সঙ্গে নতুন শাসকরা যোগ করল 'বিফ', 'ভীল', 'পোর্ক' ও 'মাটন'। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিবাসী স্যাক্সন কৃষক সম্প্রদায় নরম্যানদের পদানত হয়েও চট করে বুঝে ফেলল, ফরাসিদের টেক্কা দেওয়ার একটা সুযোগ আলবাত রয়েছে। জ্যান্ত পশুদের জন্যে ইংরেজি শব্দ আর কসাইখানায় প্রস্তুত মাংসের জন্যে ফরাসি শব্দ। জীবিত এক নরম্যানের তুলনায় মৃত নরম্যান ভালো। লড়াইয়ের মোক্ষম সীমারেখাটা টানা হয়ে গিয়েছিল তখনই। আবার ইংরেজরাও বিগত কয়েক শত বছর ধরে নিজস্ব ভাষাকে আরও কেতাদুরস্ত করে তুলতে ফরাসি ভাষা থেকেও বহু শব্দ আত্মসাৎ করেছে। ফ্যাশন ও গ্ল্যামারের দুনিয়ায় 'শিক' শব্দের জনপ্রিয়তার কথা সকলেরই জানা। তবে ফরাসি ভাষার শুদ্ধতা বজায় রাখতে প্রথম তৎপর হয়ে ১৬৩৫ সালে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন ফরাসি রাষ্ট্রনেতা কার্ডিনাল রিশেলিউ যিনি আবার 'টেবিল নাইফে'র উদ্ভাবক। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ফ্রান্সের যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজির প্রভাব ঠেকানো ক্রমেই আরও কঠিন হয়ে চলেছে। বিশ শতকে বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যমের হাত ধরে চিরাচরিত সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। ১৯৮০-র দশকেও ফ্রান্সে ছিল 'মিনিটেল'-- ফরাসি উদ্ভাবনী দক্ষতায় ইন্টারনেটের প্রতিরূপ। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এসে যাওয়ায় ইংরেজির গতি হয়ে উঠল অপ্রতিরোধ্য। ফ্রান্সে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়েরও অধিকাংশের পছন্দ দেশের প্রেসিডেন্ট জানবেন ইংরেজি।

খেয়াল রাখতে হবে, ফ্রান্সের জনমানসে প্রচলিত বৈরিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রচার পর্বে এন্তার ইংরেজি বলেও নির্বাচনি বৈতরণি পার হয়েছিলেন মাক্রোঁ। আবার দৈনন্দিন যাপনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ফ্রান্সের বাজারে আমদানি করা বহুজাতিক সংস্থার পণ্যের মোড়কে মুদ্রিত নির্দেশিকা শুধু ইংরেজি ভাষাতেই লেখা। সুতরাং ইংরেজি না জেনে আর উপায় কী?

ইংরেজির প্রতি বৈরিতা জার্মানিতে আগে থাকলেও এখন তা উল্লেখজনকভাবে কেটে গিয়েছে। এখন প্রতি পাঁচজন জার্মান নাগরিকের মধ্যে প্রায় চারজন ইংরেজিতে কথা বলেন। ইংরেজি তাই সেখানে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা। চিন, জাপান, রাশিয়া কিংবা দক্ষিণ কোরিয়া অবশ্য ইংরেজি বাদ দিয়ে এখনও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিপিন্সে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির জন্যে আবার কাঠগড়ায় তোলা হয় ইংরেজিকে।

অবশ্য আজকের ইন্টারনেটের আগে এমনই যুগান্তকারী ঘটনা ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের সূচনা হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে ছাপাখানা উদ্ভাবনের ফলে। ১৪৫৫ সালে চলমান হরফ সাজিয়ে বাইবেল ছেপে মুদ্রণ বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন জার্মান স্যাঁকরা জোহানেস গুটেনবার্গ। মুদ্রণের হাত ধরেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রসার লাভ করে ইংরেজি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্যের বিস্তার এবং মার্কিন প্রভাবের বাড়বাড়ন্তের সুবাদে ইংরেজি হয়ে ওঠে 'গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ'। মনে রাখা দরকার, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইংরেজির প্রসার ঘটার মূলে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের শিল্প বিপ্লবে ব্রিটিশ নেতৃত্ব বিভিন্ন দেশে ইংরেজি ভাষার উপযোগিতা বাড়িয়ে তোলার পথ সুগম করেছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত মার্কিন অর্থনৈতিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইংরেজিকে করে তুলেছিল ক্ষমতার ভাষা। আর বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মার্কিন প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে ইংরেজি ভাষার অনিবার্য আবশ্যিকতা। আধুনিক ডিজিটাল যুগের দাপটে ইংরেজির কাছে কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর অনেক ভাষা। বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের যাবতীয় আবেগ সত্ত্বেও এই ভাষা সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মের অনাগ্রহ আমাদের প্রতি মুহূর্তে শঙ্কিত করে। এমন এক সময় যদি আসে যখন দেখা যাবে মাতৃভাষার শেষ প্রতিভূ মাত্র গুটিকয়েক মানুষ, তখন কেমন হবে সেই অনুভব? আমরা এই মুহূর্তে তেমনটা কল্পনা করতে না পারলেও মানবসভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভাষার বিলুপ্তি ঘটে চলেছে আবহমান কাল ধরে।

ভাষাতত্ত্ববিদরা আশঙ্কা করছেন, বিশ্বের মোট প্রায় সাত হাজার ভাষার অর্ধেকই একুশ শতক শেষ হওয়ার আগেই অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। বিশ্বের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষ কথা বলে মোট এই সাত হাজারের মধ্যেও মাত্র ২০ শতাংশ ভাষায়। অর্থাৎ অধিকাংশ ভাষার ব্যবহার মাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অনলাইন কাজের ব্যাপ্তিতে সহস্রাব্দ প্রাচীন আইসল্যান্ডিক ভাষার অস্তিত্ব সংকটে। সাম্প্রতিক এক শ্বেতপত্রে দেখা যাচ্ছে, বাস্ক এবং হাঙ্গেরীয়দের মতো মুষ্টিমেয় ভাষাভাষীর হাত ধরে ইউরোপের ২১টি ভাষাও অবলুপ্তির পথে। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব বলছে, প্রতি দু'সপ্তাহে একটি করে ভাষা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গেই হারিয়ে যাচ্ছে আনুষঙ্গিক গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও মেধা সম্পদের স্বকীয় ঐতিহ্য।

বিভিন্ন প্রজন্মান্তরে মানুষ যত কাজের ভাষাকে, ক্ষমতার ভাষাকে আঁকড়ে ধরবে, মাতৃভাষাচর্চায় ততই ঘাটতি দেখা দেবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করতে কিংবা বৈষম্য ঠেকাতে অনেকেই সারা বিশ্বে সর্বজনগ্রাহ্য একটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'দুটি ভাষার একটি যদি হয় আটপৌরে জীবনের, আর অন্যটি বিশেষ উপলক্ষ্যের, যে উপলক্ষ্যের দায় মেটাতে প্রথম ভাষাটি অক্ষম তবে দ্বিভাষিকতা এক বাড়তি সুবিধা।' একটা সময় চিন্তার ভাষা আর অনুভূতির ভাষা ছিল আলাদা। কিন্তু আধুনিক প্রজন্ম তাদের চিন্তা-চেতনা-ভাবনার প্রকাশে ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে সকলের নাগাল পেতে ইংরেজি ভাষাকেই উপজীব্য করেছে। বিগত সপ্তম শতকে আরব অভ্যুত্থানের পরে মিশরে এভাবেই ক্রমে হারিয়ে গিয়েছিল কপটিক ভাষা। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মুখের ভাষা হারিয়ে যাওয়ার পিছনে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে আধুনিকতা ও বিশ্বায়ন। রাষ্ট্রের কাজে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিনোদনে ও কূটনীতিতে দুনিয়াজুড়ে ইংরেজি যে সাধারণ ভাষা হিসেবে মান্যতা পেয়েছে সেটিই অবলম্বন করে নেওয়ার ব্যাপারে চাপ বাড়ছে। তবে শুধু ডিজিটাল প্রযুক্তিকে দায়ী করে লাভ নেই। ভূখণ্ড দখল, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধের কারণেও মুছে গিয়েছে মানুষের মুখের ভাষা। ১৯৩২ সালে এল সালভাদরের সেনাবাহিনীর হাতে বিদ্রোহী কৃষকদের গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত হয়ে ধরা পড়ার ভয়ে আদিবাসীরা লেনকা ও ক্যাকাওপেরা ভাষা দুটি জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ২০২৩ সালে নরওয়েজীয় লেখক ও নাট্যকার ইয়োন ওলাভ ফসেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সে দেশের একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা নিনর্সকে লিখে কার্যত না-বলা কথাকে কণ্ঠ দিয়েছে তাঁর রচনা। ভাষার প্রান্তিকতার প্রতি দুনিয়ার মনোযোগ ফেরাতেই রাষ্ট্রসংঘ ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল সুর হিসেবে বেছে নিয়েছে বহুভাষিক শিক্ষার গুরুত্ব। শিশুর শিক্ষার সূচনায় মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে রেখে ক্রমে অন্য ভাষার বাধা কাটিয়ে স্কুল ও বাড়ির ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। ইংরেজি ভাষার আগ্রাসী দাপটে আমরা যেন মাতৃভাষার মর্যাদা ভুলে না যাই। ভাষা দিবসের আগে এটুকুই চাওয়া।

খেয়াল রাখতে হবে, ফ্রান্সের জনমানসে প্রচলিত বৈরিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রচার পর্বে এন্তার ইংরেজি বলেও নির্বাচনি বৈতরণি পার হয়েছিলেন মাক্রোঁ। ইংরেজির প্রতি বৈরিতা জার্মানিতে আগে থাকলেও এখন তা উল্লেখজনকভাবে কেটে গিয়েছে। এখন প্রতি পাঁচজন জার্মান নাগরিকের মধ্যে প্রায় চারজন ইংরেজিতে কথা বলেন।

চিনে ভাষার সমস্যা

ইংরেজি শেখার আকুতি

শুভম পাল

প্রথম যখন মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেছিলাম তখন জেনেছিলাম সেখানকার রাষ্ট্রীয় ভাষা বাহাসা মালয়। সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই গিয়ে এই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখেছিলাম। পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়া সফরে জানতে পারলাম দ্বীপরাষ্ট্রটির রাষ্ট্রীয় ভাষা বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু তিমোরলেস্তে বা পূর্ব তিমোরে গিয়ে বাহাসা ইন্দোনেশিয়ার বিপুল প্রসার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এই 'বাহাসা' শব্দটির মূল উৎপত্তি সংস্কৃত 'ভাষা' শব্দটি থেকে। বাহাসা মালয় এবং বাহাসা ইন্দোনেশিয়াতে প্রচুর সংস্কৃত তথা ভারতীয় শব্দ প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলিতেও লক্ষ করেছিলাম। যেমন কম্বোডিয়ার সিয়েম রিপ শহরে অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির আঙ্কোর ওয়াটের নামের 'আঙ্কোর' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'নগর' থেকে।

এবার আসা যাক আমাদের ভারতে। সম্প্রতি ভারতে এক ভাষা বিভ্রাট লক্ষ করছি। একদিকে যেমন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার অতিমাত্রায় হিন্দি প্রচারে এবং প্রসারে মাঠে নেমেছে। অন্যদিকে বাংলা এবং দক্ষিণের বেশ কিছু রাজ্যে এই 'ল্যাঙ্গুয়েজ ই স্পোসিশন' বা ভাষা আরোপণের বিরোধিতা হচ্ছে। বেশ কিছু বছর চিনে এবং বর্তমানে তাইওয়ানে বসবাস করে বিশ্বের সর্ববহুল ব্যবহৃত ভাষা ম্যান্ডারিন চিনা ভাষার সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানি। মজার কথা হল, ম্যান্ডারিন বা মান্দারিন শব্দটিরও কিন্তু উৎপত্তি সংস্কৃত 'মন্ত্রী' শব্দটি থেকে।

বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিলেবাস থেকে ইংরেজি তুলে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের সময় কমিউনিস্ট চিন বা সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ দেওয়া হত। সেটা যে কতটা ভ্রান্ত ধারণা সেটা আমি চিনে থেকে এবং সাবেক সোভিয়েতের দেশগুলি ঘুরে বুঝতে পেরেছি।

ভ্লাদিমির লেনিন কোনও একটি বিশেষ ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার বিরোধী ছিলেন এবং সমস্ত ভাষার সমানাধিকারের কথা বলতেন। সেই সময় পুরো দেশটিতে ১৩০টির বেশি ভাষা ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দেশটির কমিউনিস্ট শাসকেরা সুবিশাল দেশটিকে শাসন করতে গিয়ে ভাষা বিভ্রাটের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে রাশিয়ান ভাষাকে পার্টির তথা দেশের সর্বস্তরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপ কভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। লেনিন পরবর্তী সোভিয়েতের সর্বশক্তিমান শাসক জোসেফ স্তালিন সর্বক্ষেত্রে এবং স্তরে রাশিয়ান ভাষার প্রচারে এবং প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেন। উল্লেখযোগ্যভাবে স্তালিনের জন্মস্থান ছিল কিন্তু বর্তমানের জর্জিয়া দেশটিতে এবং তাঁর মাতৃভাষা ছিল জর্জিয়ান। শোনা যায় প্রায় ৮-৯ বছর বয়সে তিনি প্রথম রাশিয়ান ভাষা শিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাশিয়ান জাতিগত নেতাদের টক্কর দিয়ে পার্টির শীর্ষে পৌঁছোনোর সময় স্তালিন তাঁর জর্জিয়ান জাতিগত সত্তাকে ঢাকতে রাশিয়ান ভাষার ব্যাপক চর্চা, ব্যবহার এবং প্রসারকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন।

সোভিয়েত সংবিধান অনুসারে সমস্ত সংখ্যালঘু ভাষার স্বীকৃতি থাকলেও অলিখিতভাবে রাশিয়ান ভাষা সমগ্র সোভিয়েতের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বা জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মিশ্রভাষা হিসাবে অন্য ভাষাগুলিকে সংকুচিত করে ফেলে। রাশিয়ান ভাষা ক্রমশ সমগ্র সোভিয়েতের যোগাযোগ এবং সংলাপের একমাত্র ভাষা হিসাবে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি এবং প্রতিষ্ঠালাভ করে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়ার সপক্ষেও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা সোভিয়েতের রাশিয়ান ভাষার উদাহরণ দিয়ে শুধুমাত্র মাতৃভাষায় বুনিয়াদি শিক্ষার প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা কখনোই বলেননি যে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এ রাশিয়ান ভাষার দাপটে কীভাবে এস্তোনিয়ান, জর্জিয়ান, লিথুনিয়ান, লাটভিয়ান, কাজাক, ইউক্রেনিয়ান, উজবেক, তুর্কীক, তাজিক-এর মতো স্বতন্ত্র এবং সমৃদ্ধশালী ভাষাগুলি কীভাবে অবহেলিত হয়েছিল। সোভিয়েত পতনের পর অবশ্য দেশগুলিতে রাশিয়ান ভাষাকে প্রায় পরিত্যাগ করা হয়েছে। পুরোনো প্রজন্ম রাশিয়ান ভাষা বললেও ইউক্রেইন, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজেরবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তানের নতুন প্রজন্ম রাশিয়ান ভাষা প্রায় জানেই না বললেই হয়।

মঙ্গোলিয়াতে গিয়ে দেখি যে রাশিয়ান ভাষার ঔপনিবেশিক প্রয়োগের ফলে একসময়ের সমৃদ্ধশীল মঙ্গোল লিপিকে উচ্ছেদ করে সিরিলিক লিপিকে দেশটিজুড়ে কমিউনিস্ট শাসনকালে বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রসঙ্গত মঙ্গোলিয়া একসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর ভাসাল স্টেট বা সামন্ত রাষ্ট্র ছিল। চেঙ্গিজ খানের দেশে পরবর্তীকালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মঙ্গোল লিপি বা হরফের সরকারিস্তরে পুনঃপ্রচলিত হয় এবং সে দেশের রাষ্ট্রীয় লিপি হিসাবে বর্তমানে ব্যবহৃত।

মাও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাশিয়ান ভাষা প্রয়োগের আদলে ১৯৫৬ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ হান জাতির স্বার্থ বজায় রাখতে উত্তর চিনের মান্দারিন চিনা ভাষাকে দেশব্যাপী প্রাথমিক ভাষা হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি দেন। চিনের রাজনীতিতে মাও-এর সময়কাল থেকে এখনকার শাসক শি জিনপিং পর্যন্ত পার্টির এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষে হান প্রজাতির নেতারাই বিরাজমান। সরলীকৃত হরফে লেখা ভাষাটি চিনের সর্বস্তরে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা হিসাবে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। চিনের গুয়াংদং প্রদেশে ক্যান্টোনিজ চিনা ভাষার প্রভূত প্রচলন।

একসময়কার ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকংয়ের প্রধান এবং সরকারি স্বীকৃত ভাষা এই ক্যান্টোনিস চিনা। তিব্বতের রাস্তাঘাটে তিব্বতি ভাষা এবং লিপির প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়। চিনের অধিকৃত ইনার মঙ্গোলিয়াতে স্থানীয় মঙ্গোল ভাষায় যোগাযোগ স্বীকৃত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে চিন সরকার তিব্বতের চিনাকরণের লক্ষ্যে সরকারিভাবে তিব্বতকে শিঝাং নামে বলতে শুরু করেছে।

ইনার মঙ্গোলিয়াতেও মঙ্গোলীয় ভাষার পরিবর্তে চিনা ভাষার সামগ্রিক প্রয়োগ-এর বিরোধিতার কথা শোনা যায়।

সাম্প্রতিককালে চিন সরকার উইঘুর-অধ্যুষিত শিনজিয়াং প্রদেশেও তুর্কি ভাষা পরিবারের অন্তর্গত উইঘুর ভাষার ওপর মুসলিম সম্প্রদায় গরিষ্ঠ প্রদেশটিতে হান চিনাদের মান্দারিন ভাষাকে বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়েছে। ভাষাবিদদের মতে, চিন দেশে সরকারি স্তরে মান্দারিন চিনা ভাষার প্রভূত প্রয়োগের ফলে সেখানকার বহু প্রাদেশিক তথা আঞ্চলিক ভাষা এবং সাহিত্য আজ অবলুপ্তির পথে। অন্যদিকে বিগত কয়েক বছরে চিনে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিশাল ব্যবসার আকার ধারণ করেছে। অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার হওয়ার পর থেকেই চিনারা আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবসা বাণিজ্য, পশ্চিমি দেশগুলিতে উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে ইংরেজি ভাষার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

গত কয়েক দশকে মাশরুমের মতো দিকে দিকে ইংরেজি ভাষার শিক্ষার প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি চিনা স্কুল বা টিউশন সেন্টারে কর্মরত ইংরেজি ভাষার বিদেশি শিক্ষকেরা অনেক ক্ষেত্রে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপকের থেকে অনেক বেশি বেতন এবং সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন। শি জিনপিং সরকার সম্প্রতি অবশ্য এই ইংরেজি ভাষার প্রভূত বাণিজ্যিকীকরণ এবং পশ্চিমায়নের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

আমার বর্তমান কর্মভূমি তাইওয়ানেও চিনা মান্দারিন এক নম্বর সরকারি ভাষা। যদিও একসময় এদেশের বেশিরভাগ মানুষ স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন তাইওনিস হোককিয়েন ভাষায় কথা বলতেন। দ্বীপরাষ্ট্রটির বিভিন্ন আদিবাসীদের নিজ নিজ ভাষা ছিল। জাপানিরা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে চিনা ভাষার প্রচলন শুরু করেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের কাছে পরাজিত হয়ে চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানে পালিয়ে এসে সরকার গঠন করার পর থেকে মান্দারিন চিনা ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা বলে স্বীকৃতি দেন। এখানে অবশ্য ঐতিহ্যবাহী চিনা লিপির প্রচলন। সাম্প্রতিককালে অবশ্য এখানকার গণতান্ত্রিক সরকার তাইওনিস হোককিয়েন তথা হাকা এবং আদিবাসী ভাষার প্রচারে জোর দিয়েছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি চাই ইংওয়েন এই দশকের শেষে তাইওয়ানকে চিনা এবং ইংরেজি ভাষার দ্বিভাষীরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু এই প্রজন্মের বেশিরভাগ নাগরিকই তাদের পূর্বপুরুষদের ভাষা তাইওনিস হোককিয়েন বলতে পারেন না। একসময় চিনা মান্দারিন ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়াকে এর জন্যে দায়ী করা যায়।

আশার আলো

নয়ের পাতার পর

পরে ব্রিক লেনের কাছে একটি বড় পার্কের নামকরণ হয়েছে আলতাব আলীর নামে। সেখানে তৈরি হয়েছে ঢাকার আদলে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের সম্মানে নির্মিত শহিদ মিনার।

আজকাল বাঙালিদের হর্ষ-বিষাদে, প্রতিবাদে-উদযাপনে নানা জমায়েত এই পার্কে। টেমসের বুকে লঞ্চে আয়োজিত হয় বৈশাখীমেলা। পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে যুক্তরাজ্যের নানা শহরে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গোৎসব, কলকাতা থেকে শিল্পীদের এনে বাংলা-উৎসব। আজ চ্যানেল এস, টিভি ওয়ান, ইসলাম চ্যানেল বাংলা, এটিএন বাংলা ইউকে সহ অনেক বাংলা টিভি চ্যানেল সম্প্রচারিত হয় লন্ডন থেকে। আয়োজন হয় বইমেলার। আছে একাধিক বাংলা সংবাদপত্র-- 'সুরমা' ও 'জনমত' এগুলোর মধ্যে বেশি জনপ্রিয়।

মহম্মদ সেলিম যখন ২০০১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্ত্রীসভায় শপথ নিলেন, লন্ডনের 'সিলেট বার্তা' গর্ব করে লিখল- পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভায় সিলেটি বংশোদ্ভূত মন্ত্রী। রূপা হক, রুশনারা আলী, টিউলিপ সিদ্দিকী, আফসানা বেগম- শুধু লন্ডন শহর থেকেই চারজন বাঙালি বংশোদ্ভূত মহিলা বর্তমানে ওয়েস্টমিনিস্টারে সাংসদ।

কিছুদিন আগে, শেফিল্ড শহরে পুরসভা পরিচালিত আমাদের স্থানীয় গ্রন্থাগারে কথাচ্ছলে আক্ষেপ করে বলছিলাম এক কর্মীকে যে, এখানে ইংরেজি, আরবি, উর্দু- নানা ভাষায় বই থাকলেও কোনও বাংলা বই নেই। ক'দিন পরেই আমাকে অবাক করে একটা লম্বা তাক ভর্তি বাংলা বই! আমার খুশি দেখে বলল, একটা আর্ট পেপারে 'বাংলা' শব্দটা লিখে দিতে, যাতে বাংলা বইয়ের তাকের উপর সেঁটে দিতে পারে।

এগুলো কিছুই হয়তো সম্ভব হত না। যদি না সেদিন আলতাব আলীর মরদেহের শকট সামনে রেখে কিছু অকুতোভয় বাঙালি ব্যাটল অফ ব্রিক লেনের শেষ দেখে ছাড়ার পণ না করতেন। এই আন্দোলনের সুফল শুধু বিলেতে থাকা বাঙালিরাই আজ শুধু নয়, উপমহাদেশ, আফ্রিকা, ফিলিপিন্স, আরব সহ পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে বিলাতে অভিবাসী হয়ে আসা লোকজন ও এদেশে জন্ম নেওয়া তাঁদের সন্তানরা পাচ্ছে। সালাম, বরকতদের ভাষা আন্দোলনের চেয়ে কম গৌরবের নয় আলতাব আলীর হত্যার পর বিলাতে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। দুঃখ একটাই, তৃতীয় বাংলায় এসেও, পাশাপাশি থেকেও- দুই বাংলার বাঙালির মধ্যে বিস্তর দূরত্ব!

উৎসবে ব্যবহৃত

নয়ের পাতার পর

ছবিটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আজকের দিল্লির লাখ দশেক বাঙালির একটি বিরাট অংশ এই পরিচিত বৃত্তের সম্পূর্ণ বাইরে। তাঁরা হয় অতীব গরিব, অথবা নিম্নবিত্ত। পেশায় এঁরা দিনমজুর, গাড়ির ড্রাইভার, রিকশাচালক, অন্যের বাড়ির কাজের লোক, সবজি বিক্রেতা, অথবা এমনই কোনও কিছু।

এঁরা প্রায় সবাই এসেছেন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জ থেকে, জীবিকার সন্ধানে। এঁদের জীবনযুদ্ধ অতি কঠিন, এঁদের পড়াশোনা সীমিত, যখন নিজের দেশে ছিলেন, তখনও সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা নিয়ে চর্চা করবার জন্য যেটুকু খালি সময় একজন মানুষের দরকার হয়, তা এঁদের কাছে ছিল না। একমাত্র দুর্গাপুজোর সময় এঁরা একটু আধটু নড়েচড়ে বসেন, বছরের বাকি দিনগুলো এঁদের কাটে পেটের ভাত অর্জনের কঠিন পরিশ্রমে। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি এঁদের কাছে কোনও বার্তা বহন করে আনে না, কারণ একটাই, অন্য কিছু ভাবনার সময় কোথায়? এঁরা বেশিরভাগ থাকেন এমন সব জায়গায় যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খেটেখাওয়া অল্পবিত্ত মানুষের বাস, যেখানে নিজস্ব কোনও বিশেষ সংস্কৃতি ধরে রাখা একপ্রকার অসম্ভব। এঁদের সন্তানসন্ততি পড়ে ঘরের পাশেই কোনও স্থানীয় স্কুলে, যেখানে সবকিছুই শেখানো হয় স্থানীয় ভাষায়, বাংলা ভাষা সেখানে সুদূরের পিয়াসী। এই ছেলেমেয়েরা খেলা করে, গল্প করে, প্রেম করে, ঝগড়া

করে, সবই স্থানীয়দের সঙ্গে, স্থানীয় ভাষায়, এরা ক্রমশ সেই ভাষাতেই বাড়িতে কথা বলে। এঁদের সবার জীবনের একটাই লক্ষ্য, আরও একটু বেশি সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আরও একটু বেশি আর্থিক নিরাপত্তা, আরও একটু বেশি আলোবাতাস যুক্ত ঘর। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। সেখানে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের স্থান কোথায়?

কিন্তু তাই বলে কি বাংলা ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতির চর্চা দিল্লি শহরে হয় না? হয় বৈকি। আগে হত, এখনও হয়, ভবিষ্যতেও হবে। দিল্লিতে এখনও নিয়মিত বাংলা গান ও নাটকের আসর বসে, বেশ কিছু সময়োচিত এবং ভালো গান শোনার এবং নাটক দেখবার সৌভাগ্য বাঙালিদের হয়। সুবেশ এবং সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির সংখ্যা অল্প নয়, তাঁরা আসেন, মনোযোগ দিয়ে বাংলা নাটক, বাংলা গান, বাংলা বইমেলা ইত্যাদিতে সহর্ষ অংশগ্রহণ করেন এবং তারিফ করেন। সেখানে কোনও খামতি নেই। অসুবিধা একটাই, এই শহরের বাঙালিদের পরিবর্তিত আর্থিক পরিমণ্ডলে এঁদের সংখ্যা অবশ্যই ক্রমহ্রাসমান।

অদৃশ্য দড়ি

নয়ের পাতার পর

কোনওটারই প্রভাবমুক্ত নয়।

এইখানে স্বদেশের বাঙালির সঙ্গে বিদেশের অভিবাসী বাঙালির একটা তফাত থেকে যায়। বিদেশের সমাজটার মূল ভাষাটি পৃথক। প্রাথমিক বিদ্যালয়েও সেই কারণে খুব অল্প বয়স থেকেই বাড়ির সব ছোট্টরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের বাবা-মা চেষ্টা করেন যতটা সম্ভব সন্তানদের সেই শিক্ষা বাড়িতে আলাদাভাবে দেওয়ানোয়। একেই একটি দেশে তারা বিদেশি, অপেক্ষাকৃতভাবে একা। তার উপরে মাতৃভাষা না শেখালে নিজেদের পরের প্রজন্মের সঙ্গেও তাদের একটা দূরত্ব তৈরি হবে, এই ভয়টা তারা সংগত কারণেই পায়। কিন্তু মাঝখান থেকে মুশকিলে পড়ে সেই পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েগুলি। একটু বয়স হলেই তাদের প্রবণতা থাকে যেখানে বড় হচ্ছে, ক্রমশ সেই স্থানীয় ভাষাটিকেই আঁকড়ে ধরতে। নিজেদের সংস্কৃতির শিকড়ের বোধ সেই বয়সে কারও থাকে না। ঝাঁকের কই ঝাঁকেই মিশে যেতে চায়।

তাই সবমিলিয়ে একটি অদৃশ্য রজ্জু টানাটানির মধ্যে পড়ে যায় এই বাচ্চাগুলি। একদিকে বিদেশি সমাজ ও বন্ধুমহল, অন্যদিকে বাবা, মা ও আত্মীয়রা। এতে কষ্টটা হয় সবার। সুতরাং বিদেশে এই ভাষা দিবস উদযাপন মূলত প্রাপ্তবয়স্কদের ও শিশুদের অনুষ্ঠান হয়েই বেঁচে থাকে। পনেরো থেকে পঁচিশ বয়স-কোঠার অল্পবয়সিরা বিশেষ যোগদান করেন না। নিজেরা বুঝতে বা কিছুটা বলতে পারলেও মাতৃভাষায় বই পড়া বা লেখার অভ্যাস তাঁদের বেশিরভাগেরই যে তৈরি থাকে না। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহও তাই থাকে তলানিতে। একমাত্র উপায়, স্কুলের পাঠক্রমের মধ্যে বাংলাকে স্থান দেওয়া, যেটা কিনা কিছুটা অবাস্তব। ইউনেসকোর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও তাই সেটা উপলব্ধি করাটা সর্বক্ষেত্রে বেশ কঠিন।

সখা হে

পর্ব -৭

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকশো বছর আগের কথা হবে যখন সদ্য বিবাহিতা এক কিশোরী শ্বশুরবাড়িতে পা রাখার আগেই মরুভূমিতে ডাকাতের মুখে পড়ে। সেই আচমকা আক্রমণে মেয়েটি তার স্বামীকে হারায়। আর ঠিক যে জায়গায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই সে চিতা জ্বালিয়ে আগুনে সঁপে দেয় নিজেকে। কীভাবে জ্বলেছিল চিতা? কে কাঠ নিয়ে এসেছিল? এই সব প্রশ্ন থেকে থাকলে উত্তর মিলবে না। কিন্তু ব্যাপার হল এই যে, ওই ঘটনার পর থেকেই সেই কিশোরী দেবী হয়ে ওঠেন রাজস্থানের মানুষের কাছে। রানি সতী নাম শুনলে হাতজোড় করে কপালে ঠেকাতে শুরু করে লোকে। আর সেই সব মানুষের সংখ্যা হাজার থেকে লক্ষে গিয়ে পৌঁছায় অচিরেই। যেখানে ওই ব্যাপারটা ঘটেছিল সেখানেই একটি প্রাচীন পিপুলগাছে বহু মানুষ নিজেদের মনস্কামনার সুতো বেঁধে যেতে আরম্ভ করে।

মরুভূমির ভিতরে গ্রামগুলো তো পাশাপাশি হয় না। এক গ্রাম আর অন্য গ্রামের ভিতরে দূরত্ব অন্তত দুই-তিন ক্রোশ। নিদাঘতাপে জর্জরিত হয়ে একটি গ্রাম থেকে আর একটি গ্রামে যাওয়ার পথে তরুণ ভীমরাজ একদিন ঘুমিয়ে পড়েন সেই পিপুলগাছের তলায় আর ওঁর স্বপ্নে এসে রানি সতী ওঁকে স্থানীয় ধনী চমনলালের বাড়িতে যেতে বলেন। ঘুম ভাঙতেই, স্বপ্নাদেশ মতো আরও দুই ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে ভীমরাজ পৌঁছান, শেঠ চমনলালের বাড়িতে।

কয়েক বছর আগে চমনলালও ছিলেন খুবই সাধারণ কিন্তু আচমকাই একদিন দুপুরে এক সাধু এসে দাঁড়ান তাঁর দ্বারপ্রান্তে। সেই সাধুকে দেবার মতো আর কিছুই ঘরে ছিল না বলে চমনলালের স্ত্রী একমুঠো নুন এনে ঢেলে দিয়েছিলেন সাধুর ঝোলায়। তার কয়েক বছরের মধ্যে লবণের ব্যবসা করে রীতিমতো বড়লোক হয়ে যান চমনলাল। ওঁর গোডাউন থেকে উত্তরে হরিয়ানা আর দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র অবধি নুন যাওয়া শুরু হয়।

সেই চমনলাল সেদিন পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে দাতাকর্ণ হয়েছিলেন। তরুণ ভীমরাজ গুটিগুটি পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে একটি চাকরি চাইতেই তিনি ওঁর পড়াশোনা কতদূর জিজ্ঞেস করেন। ভীমরাজ, 'অষ্টম শ্রেণি' বলতেই চমনলাল বলে ওঠেন যে, তিনি যদি কেবলমাত্র নাম সইটুকু করতে জেনে আজ এত বড় ব্যবসা ফেঁদে বসতে পারেন তবে ভীমরাজ কেন স্বাধীন ব্যবসা না করে পরের গোলামি করবে? মূলধন যদি না থেকে থাকে তবে মূলধন মিলবে। বলেই চমনলাল একটি চিরকুটে '১০০' লিখে দিয়ে ওঁর মুনিমের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নিতে বলেন ভীমরাজকে।

কৃতজ্ঞ ভীমরাজ সেই চিরকুট নিয়ে চমনলালের মুনিমের কাছে গিয়ে দাঁড়ান কিন্তু চিরকুট হাতে পাওয়ার পরও মুনিম টাকাটা না দিয়ে ঘরে বসিয়ে রাখে ভীমরাজকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, দু-তিনবার বিনীতভাবে টাকাটা চান ভীমরাজ, কিন্তু মুনিম নানান বাহানায় এড়িয়ে যায়। বিরক্ত ভীমরাজ একসময় বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে। মনে মনে ভাবতে থাকেন যে এই তল্লাট ছেড়েই চলে যাবেন দূরে কোথাও। তারপরই জেদ পেয়ে বসে ওঁকে। চমনলালের বাড়ির অদূরেই যে বিষ্ণু মন্দির, তারই সিঁড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে সোজা চমনলালের বৈঠখানার দিকে পা বাড়ান।

চমনলাল তখন বৈঠকখানার বাইরেই সারা গায়ে তেলের মালিশ নিচ্ছিলেন খাস ভৃত্যের থেকে। ভীমরাজকে দেখে খানিকটা অবাক হয়েই জানতে চাইলেন অত সকালে আবার আগমনের হেতু।

ভীমরাজ জবাব দিলেন, আপনার লেখা চিরকুট হাতে দেবার পরও আপনার মুনিম আমাকে টাকা তো দেয়ইনি, উলটে চিরকুটটাও নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।

বিরক্ত চমনলাল, ভীমরাজকে ঠিক একঘণ্টা পর ওঁর খাজাঞ্চিখানায় আসতে বলেন। ভীমরাজ সেই কথামতো একঘণ্টা পর ওখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে চমনলাল দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছেন ওই বাড়ির দিকেই।

ঘরে ঢুকে ভীমরাজের দিকে না তাকিয়ে সোজা মুনিমকে প্রশ্ন করেন চমনলাল, টাকাটা কেন দেওয়া হয়নি?

মুনিম উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নিবেদন করে যে, হুজুরের নির্দেশ সে পালন করতে পারেনি কারণ তার মনে হয়েছে হুজুরের লেখায় একটা ভুল রয়েছে।

কী ভুল জানতে চেয়ে চিরকুটটা হাতে নিয়ে চমনলাল দেখেন যে তাড়াহুড়োয় '১০০'-র বদলে '১০০০' লিখে ফেলেছেন তিনি। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে তিনি মুনিমের দিকে তাকিয়ে বলেন যে ভুলটা তাঁর তরফেই হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পিতার বাৎসরিকের দিন যে টাকা তিনি কাউকে দেবেন বলে কাগজে লিখেছেন তার থেকে পিছু হটা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ওই হাজার টাকাই যেন মুনিম ঘরে দাঁড়ানো যুবকটির হাতে তুলে দেন।

কথাটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন চমনলাল কিন্তু ভীমরাজ পিছন থেকে বলে ওঠেন, কাল যা কথা হয়েছে আমি তাই নেব। তার চাইতে বেশি আপনি দিলেও নেব না। আর যা নেব, ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে, তাও শোধ করে দেব।

শেঠ চমনলাল এতদিন কেবল কড়ায় গন্ডায় নিজের পাওনা বুঝে নিতে দেখেছেন লোকজনকে। তিনি নিজেও তাঁদেরই একজন। আজ হঠাৎ করে সামনে এমন একজন দরিদ্র কিন্তু নির্লোভ তরুণকে দেখে তাঁর মনে হল টাকা আসবে-যাবে তবে এই ছেলেটাকে ছাড়া যাবে না। তাই তিনি ভীমরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, টাকা না নিলে না নেবে কিন্তু অন্য কিছু তোমায় দিলে তা নেবে কথা দাও।

সরল মনে ভীমরাজ বলে বসেন, কথা দিলাম।

চমনলাল জোরে হেসে ওঠেন, তা হলে পরে হাজার টাকাই রাখো। একশো টাকা ধার হিসেবে আর বাকি ন'শো টাকা যৌতুক হিসেবে। কারণ আমার বড় মেয়ের সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব বলে ঠিক করেছি।

> আমি কোনওদিন একটি শব্দও জিজ্ঞাসা করিনি দাদাজিকে ওই বিষয়ে। ওঁর মেজাজ খানিকটা বুঝতাম বলেই নয়, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও বোধ করিনি। সেই বাড়িতে চারটে ঘর, বেশ হাত-পা ছড়িয়েই থাকা যেত। কিন্তু বাবা সঙ্গে থাকত না বলে ওই পরিসর মাঝেমাঝে কেমন যেন সংকীর্ণ ঠেকত আমার। আজ ঘরে পা দেওয়ামাত্র আরও বেশি করে ঘুপচি ঠেকবে ওই প্রশস্ত আস্তানা, সে আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছিলাম। আমার ভয়ানক ইচ্ছে করছিল একবার বাবার কাছে যেতে। ওই যে ছবিটা জয়ন্তী সরকারকে দিয়ে এলাম, ঠিক সেরকম আর একটা ছবি বাবার হাতে তুলে দিতে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে, আলোর আর এক নাম কি রবীন্দ্রনাথ?

-এটা কী বলছেন আপনি? বিস্মিত ভীমরাজ জিজ্ঞেস করেন।

-যা তুমি শুনছ, তাই বলছি। আর একটু আগেই তুমি কথা দিয়েছ যে যা আমি দেব তুমি তাই নেবে।

-কিন্তু আমি যে ইতিমধ্যেই বিবাহিত। একটি কন্যাসন্তান আছে আমার।

মুহূর্তের জন্য থমকে যান চমনলাল। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলে ওঠেন, সে থাকলে আর কী করা যাবে, দেওয়া কথা তো ফিরিয়ে নিতে পারি না। তাছাড়া আমার মন বলছে যে তোমার পুত্রসন্তান আমার মেয়ের গর্ভেই আসবে।

ওই ঘরে দাঁড়িয়ে ভীমরাজ বলে উঠতে পারেননি যে তাঁর স্ত্রী আবার সন্তানসম্ভবা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ভীমরাজের দ্বিতীয় সন্তান পৃথিবীতে আসছে বলেই উপার্জনের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে পথে পথে ঘুরছিলেন তিনি। বলে উঠতে পারেননি কারণ যে সাহেবি কোম্পানিতে চাকরি করতেন তা মাস ছয়েক আগে অকস্মাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর থেকে কঠিন অবস্থা আর সেই অবস্থার ভিতরে যদি প্রতিশ্রুত একশো টাকাও না মেলে?

চমনলালকেও খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না কারণ তাঁর সবচেয়ে বড় মেয়েটির বাহুমূলে এবং গলার কাছেও সামান্য শ্বেতির দাগ দেখা দিয়েছিল।। সেই সময় তাকে 'শ্বেতকুষ্ঠ' বলা হত এবং ওই অসুখ বিপুল ভয় ও ঘৃণার বস্তু ছিল। এবার সেই মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তিনি পরের মেয়েদের পাত্রস্থ করতে পারছিলেন না আর সেই মেয়ের জন্য জামাই পাওয়া দুরূহ ছিল। অপরদিকে ভীমরাজের সঙ্গে পরিচয়ের পর ওঁর মনে হয় যে এই ছেলেটি জামাই-আদর খেয়েই পালাবে না, সক্ষম ছেলের মতো পাশে দাঁড়াবে, আপদে-বিপদে।

তখন থোড়াই তিনি জানতেন যে, ওঁর বড় মেয়ে ভীমরাজদের বাড়িতে প্রবেশ করার পরপরই এমন অশান্তি লাগবে যে, তিন মাসের মধ্যে নিজের দ্বিতীয়া স্ত্রীকে নিয়ে জামাইকে কলকাতার পথে রওনা দিতে হবে শ্বশুরের পয়সাতেই। রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রামে পড়ে থাকবে ভীমরাজের প্রথমা স্ত্রী, তিন বছরের কন্যা আর আড়াই মাসের পুত্র।

ওই শিশুপুত্রটিই, আমার বাবা ঠাকুরদাস কোঠারি। যে আমাকে ছোটবেলাতেই ঘাসের রুটি খাবার ধক থাকার কথা বলেছিল। আজকের সকাল থেকে বেলা পর্যন্ত যা যা ঘটল, তা যদি বাবাকে গিয়ে বলতে পারতাম, কী হত তবে? বাবা কি উত্তরে কিছু বলত? সেই যেমন বারাণসীর ঘাটে অনেক মেয়েকে একসঙ্গে প্রদীপ ভাসাতে দেখে বলেছিল?

অবাক হয়ে আমি কেবল জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা সবাই পানিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে কেন বাবা?

ঠাকুরদাস কোঠারি সেই প্রশ্নের উত্তরে দশ বছরের শিশুপুত্রের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল, জলে আগুন ধরিয়ে দেয় না বেটা, জলে আগুন ভাসিয়ে দেয়। আমরা যেমন অচেনা জায়গায় যেতে চাই, অজানা দৃশ্য দেখতে চাই, আগুনও অচেনা কারও কাছে গিয়ে পৌঁছাতে চায় হয়তো।

- পৌঁছানোর আগেই জল উলটে দেয় তো তাকে।

- উলটে দিক। তবু আগুনের ভেসে চলার ভিতর দিয়ে ছোট হলেও একটা আশা জন্মায়, যেভাবে নিম্নমূলপ্রসারী প্রাচীন বনস্পতিতে জন্ম নেয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফল। যুক্তিবদ্ধ বুদ্ধির জগতের থেকে দূরে গিয়েই কল্পনা নিজের ডানা মেলে দেয়, মনে রেখো। সেই ডানার একদিকে থাকে মৃত্যু, অন্যদিকে জীবন।

আগের দিনই মণিকর্ণিকা ঘাটে অসংখ্য মানুষকে একসঙ্গে পুড়তে দেখেছিলাম আমি। আর তাদের পোড়াতে নিয়ে আসছিল সব জ্যান্ত মানুষজন। বাবার কথার বেশিরভাগটাই বুঝতে না পারলেও ওই জীবন আর মৃত্যুর জুড়ে থাকার ব্যাপারটা সামান্য অনুভব করতে পেরেছিলাম। সেই অনুভূতিই বারো বছর পরে অনেকখানি পূর্ণতা নিয়ে ফিরে এল। সকালের ওই মৃত্যু আর দুপুরের প্রাণপ্রাপ্তির সাক্ষী থাকতে পেরে।

বাবা আমাদের থেকে আলাদা থাকতে শুরু করার পর ঠাকুরদা আমাদের কলাকার স্ট্রিটেই একটা ভদ্রস্থ বাড়ির একতলায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বাড়িটা, ভাড়া না লিজ সেই বিষয়ে আমার ছোট ভাই কৃপাশঙ্কর খোঁজখবর নিতে গিয়েছিল।

ভীমরাজ কোঠারি ধাতানি দিয়ে বলেছিলেন, তোমার তা নিয়ে কী দরকার? থাকতে পারছ, আরাম করে থাকো।

আমি কোনওদিন একটি শব্দও জিজ্ঞাসা করিনি দাদাজিকে ওই বিষয়ে। ওঁর মেজাজ খানিকটা বুঝতাম বলেই নয়, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও বোধ করিনি। সেই বাড়িতে চারটে ঘর, বেশ হাত-পা ছড়িয়েই থাকা যেত। কিন্তু বাবা সঙ্গে থাকত না বলে ওই পরিসর মাঝেমাঝে কেমন যেন সংকীর্ণ ঠেকত আমার।

আজ ঘরে পা দেওয়ামাত্র আরও বেশি করে ঘুপচি ঠেকবে ওই প্রশস্ত আস্তানা, সে আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছিলাম। আমার ভয়ানক ইচ্ছে করছিল একবার বাবার কাছে যেতে। ওই যে ছবিটা জয়ন্তী সরকারকে দিয়ে এলাম, ঠিক সেরকম আর একটা ছবি বাবার হাতে তুলে দিতে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করতে, আলোর আর এক নাম কি রবীন্দ্রনাথ?

যমে-মানুষে

বাড়ি এসে যখন পৌঁছালাম তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে। আশ্চর্য নিস্তব্ধ মনে হল বাড়িটাকে। আওয়াজ নেই এতটুকু। সদর দরজায় তালা দেখে বুকটা ধক করে উঠল, আর তখনই ভুজিয়ার মাকে সামনে দেখতে পেলাম।

ছেলে ছোটবেলায় কোন বাড়ির কৌটো খুলে ভুজিয়া খেয়ে নিয়েছিল সেই অপরাধে কেবল কাজই চলে যায়নি হতভাগিনীর, আজীবনের জন্য নাম হয়ে গিয়েছিল, 'ভুজিয়ার মা'। সেই ভুজিয়ার মা আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, এত বেলা অবধি কোথায় ছিলে বাবু? মাকে তো ওরা নিয়ে গেল।

আমি থম মেরে গেলাম কথাটা শুনে। সকাল থেকে যে ভাবের জগতে বিচরণ করছিলাম সেই জগৎ কাটা ঘুড়ির মতো ভোকাট্টা হয়ে পড়ল এসে পায়ের তলায়। গান দিয়ে রুটি খাওয়া যায় না, গায়িকাকে মা বলে ডাকা যায় না, এই সত্য যেন ছুঁচের মতো ফুটতে লাগল সর্বাঙ্গে।

-এমন টান উঠেছিল মায়ের, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল। মনে হচ্ছিল যেন এক পলে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে খাঁচা ছেড়ে। তোমার ভাইকে ফোন করে ডেকে আনা হল তখন। ওই ভুজিয়াই ফোন করল তার আপিসে।

-কী করল সে ফোন পেয়ে?

- বাড়ি এসেই তেড়ে গালাগালি দিল তোমাকে। বলল যে শুধু বয়সেই বড়, কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই। আরও বলল যে সারাদিন কেবল বাউন্ডুলের মতো ঘুরে বেড়াও তুমি, বাড়ির কোনও প্রয়োজনেই লাগো না। তাই...

-তাই কী?

তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত বাড়ি থেকে। ভুজিয়ার মায়ের গলা কেঁপে গেল, ভাইয়ের দাদাকে বলা কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে।

-তা সেরকম হলে বের করে দেবে। আমি তোমার ঘরে চলে যাব। তুমি থাকতে দেবে না আমাকে? হেসে ফেললাম, মনের ওই অবস্থাতেও।

-তামাশা কোরো না বাবু, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যাও। আমি শুধু মায়ের জন্য নয় তোমার জন্যেও রামজিকে ডাকছি। মায়ের কিছু হয়ে গেলে সবাই যে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। ভুজিয়ার মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে উঠল।

আমি ওর ওই কান্না দেখে কৃতজ্ঞ হবার পাশাপাশি আতঙ্কিতও হচ্ছিলাম। কিন্তু তখন আতঙ্কের আতঙ্কে ঘরে বসে যাওয়ার অবস্থা নয়। তাই ঘরে ঢুকে চোখেমুখে একটু জল দিয়েই আবার বেরিয়ে গেলাম পথে।

আমাদের হাসপাতাল মানে মাড়োয়ারি হাসপাতাল, ছোট-বড় যার যা রোগ হোক ওখানেই ভর্তি করা হত সকলকে। গরিব-বড়লোকের ব্যাপার নয়, আমার ঠাকুরদাও অসুস্থ হয়ে ওখানেই ভর্তি হয়েছিলেন। হ্যাঁ, ইদানীং বিরাদরির বেশ কিছু পয়সাওলা, অল্প কিছু হলে বা না হলেও, ক্যামাক স্ট্রিট কিংবা আলিপুরের বিলাসবহুল নার্সিংহোমে গিয়ে বিছানা নেয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা কত আর? অধিকাংশের ভরসা ওই এক এবং অদ্বিতীয় মাড়োয়ারি হাসপাতাল। সেখানে এসে যখন শুনলাম যে মা ওখানে নেই বুকটা চুপসে গেল একেবারে। তবে কি আমাকে সারাজীবনের জন্য দোষী করে দিয়ে পরপারে চলে গেল মা?

যন্ত্রণার চাইতেও বড় অনুভূতি বোধহয় ভয়। সেই ভয়ের সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ না করেই আমি চোখ বন্ধ করে দেখতে পাচ্ছিলাম, ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে চাবুকপেটা করা হচ্ছে আমাকে। আর চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমারই ছোট ভাই কৃপাশঙ্কর।

চোখ খুলতেই দেখলাম, স্কুলে আমার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়া অজিত জালানকে। শেয়ার মার্কেটে কম মূল্যের শেয়ারকে বেশি টাকায় বিক্রি করার অভিযোগে ওর বাবাকে যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি বোধহয় ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেই সময় অজিতকে স্কুলে সবাই 'জালিয়াতের ছেলে' বলে ডাক দিত। কিন্তু অজিত সেই ব্যঙ্গ তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলত, "জালিয়াতের ছেলে জালিয়াত/ করবে দেখো বাজিমাত।" তারপর ওর বাবা একদিন ছাড়া পেয়ে গেল জেল থেকে, কটন স্ট্রিটে নতুন বাড়ি কিনল ওরা; যারা 'জালিয়াত' বলত তারাই জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল।

অজিত আমাকে দেখে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে বলল, তোর মাকে চিৎপুরের ফ্যান্টাসি 'নার্সিংহোম'-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তুই তাড়াতাড়ি ওখানে যা।

- নার্সিংহোম'-এ ভর্তি করা হল কেন মাকে?

-এখানে বেড পাওয়া যাচ্ছিল না। মাটিতে শুইয়ে রাখবে নাকি?

মাড়োয়ারি হাসপাতালে মাড়োয়ারির জন্য বেড নেই? আমি বিস্মিতর চাইতে বেশি

-তোর ভাই তো বলল যে তুই নাকি বেলা ন'টায় ওষুধ নিয়ে ফিরবি বলে বেলা বারোটা অবধি ফিরিসনি। যা দেরি হয়ে গিয়েছিল তাতে তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে বিরাট বিপদ হয়ে যেতে পারত।

কথাটা ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে তবে এর মধ্যেই? অবশ্য অমন লক্ষ্মণের মতো ভাই থাকলে ছড়াবে নাই বা কেন? কিন্তু দোষ কেবল ভাইয়ের নয়। এটা তো ঘটনা যে আমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই মাকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে হয়েছে।

অজিত আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, কোনও চিন্তা করিস না, ওই নার্সিংহোমে দারুণ চিকিৎসা হয়। আমাদেরও শেয়ার আছে ওখানে, কোনও প্রবলেম হলে তুই আমাকেই বলবি সরাসরি।

আমি শিউরে উঠলাম। চিৎপুরের ওই নার্সিংহোমের অংশীদার বলেই অজিত, মাড়োয়ারি হাসপাতাল থেকে রুগি ধরতে এসেছে। যাদের-যাদের বোকা বানাতে পারবে তাদেরই ঠেলে দেবে নিজেদের খাঁচার দিকে।

পথনির্দেশ নিয়ে ওই ফ্যান্টাসি নার্সিংহোম-এর দিকে এগোতে এগোতে আমার মনে হল জয়ন্তীর বাবা-কাকাদের মতো সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনই ঠিক নয়, গোটা সম্প্রদায়ের গর্বের প্রতীক ওই হাসপাতালের শিকড় তলায় তলায় কেটে দিয়ে নিজেদের ব্যবসা বাড়ানোর ফন্দি। এই যে কোনও পরিস্থিতিতে টাকা আয় করার নেশাটাকে ত্যাগ করানোর জন্যই একজন মহাপুরুষের দরকার। আর সেই মহাপুরুষ কে হতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া, অসংবেদনশীল আরাধনা থেকে পরহিতে জীবন বিলোনো জয়ন্তী কিংবা ওই পুলিশের ভ্যানে উঠে যাওয়া মোহিত অবধি যাকে আঁকড়ে রেখেছে?

(চলবে)

প্রিয়সী বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণি, গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুল, দিনহাটা।

সুতপা বর্মন, পঞ্চম শ্রেণি, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল

অভ্র ভট্টাচার্য, দ্বাদশ শ্রেণি, শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়।

তিয়েশা ভক্ত, চতুর্থ শ্রেণি, শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর।

শ্রেয়ান দেব, চতুর্থ শ্রেণি, পাঠভবন, শিলিগুড়ি।

পাঠকই যখন কভার স্টোরির লেখক

জীবন যখন আনন্দ

জীবনানন্দ দাশের ১২৫তম জন্মদিন গেল শনিবার। এই উপলক্ষ্যে পরের রবিবার রংদার রোববার কভার স্টোরির বিষয়- জীবন যখন আনন্দ। এবার লিখবেন শুধু পাঠকরাই। জীবনের আনন্দ এখন আসলে কোথায় কোথায় লুকিয়ে? ১৫০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠান।

ই-মেল ubsrobbar@gmail ইউনিকোডে ডক ফাইলে, হোয়াটসঅ্যাপ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭

প্রজ্ঞাসুন্দরীর হেঁশেলভাষা

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

ভাষা দিবসের প্রেক্ষাপটে রান্নাঘরের ভাষায় স্মরণ করি ঠাকুরবাড়ির প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকে। মনে পড়ে তাঁর হেঁশেল পারিপাট্য ছাড়াও রান্নাঘরের বিশেষ সুললিত ভাষা চয়ন। তিনি ওয়ার্ডস্মিথ, যিনি ভাষা নিয়ে হাতের তালুতে জাগলিং করে গিয়েছেন অবলীলায়। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষিতার বইতে সেসব ভাষা মস্তিষ্ক উদ্ভূত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিহ্বার অলংকার। পলান্ন বা পোলাও রাঁধতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে নানাবিধ কুচোনো ড্রাই ফ্রুটসের সে ভাতের 'সোহাগ' উৎপাদন।

পোলাওয়ের সঙ্গে ড্রাই ফ্রুটসের এমন আদুরে সম্পর্ক চিরন্তন বলেই না তার সোহাগটা ঠিক কী তা বোধগম্য হয়। পোলাওয়ের তিন রকম গরম মশলা তাঁর ভাষায় আঁখনি, ফাঁকি আর চালমাখা মশলা। আঁখনি মশলা পাতলা কাপড়ে বেঁধে জলে ফুটিয়ে পোলাও রান্না হয়। ফাঁকি মশলা হল সেই মশলাকেই মিহি করে গুঁড়ো করে পাতলা কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া আর চালের সঙ্গে মাখা হয় 'চালমাখা মশলা'।

তাঁর মতে, 'অনুপানের গুণে যেমন ঔষধির গুণ হয়, সৈন্যের গুণে সেনাপতির খ্যাতি বর্ধিত হয়, সেইরূপ আনুষঙ্গিক খাদ্যের গুণে প্রধান খাদ্য সমধিক রুচিকর হইয়া ওঠে।' তাই বুঝি মেইনকোর্স 'মাংসের হুশনি কারি' র সঙ্গে আজকের সাইড ডিশ 'স্মোকড হিলশা'কে 'ধূম পক্ক ইলিশ' নামেই মর্যাদা দিয়েছেন তিনি।

তিনি যে একাধারে সিদ্ধহস্ত রন্ধন গবেষক আর যুগপৎভাবে বাংলা ভাষার কারুকাজে দক্ষ শিল্পী। অভিনব ভাষাশৈলীর জন্যই বুঝি তাঁর রান্নার বইগুলি এতই সুখপাঠ্য।

রান্নাঘরে পাঁচমিশালি আনাজপাতি দিয়ে ঘ্যাঁট বা চচ্চড়ি প্রজ্ঞাসুন্দরীর ভাষায় 'হাব্ জা-গোব্ জা' অর্থাৎ হাবিজাবি আনাজপাতি দিয়ে প্রস্তুত তরকারি। এই চচ্চড়িই আবার চৈতন্যভাগবতের কথাকারের ওড়িশার ভাষার 'নাফরা' বা 'লাফরা' যা আমাদেরই পাঁচমিশালি 'লাবড়া'র অনুরূপ। এভাবেই বাংলা ভাষার বিবর্তন। সেকালে গৃহস্থের সংসারে অনেক পাত পড়ত তাই একটা জবরদস্ত পাঁচমিশালি চচ্চড়ি আয় দিত সবার পাতে ভাগ করে দেবার কারণে। মঙ্গলকাব্যের শশশরির আধুনিক রূপান্তর এমন চচ্চড়ি প্রজ্ঞাও রেঁধেছেন বটে যা তাঁর বইতে পুনকো শাকের শশশরি। সে যুগের প্রজ্ঞার মতো সুরাঁধিয়ে গৃহিণীদের চচ্চড়িবিলাসের অন্যতম প্যারামিটার ছিল প্রতিটি সবজির মাপ এবং সুচারু হস্তে তা কেটে নেওয়া। বাংলা ভাষার দ্বারস্থ হয়ে প্রজ্ঞা সে আনাজের কোনওটি ফালাফালা, ডুমাডুমা, কুচিকুচি তো কোনওটা ঝিরিঝিরি আবার কোনওটি একফালি চাঁদের মতো... এসব নিদিনিক্ষিতে লক্ষ রেখেছেন। ভাষার মিষ্টতায় এসব শব্দবন্ধ আজও জিন্দাবাদ। এটাই আমাদের মাতৃভাষার পরম্পরা।

ধনে, জিরে, শুকনোলংকা, গোলমরিচ এইসব মশলাকে শুকনোখোলায় নেড়ে নেওয়া বা কাঠখোলায় ভাজা মডিউলার কিচেনের ড্রাই রোস্ট যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর মতে 'কাঠখোলায় চমকান'। আর সামান্য তেলে ফোড়ন দিয়ে কুচোনো আনাজপাতি দিয়ে কম আঁচে জলছাড়া চিরপরিচিত ছেঁচকি রান্নার নাম 'হেলানি'। বিশ্বায়নের মাতাল হাওয়ায় আট থেকে আশি, সবার মুখে যা স্টারফ্রাই। তিনিই সে যুগের ভোজসভায় মেনুকার্ডের নামকরণ করেন 'ক্রমণী'। যেখানে স্থান পেত একে একে তাঁর উদ্ভাবিত সব নিত্যনতুন রেসিপি। শিল্পবোধ ও নামবৈচিত্র্যে আজ তা ভাঙিয়ে মহার্ঘ হোটেলের শেফেরাও তাক লাগাচ্ছেন বৈকি। 'ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটলের' মতো সেসব পদ উপকরণ বৈচিত্র্যে আর পরিবেশনের অভিনব কায়দায় সমাদৃত। ডুমুরের কুর্কিট, পটলপূরণ ভাজা, কাঁচা তেঁতুলের ফটকিরি ঝোল যে যথাক্রমে ডুমুরের চপ, পটলের দোলমা ও হাতঅম্বল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ হল বাংলা ভাষার ভাণ্ডারের বিবিধ রতনের মাহাত্ম্য।

রান্নায় আলগোছে জলের ছিটে দেওয়া বা 'আছড়া' আর রোদে শুকোনো ফালাফালা কাঁচা আমকে 'আমসি' তিনিও বলতেন আমার ঠাম্মার মতো। রান্নায় একচিমটে বা 'টুসকি' হিংয়ের মতো বুড়ো আঙুল, তর্জনি আর মধ্যমায় নেওয়া সামান্যতম উপাদান যে এক 'চুটকী' আর প্রজ্ঞাসুন্দরীর পোলাও তে 'এক গিরা' জল যে আমার দিদার 'তিন আঙুল' সমান সেও তো আমাদের রান্নাঘরের মায়ের ভাষা থেকে ধার করা। সেঁকা পাউরুটিকে 'রুটিতোষ' বলতে আমিও শুনেছি ঠিক যেমন বলা হত উত্তর কলকাতার ঠাকুরবাড়িতে।

বাংলার মেয়ের অসমের বেজবড়ুয়া পরিবারে বিবাহসূত্রে রান্নাঘরের তাকবাকও চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল বৈকি। সৌজন্যে আহামরি বাংলা ভাষা। বাঙালির আদি অকৃত্রিম সুক্তুনির রঙ্গমঞ্চে আনাজপাতির তেলে 'সন্তলন' 'সাঁতলানো বা ঘিয়ে 'সম্বরা' এসব যেমন আমাদের ভাষার অভিজাত অহংকার ঠিক তেমন বাংলার চালাঘরে অভাবী রাঁধিয়ের অহংকার কাঁটা দিয়ে লোহার কড়াইতে ডালে ঘুঁটে 'ছুঁকে' দেওয়া। কোথাও আবার অড়হড় ডালে হিংয়ের 'স্ফোটন' চলতিকথায় 'ফোড়ন' প্রজ্ঞার মুখে চুটপুট হয়ে ফিরেছে। এহেন মধুর জাগলিং নানান জিভের দয়ায় লালিত হয়ে আরও সুললিত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়িতে উনিশ শতকের 'দ্বারকানাথ ফির্নিপোলাও', 'রামমোহন দোলমা পোলাও', 'কবিসম্বর্ধনা বরফি' এসব রহস্যময় পদের অদ্ভুত নাম উদ্ভাবন করেছিলেন প্রজ্ঞাসুন্দরী। শুধু সেসময়টাকে ধরে রাখবেন বলে। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, কবির ভাইঝি যে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে এমন সব জিভ জড়ানো শব্দবন্ধের আবিষ্কার করবেন সেটাই স্বাভাবিক। মাতৃভাষা নিয়ে এমন জাগলিং আজ বড় দেখি না। এখন ফিউশনের ঝোড়ো হাওয়ায় উদ্বায়ী এক ভাষাসংকট। টলোমলো এক গুরুচণ্ডালি শব্দসংকরের যুগ। রবিঠাকুর তো দিয়ে গিয়েছিলেন সেই ব্যাটন তাঁর উত্তরসূরিদের হাতে। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই বাংলাভাষার ঠিকঠাক ধারক ও বাহক আর হতে পারলাম কই? বর্তমানের উদার পণ্যসংস্কৃতির জোয়ারে বানভাসি বাংলাভাষা বেঁচে থাকুক প্রজ্ঞাসুন্দরীর হেঁশেলের তরিজুত নিয়ে।

আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না

ছোটগল্প

কাকতাড়ুয়া

উমা মাজী মুখোপাধ্যায়

আঁকা : অভি

তিনধারিয়া থেকে নামার সময় সমরেশ লক্ষ করে পাহাড়গুলো ক্রমশ ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে। একদম ফাঁকা কোনও গাছ নেই। গাছ কেটে কেটে সাফ করে দিয়েছে পাহাড়গুলোকে। হঠাৎ একটা দৃশ্য খুব প্রভাব ফেলে সমরেশের অবচেতন মনে। একটা ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় একটি কাকতাড়ুয়ার মূর্তি একা জেগে আছে। কোনও মানে হয়! কে লাগাল ওই কাকতাড়ুয়ার প্রতিমূর্তিটি! কেন? ওখানে কি কোনও ফসল লাগিয়েছিল কেউ! কালো হাঁড়ি মাথায় দু'হাত ছড়িয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে কাকতাড়ুয়াটি- নিঃসঙ্গ!

শিলিগুড়িতে জ্যাম ঠেলে নামতে রাত আটটা বেজে যায়। ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নেয়। সোফাতে বসে টিভির সুইচ অন করে খবর দেখতে থাকে। ময়না চা করে ফ্লাস্কে রেখে গিয়েছে। এক কাপ ঢেলে চুমুক দিতে থাকে। এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। সোমার ফোন -

দার্জিলিং থেকে ফিরেছ ?

হ্যাঁ

কখন ফিরলে ?

আটটায়।

খেয়েছ?

না! এখনও খাইনি। ময়না রান্না করে ফ্রিজে রেখে গিয়েছে। মাইক্রোওভেনে গরম করে খাব এখন। একটু বসি! আবার দশটা থেকে এমডির সঙ্গে টেলিকনফারেন্স আছে। খেয়ে নিও কিন্তু! বেশি রাত কোরোনা। বাই দ্য ওয়ে, তৃষ্ণার্তর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছ সারাদিনে।

না! ফোন করেছিলাম। ধরেনি। বোধ হয় অনলাইন ক্লাসে ব্যস্ত!

শিলিগুড়িতে জ্যাম ঠেলে নামতে রাত আটটা বেজে যায়। ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নেয়। সোফাতে বসে টিভির সুইচ অন করে খবর দেখতে থাকে। ময়না চা করে ফ্লাস্কে রেখে গিয়েছে। এক কাপ ঢেলে চুমুক দিতে থাকে। এমন সময় ফোন বেজে ওঠে।

হ্যাঁ, ওর আজ অনলাইন ওয়েবিনার ছিল। জানো ও বলছিল খুব মিস করছি তোমাদের। হস্টেলের খাবার খেতে খেতে বোর হয়ে যাচ্ছি। বাড়ি ফিরে তোমার হাতের রান্না খাব মা! তোমার সময় কোথায় রান্না করবার? মার্চে আসবে - তখন তোমার ব্যাংকের ইয়ার এন্ডিংয়ের চাপ। ও অলকা যা রান্না করে তাই খেতে হবে। না হলে রেস্টুরেন্ট থেকে আনিয়ে নিও! ওকে, গুডনাইট !

টেলিকনফারেন্সের সিগন্যাল বেজে ওঠে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সেলস ম্যানেজারদের কনফারেন্স। সমরেশ নর্থ-ইস্ট জোনের সেলস ম্যানেজার। এই বহুজাতিক কোম্পানিটি শিলিগুড়িকে বেস করে নতুন বাজার ধরতে চায়- ফ্রিজ, টিভি, এয়ারকন্ডিশন মেশিন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি গ্যাজেট। ভালোভাবে বাজার দখল করতে পারলে সমরেশ ডাইরেক্টর অফ মার্কেটিং পোস্টে পদোন্নতি পাবে। তাই যেতে হবে- আরও যেতে হবে ইগলের মতো ডানা বিস্তার করে-কীভাবে এই কোম্পানির গ্যাজেট মানুষের ঘরে পৌঁছানো যায়!

কনফারেন্স শেষ হতে রাত বারোটা বেজে যায়। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বারান্দায় দাঁড়ায়। শিলিগুড়ি রানির মতো আলোর চুমকি দেওয়া শাড়ি পরে রাত জাগছে। তবু সমরেশের বড় নিঃসঙ্গ লাগছে। ফ্রিজ থেকে ঠান্ডা বোতলের জল গ্লাসে ঢেলে খায়। অবচেতনে কাকতাড়ুয়ার ছবিটা মাঝে মাঝে হানা দিচ্ছে! কেন! এত ন্যাড়া পাহাড়ের মাথার উপর নিঃসঙ্গ কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক!

তৃষ্ণার্তর জন্য বুকটা ভারী হয়ে ওঠে! সোমার জন্যে! তাদের একমাত্র সন্তান তৃষ্ণার্ত! আজ বেঙ্গালুরুতে ক্রাইস্ট কলেজে বায়োটেক অনার্সে চান্স পেয়েছে! কত কষ্ট করে প্রাইভেট স্কুলের পড়াশোনার খরচ চালাতে হয়েছে তাদের দুজনকে - তাকে ও সোমাকে। সমরেশ তখন কলকাতার এক ইন্ডিয়ান কোম্পানির সেলস ম্যানেজার আর সোমা একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কেরানি। অনেক কষ্ট করে হোম লোন নিয়ে সোমা সল্টলেকের সি-ব্লকে একটি ফ্ল্যাট কেনে। তারপর তৃষ্ণার্তকে তিলতিল করে বড় করে তোলা! সোমা বিধাননগর ব্রাঞ্চে একজন সাধারণ ক্লার্ক। পদোন্নতি নেয়নি- পাছে বাইরে যেতে হয়। তাহলে বাড়ির শেকড়টাই উপড়ে যাবে যে!

সোমা তৃষ্ণার্তকে কিছুতেই সাউথে পাঠাতে চায়নি। কিন্তু কলকাতায় প্রাইভেট কলেজগুলো তেমন নাম করেনি আর সরকারি কলেজে ভরসা নেই! সোমা খুব মিস করে তৃষ্ণার্তকে!

সমরেশের ঘুম আসছে না। একদিকে তাঁর রাইভাল প্রীতম পালকে তার ভয় করছে। অন্যদিকে ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্তি। কতদিন তৃষ্ণার্তকে বুকে জড়িয়ে ধরেনি, ছুটি নিয়ে দেখতে যায়নি! সোমাই ছুটি নিয়ে ছেলেকে দেখতে গিয়েছিল।

তিনজন তিনটে দ্বীপে রাত জাগছে! কোনওদিন আর এই তিনটে দ্বীপ একত্রে মিলিত হবে না। সমরেশ ছুটছে সেলস ডিরেক্টর হওয়ার জন্যে আর তৃষ্ণার্ত এখন থেকেই কেরিয়ার সচেতন - কীসব পরীক্ষা দিয়ে বিদেশে গবেষণা করতে চায়!

বাইরের বারান্দা থেকে কার্সিয়াংয়ের টাওয়ারের আলো দেখা যাচ্ছে! সমরেশ কাকতাড়ুয়ার প্রতিকৃতিটি ভোলার জন্য সিগারেট ধরায়।

বড় নিঃসঙ্গ বড় নিঃসঙ্গ বড় নিঃসঙ্গ! প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধরে রাখতে হলে মানুষকে বড় নিঃসঙ্গ হতে হয়। তবু উপায় নেই থামার। ছুটতে হবে ছুটতে হবে। শেষ যেখানে থামতে হবে সেখানে চরাচরWজুড়ে নিঃসঙ্গতা – ওই ন্যাড়া পাহাড়ের মাথার উপর কাকতাড়ুয়ার মতো নিঃসঙ্গ।

কবিতা

একুশে ফেব্রুয়ারি
দাউদ হায়দার

আমার বাংলায় কে বাজায় ডমরু-বজ্রস্বর?
-এক আবর্তনে ছিঁড়ে যায় ত্রিকালের
মহা-অভিশাপ। পাষাণ পৃথিবী জাগে, ঘাত-প্রতিঘাতে
সাতবোন চম্পা আমার
আপন ভাস্বতী।

কোথায় পালাবে তুমি? তোমার প্রচ্ছদে এ-বাংলাদেশ
রক্তিম-উদ্ভিদ। অমোঘ সন্তান যারা
এখনও ধরে আছে হাল। নগ্ন নিশান ওড়ে
সারা দেশময়। আকাশ বজ্রগর্ভ। বাতাসে
বারুদ গন্ধ। দিকদিগন্তে গণবিস্ফোরণ,
তুমুল প্রলয়।

এসো, আরক্ত-স্বদেশে বুনি
আতপ্ত প্রাণের বীজ। এসো,
সংহতির গানে-গানে ধ্রুবপদে বাঁধি আ মরি বাংলা ভাষা
বিশ্বতান।

আমার মুক্তি আলোয়-আলোয় একুশে ফেব্রুয়ারি।

ক খ গ বর্ণমালা
আফরোজা ইয়াসমিন

বোবা কি হয়েছিস আজ
চুপচাপ শ্রোতা হয়ে
মেরেছিস ডুব জলের তলে
আয় নিয়ে বর্ণ ক খ গ
তুলে নিয়ে ডাঙাতে চ
ছুড়ে দি আরও চ ছ জ

পাবে ভাষা বাংলা বোবা
নতুন স্বাদ মুখে পুরে।

ভাষা অনুভব
রণজিৎ দেব

নীচে অথই জল তীব্র স্রোত
দাঁড়িয়ে আছি
মাখলা বাঁশের সাঁকো
বড়ই নড়বড়ে

দিগন্তের ওপার থেকে
পাহাড়ের খাদ উপখাদ থেকে
ছোট্ট ছোট্ট চালা-ঘর থেকে
শব্দ-ধ্বনি উঠে আসে
ঢেউয়ের পর ঢেউ
নড়বড়ে সাঁকোটা দুলছে তো দুলছেই

মন্থর পা আমাদের
ধীর পায়ে হাঁটি
পার হতে হবে নদী
আঁধার ঘিরে আছে সমস্ত জগৎ

নিজের কাছে আরও কিছু চাইছ বুঝি-
আ-মরি বাংলা ভাষা!
নিজস্বতা হারিয়েছ অনেক আগেই
অন্ধকার হতে অল্প-স্বল্প বাকি

পায়ের নীচে মাখলা বাঁশের সাঁকো
বড়ই নড়বড়ে
দুলছে তো দুলছেই

তীব্র বেগে উঠে আসে স্রোত-ধ্বনি
কান পেতে শুনি

একুশের ফুল
রুমি নাহা মজুমদার

ওই যে দেখছ
গাছে গাছে ফুটেছে একুশের ফুল
ওই তো ওইখানে
ডালে ডালে কুঁড়িসব মেলেছে দল।
মাথা উঁচু করে গাইবার দিন এখন
বর্ণমালা ছেয়ে যায় দিগন্তে -
আকাশে এখন আগুন রং
আর ঘুমিও না
দেখতে পাচ্ছ বরকত জব্বার
ওঠো জাগো!
মাটি ফুঁড়ে উঠেছে আকাশের দিকে
তোমার আমার বাংলা ভাষা
রক্তে ভেজা বীজ থেকে
যে ভাষা গাছ হয়ে জেগে ওঠে
তার গায়ে সোহাগ রাখি
পরম মমতায়
ছন্দ আঁকি বোল কাটি
প্রাণের ধারা।

বাড়িটি
সুশীল মণ্ডল

পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় বাড়িটি ঘুমায়
শিল্পের ইজেলে আঁকা এ বাড়িতে
মেঘমল্লার ঝরে।
অখণ্ড সম্পর্কের বহ্নিশিখা
বাড়িটির শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে

বসন্তরঙা আবির।
বাড়িটির এক জীবন বয়স
ছুঁয়েছে দাম্পত্যের তন্ময় সাধনা
কখনও শোকে কখনও গানের অভিযাত্রায়।

বাড়িটির ক্ষতদাগ একটি অনন্য অধ্যায়।

ডাক বাবু
সঞ্চিতা দাশ

এখন জয়ন্তীর হাটে কোলাহল ওঠে,
পর্যটকের ঢল নামে হোমস্টেগুলিতে,
জারুল পলাশের ফাঁকে পায়ে পায়ে
এখনও দূরান্তে হেঁটে যায় প্রান্তিক মানুষ।

তির তির করে বয়ে চলে তন্বী নদী
স্তিমিত জলোচ্ছ্বাসে স্মৃতির আকর,
পুকরি আঁধার ছায় তিন পাহাড়ের গায়,
বনবাংলো ছুঁয়ে চাঁদ ওঠে আকাশে।

হাটের অদূরে একখণ্ড পাথুরে জমি
একসময় ওইখানে ছিল ডাকঘর,
ছিল এক ডাককর্মী; বস্তি মহলে
সবাই চিনত তাকে ডাক বাবু বলে।

বদলে গেছে সব, বদলে গেছে যাপন চিত্র,
নতুন প্রজন্ম জানে না এসব; বস্তি বুড়ো জানে -
ডাক বাবু আর পুরোনো চিঠির গন্ধ মেখে
একা ওই ডাকবাক্স লাল ঝুলছে কতকাল!

সম্পর্ক
সুবীর সরকার

এই যে গাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে বেড়াল!
এই যে ভেঙে যাওয়া সম্পর্কের কাছে ভাদ্র মাসের
দুপুর!
যে মানুষ মৃত হয়ে শুয়ে থাকে
তার মুখের ওপর কেবলই ঝুঁকে পড়ি
কোথাও শূন্যতা থাকে
শূন্যতা গান হয়ে বাজে
সম্পর্ক ভেঙে যায়, পড়ে থাকে হাসির
শব্দ।

পরাজয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা
অদীপ ঘোষ

এতদিন গেল তবু ঘর হয়ে ওঠেনি অরণ্য
অথবা আকাশটাকে আমার
নিজের করে ভাবতে পারিনি
যতক্ষণ জেগে থাকি সামনেই
বসে থাকি অনর্গল আমি
অবিকল গাছের পাতারা
যারা বৃক্ষ কখনও দেখিনি
সীমানা বাড়াতে গেলে আত্মশ্রাদ্ধ নিবিড় জরুরি
ভোলা হয়ে ঝোলা রেখে নদী হতে হবে
উদাসীন হাওয়া যার
কোনও ভূগোল বা ইতিহাস নেই
আমিও নিজের লাশ কাঁধে নিয়ে মাঝেমাঝে হাঁটি
নিরীহ আড়াল থেকে সেই দৃশ্য দেখি।

রতিমঞ্জরীদের আহ্বান ভালো থাকুন, প্রেমে থাকুন

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা আর রাশিয়া একসুরে শিলিগুড়ি ইসকনে আয়োজিত কীর্তনমেলায় শান্তির বার্তা দিচ্ছে। এই মেলায় আমেরিকা থেকে আগত অখিলেশ দাস ও রাশিয়া থেকে আগত রতি মঞ্জরী দেবী দাসীর 'রাধে রাধে গোবিন্দ, গোবিন্দ রাধে' সুরে বিভোর ভক্তরা।

একজনের হাতে হারমোনিয়াম, আরেকজন খঞ্জনি বাজিয়ে গান করছেন। এবারই তাঁদের শিলিগুড়িতে প্রথম আসা। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন সুইৎজারল্যান্ডের জাহ্নবী দেবী দাসীও। তাঁদের কথায় বারবার উঠে আসছিল বিশ্বশান্তির কথা।

নিজের দেশকে বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে উত্তেজিত দেখে দিশেহারা রতি মঞ্জরী বলেন, 'হরিনাম নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে শান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন। রাশিয়া ও ইউক্রেনে যুদ্ধ পরিস্থিতি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তবে হরিনাম গ্রহণের পর আমি নতুন

শিলিগুড়ির ইসকনে আমেরিকা, ইউক্রেন ও রাশিয়ার একসুর

দিশা পেয়েছি। তাই সবার মধ্যে ভালোবাসা ও ঐক্য বজায় থাকুক তাই চাই।'

আমেরিকার মতো দেশে সমস্ত সুযোগসুবিধা ও উন্নত জীবনযাপনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেন হরিনাম গ্রহণ? এই প্রশ্ন শুনেই অখিলেশ দাস চটজলদি বললেন, 'ফর পিস, ফর ইনার হ্যাপিনেস'। তিনি এও বলেন, 'আমি ও আমার অন্য সাথিরা কেউ আমেরিকার, কেউ ইউক্রেনের, কেউ সুইৎজারল্যান্ডের। সবাই যখন আমরা একসঙ্গে হরিনাম গান করি তখন আর দেশ, রাজনীতি আমাদের ভাবিয়ে তোলে না। আমরা একে অপরের সঙ্গে ভগবানের পথে চলে অনেক ভালো আছি। তাই আমাদের দেশ সহ গোটা পৃথিবীকেই অনুরোধ, যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে শান্তির পথে চলুন।'

এই শান্তির খোঁজে শুধু যে বিদেশিরাই এদিন ইসকনে আসেন তা নয়, কীর্তনমেলায় গা ভাসাতে শহর সহ শহরতলির বহু মানুষের সমাগম হয়।

ইসকনের জনসংযোগ অধিকর্তা নামকৃষ্ণ দাসের কথায়, 'প্রথম দিনেই সাধারণ মানুষের এত উৎসাহ ও সমাগমে আমরা আপ্লুত। কাল ও পরশু দু'দিনই সারদিন চলবে কীর্তন। বিদেশ থেকে আগত ভক্তরা এবার মূলত বিশ্বশান্তির বার্তা দিচ্ছেন কীর্তনের মধ্য দিয়ে।'

ইসকনের উদ্যোগে আয়োজিত কীর্তনমেলায় আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন গীতা দাস, সুপ্রিয়া সরকারের মতো অনেকেই। এরমধ্যে বিদেশিদের গলায় গান যেন মেলাকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যায়।

শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে কীর্তনের আসরে দেশি-বিদেশি ভক্তরা। শনিবার। –সংবাদচিত্র

আজ শহরে

- নর্থ বেঙ্গল আর্ট অ্যাকাডেমির আয়োজনে অঙ্কন কর্মশালা। বেলা ৪টা থেকে শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে
- উত্তালের প্রযোজনায় নাটক 'জমিদার দর্পণ'। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শনিবার সকাল পর্যন্ত)

মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	১৫
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১০
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	৫
এবি নেগেটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১৬
ও নেগেটিভ	-	২

শিলিগুড়ি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৮
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	৩
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১০
ও নেগেটিভ	-	০

ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০

বিয়ের আগে মৃত্যু নিয়ে তদন্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মার্চের ১১ তারিখেই ছিল বিয়ে। চলছিল প্রস্তুতিও। পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার ব্রিজকুমার পাসোয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে কি বিয়ে সংক্রান্ত কোনও বিষয় লুকিয়ে রয়েছে? পরিবারের সদস্যরা অবশ্য তা মানতে নারাজ। ব্রিজকুমারের দাদা পঙ্কজ পাসোয়ানের বক্তব্য, 'আমরা মেয়ের ছবি দেখিয়েছিলাম। ভাই তাতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওর অন্য কোনও মেয়ে পছন্দ ছিল কি না, যদিও ও সেরকম কিছু জানায়নি।'

বিয়ে নিয়ে ব্রিজকুমারের মধ্যেও উৎসাহ ছিল বলে দাবি করছে পরিবার। তাহলে হঠাৎ করে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? অন্য কী কারণ রয়েছে, ধন্দে রয়েছে পরিবার। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ইতিমধ্যেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনার তদন্তে মোবাইল ফোনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

নয়া প্রকল্প

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করল পুরনিগম। পুরনিগমের আর্থিক সহায়তায় ২, ৩৮ ও ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবে। পাকা রাস্তা, ড্রেন, পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের মতো প্রকল্প রয়েছে। শনিবার মেয়র গৌতম দেব নতুন এই প্রকল্পগুলির সূচনা করেন।

এনসিসি'র 'সি' সার্টিফিকেট পর্যায়ের পরীক্ষা দিয়ে খুশি পড়ুয়ারা। শনিবার শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হুংকার গৌতমের

বাধা পেলে ফোন করুন আমাকে

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের বাধার মুখে পড়ে ফিরতে হয়েছিল পুরকর্মীদের। সেখবর প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছে পুর কর্তৃপক্ষ। এরকম কোনও নির্মাণ ভাঙতে বাধার মুখে পড়তে হলে সরাসরি তাঁকে ফোন করার নির্দেশ দিলেন মেয়র গৌতম দেব। সেইসঙ্গে পর্যাপ্ত পুলিশ নিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যাওয়ার কথাও বলেছেন মেয়র। সেখানে গিয়ে কোনও সমস্যা হলে সরাসরি তাঁকে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেখানেই থাকুন ফোন পেলে ঘটনাস্থলে চলে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠান চলাকালীনই পুরনিগমের বাস্তুকারদের এই নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিতর্কিত অবৈধ নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে এদিন তেমন কোনও বার্তা দিতে দেখা যায়নি মেয়রকে। শনিবারও বিষয়টি নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'পর্যালোচনা করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের বর্তমান বোর্ডকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের বিরোধিতায় শুক্রবার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে বাধা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পুরনিগম সরাসরি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে যাচ্ছে বলে মানুষের মধ্যে ভাবনা তৈরি হচ্ছে।' আর সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের বক্তব্য, 'পুরনিগম অবৈধ নির্মাণ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস গিয়ে বাধা দিচ্ছে। এভাবে পুরনিগমের কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়বে। আমরা পুরো বিষয়টিতে মেয়রের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।'

শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের পাতি কলোনি এলাকায় শাসকদলের নেতার অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় পুরকর্মীদের। পুরকর্মীদের দেখেই ওই নির্মাণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন তৃণমূলের নির্বাচনি কার্যালয়ে পরিণত হয়ে যায়। ফ্লেক্স, দলীয় ঝান্ডা লাগিয়ে দেন তৃণমূল কর্মীরা। আগাম নোটিশ দিয়ে প্রচুর পুলিশবাহিনী নিয়ে গেলেও শাসকদলের নেতার বাড়ি হওয়ায় ফিরে আসতে হয় শিলিগুড়ি পুরনিগমকে। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিরোধীরা তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডকে একহাত নেয়। এরপরেই পুরো বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট চান গৌতম দেব। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও একাধিক অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ফোন আসে। সেই ফোনগুলি নেওয়ার সময়েই পুরসচিবকে নির্দেশ দেন মেয়র। কোথাও অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হলে পর্যাপ্ত বাহিনী নিয়ে যেতে হবে। এরপর কেউ বাধা দিলে সরাসরি তাঁকে ফোন করতে বলেন।

অন্যদিকে, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা অবৈধ নির্মাণ নিয়েও এদিন ফের টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন আসে। ওই নির্মাণ পুরনিগমেরই এক বরো চেয়ারপার্সনের নিকটাত্মীয়ের। ফোন পেয়েই মেয়র অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সমস্ত তথ্য ওই বরো চেয়ারপার্সনকে পাঠিয়ে দিতে বলেন। মেয়রকে বলতে শোনা যায়, 'ওঁর কাছে সমস্ত তথ্য পাঠিয়ে দাও। ওঁকেই বলতে হবে আমরা কী করব।'

মেয়রের টোটকা

- কোথাও অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হলে পর্যাপ্ত বাহিনী নিয়ে যেতে হবে
- এরপর কেউ বাধা দিলে সরাসরি আমাকে ফোন করুন
- যেখানেই থাকি না কেন, ফোন পেলে ঘটনাস্থলে চলে যাব

দুর্ঘটনায় জখম

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ভোরে কন্টেনার ও ট্রেলারের সংঘর্ষের ঘটনায় কাওয়াখালির রাস্তায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় কন্টেনারটির সামনেটা দুমড়েমুচড়ে যাওয়ায় চালক রাজেশকুমার পাসোয়ান সেখানেই আটকে যান। পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও তাঁকে বের না করা গেলে দমকলে খবর দেওয়া হয়। এরপর গ্যাসকাটারের মাধ্যমে প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টার পর রাজকুমারকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাইরে বের করা হয়। বর্তমানে রাজেশ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তিনি বিহারের ছাপরা জেলার বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে খবর, কন্টেনারটি এদিন ভোর সাড়ে ৪টার দিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দিক থেকে এনজেপি জংশনের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেলারটি উলটোদিক থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় কন্টেনারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রেলারের গায়ে ধাক্কা মারে। ট্রেলারটিতে পাথরবোঝাই থাকায় কন্টেনারটির মুখ একেবারে দুমড়েমুচড়ে যায়। কন্টেনারের চালক তাতে আটকে পড়েন। এদিকে, সংঘর্ষের আওয়াজ পেয়ে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারাও সেখানে হাজির হন। রাজেশকে কন্টেনারের মধ্যে আটকে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেওয়া হয়। এরপর পুলিশের পাশাপাশি দমকলের চেষ্টায় সকাল ৭টার দিকে তাঁকে বের করে আনা হয়। ঘটনায় অবশ্য ট্রেলারের চালক সেরকম কোনও চোট-আঘাত পাননি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

সম্পত্তি কর জালিয়াতিতে নয়া মোড়

ভুয়ো কালেক্টরের হদিস পুরনিগমে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় সম্পত্তি কর জালিয়াতি কাণ্ডে নাম জড়াল আরও এক ব্যক্তির। পুরনিগমের ট্যাক্স কালেকশন বিভাগের কর্মী অভিষেক দে'র নাম আগেই জড়িয়েছিল এই জালিয়াতি কাণ্ডে। এবার প্রাণগোপাল হালদার নামে এক ব্যক্তির নাম জড়িয়েছে। পাঁচ নম্বর বরো এলাকায় এই ব্যক্তির কাছেও সম্পত্তি কর জমা করে প্রতারিত হয়েছেন ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আশিস শূর। গত বছরের নভেম্বর মাসে তিনি বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু এখনও এই প্রাণগোপালের খোঁজই করতে পারেনি পুরনিগম। আদৌ এই নামে কেউ কর কালেকশন বিভাগে কাজ করে কি না তাও জানা নেই পুরকর্মীদের।

পুরনিগম সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ দায়ের করেই কেন ক্ষান্ত পুরনিগম তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই বিরক্ত মেয়র গৌতম দেব। পুরনিগমের লিগ্যাল সেল কী করছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন মেয়র। এরপরেই পুর কমিশনারকে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দেন গৌতম। এদিন তিনি পুর আধিকারিকদের বলেন, 'গ্রেপ্তার করতে বলুন। এফআইআর করে বসে থাকলে হবে না। এসব ফলোআপ করতে হবে।'

জানে না পুরনিগম

- পুরনিগমের ট্যাক্স কালেকশন বিভাগে জালিয়াতি কাণ্ডে অভিষেক দে'র নাম উঠেছে
- এবার প্রাণগোপাল হালদার নামে এক ব্যক্তির নামও এই জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়ল
- প্রাণগোপালের কাছেও সম্পত্তি কর জমা করে প্রতারিত হয়েছেন আশিস শূর
- তিনি বিষয়টি জানালেও এখনও প্রাণগোপালের খোঁজ দিতে পারেনি পুরনিগম
- আদৌ এই নামে কেউ কাজ করে কি না তাও জানা নেই পুরকর্মীদের

শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচ নম্বর বরো এলাকায় সম্পত্তি কর নিয়ে জালিয়াতি করার অভিযোগে অভিষেক দে নামে এক কর আদায়কারীকে আগেই ছাঁটাই করেছে পুরনিগম। অভিযোগ, বেশ কয়েকজনের থেকে হাজার হাজার টাকা তুলে কর জমাই করেননি অভিযুক্ত। উলটে নকল সার্টিফিকেট এবং বিল দিয়ে দিয়েছেন। আর সেই সার্টিফিকেট দিয়ে আবার অনেকের বিল্ডিং প্ল্যানও পাশ হয়ে গিয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমে তিনটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর বাইরে টক টু মেয়রেও একাধিক ফোন এসেছে। এরপরেই পুরনিগমের লিগ্যাল সেলকে বিষয়টি দেখে থানায় অভিযোগ করার নির্দেশ দেন মেয়র। সেইমতো থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত এখনও গ্রেপ্তার হয়নি।

এরই মাঝে শনিবার নতুন করে এক ব্যক্তির নামে টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে অভিযোগ আসে। অভিযোগকারী আশিস শূরের দাবি তিনি প্রাণগোপাল হালদারকে টাকা দিলেও সেটা জমা পড়েনি। এদিকে সম্পত্তি করের প্রথম কিস্তি জমা না পড়ায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে পারছেন না তিনি। এরপরেই মেয়র পুর কমিশনারকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

গেট ভাঙল দুষ্কৃতীরা

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মাঠে ফেলা আবর্জনা সহ নেশার আসর বন্ধ করার জন্য পাঁচিল দেওয়া হয়েছিল। কেউ যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে তার জন্য লোহার গেটও বসিয়ে তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই গেটই উপড়ে ফেলার ঘটনা ঘটল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ মাঠে। নেশার আসর বসানোর জন্যই গেট উপড়ে কিছুটা দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। যাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গোটা ঘটনার তদন্তের দাবিতে খালপাড়া ফাঁড়িতে জেনারেল ডায়ারি করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং বলেন, 'পুলিশের কাছে জেনারেল ডায়ারি করেছি। কারা এইধরনের কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনত কড়া ব্যবস্থা চাই।'

ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনির এই মাঠকে কেন্দ্র করে নেশার আসর বসার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এলাকারই কিছু ব্যক্তি সকাল থেকেই সেখানে নেশার আসর বসিয়ে দেয়। প্রকাশ্যেই বসানো হয় জুয়ার আসর। এরমধ্যেই মাঠটিকে এলাকার একশ্রেণির বাসিন্দা নিজের মতো করে ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। এলাকার যাবতীয় আবর্জনা ফেলার পাশাপাশি দখলদারিও বাড়তে শুরু করে। এরমধ্যেই মাঠে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাড়া দেওয়ার অভিযোগও উঠতে শুরু করে। এসবের জেরে মাঠটিও বিবেকানন্দ মাঠের পরিবর্তে 'কাচরা মাঠ' হিসেবেই পরিচিত হতে শুরু করে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং-এর উদ্যোগে এই অবস্থায় দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের সাংসদ তহবিল থেকে বরাদ্দ অর্থে মাঠটির সংস্কারকাজ শুরু হয়।

পাকড়াও পাঁচ

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে খবর পেয়ে অভিযান চালানোর পর প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ অপরাধমূলক কাজের জন্য জড়ো হওয়া দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করল। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রামনারায়ণ মাঠে বিভিন্ন জায়গা থেকে দুষ্কৃতীরা ওই মাঠে ধারালো অস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছিল। পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের মধ্যে থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা হল মহম্মদ মুজাবিল, মহম্মদ ফিরোজ, অরভিন প্রধান, মহম্মদ আলাউদ্দিন ও অমিত বাল্মীকি। মহম্মদ মুজাবিল পোকাইজোত ও মহম্মদ ফিরোজ কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। আরভিন প্রধান ঘুমের বাসিন্দা। অমিত ঢাকনিকাটায় থাকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

Institute of Neurosciences Kolkata,
Siliguri Branch on Pranami Mandir Road.
Dr. Christopher Gerber,
FRCS, spine Neurosurgeon
will see patients on
February 27.
Please contact
Oindrila Moitra +91 820-7220666

INDIA'S NO 1 PRE SCHOOL
kangaroo kids
INTERNATIONAL PRESCHOOL
SILIGURI
ADMISSION OPEN FOR AY 2024-25
• PLAYGROUP • JUNIOR KINDERGARTEN
• NURSERY • SENIOR KINDERGARTEN
99327 60229, 99330 77178
Nazrul Sarani Road, Ward No. 12
Hakim Para, Near Ramkrishna Seva Sadan - Siliguri

পলিটেকনিকের রাস্তায় আবর্জনা জমছে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরের মূল রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপ জমছে। এমনই চিত্র দেখা গেল পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পলিটেকনিক সংলগ্ন রাজ্য সড়কের পাশে। দীর্ঘদিন ধরে এখানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে নিয়মিত সেই আবর্জনা কেন তোলা হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

দেখা যাচ্ছে বড় বড় ফুলের মালার চেন সহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের সামগ্রী সেখানে ফেলা হচ্ছে। দিনের পর দিন সেখানে এই আবর্জনা পড়ে থাকার কারণে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। কলেজ পড়ুয়া সহ সাধারণ পথচারীদের নাকে রুমাল না দিয়ে সেখান দিয়ে যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থানীয় দোকানদার আনন্দ ব্যাপারী বলেন, 'বহুদিন ধরে এই জায়গায় নোংরা ফেলা হচ্ছে। আমরা দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার পর রাতে এইসব আবর্জনা এখানে ফেলা হচ্ছে। রোদ উঠলে ব্যাপক দুর্গন্ধ ছড়ায়। দোকানে বসে থাকাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে।'

> বহুদিন ধরে এই জায়গায় নোংরা ফেলা হচ্ছে। আমরা দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার পর রাতে এইসব আবর্জনা এখানে ফেলা হচ্ছে। রোদ উঠলে ব্যাপক দুর্গন্ধ ছড়ায়।
>
> **আনন্দ ব্যাপারী**
> *স্থানীয় দোকানদার*

১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পলিটেকনিক সংলগ্ন রাস্তায় জমা জঞ্জাল।

পথচারী পপি দাস বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করি। বেশিরভাগ সময় পায়ে হেঁটেই কাজে যাই। এই জায়গায় এলেই দুর্গন্ধে নাকে রুমাল দিতে হয়।'

১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরেও এসেছে। বহুদিন আগে স্থানীয় কিছু দোকানদার সেখানে নোংরা ফেলতেন। তাঁদের মানা করার পর তাঁরা এখন সেখানে নোংরা ফেলছেন না। শহরের অন্য জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে নোংরা ফেলে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে সেই সাফাই করার জন্য বলা হয়েছে। জায়গাটি পরিষ্কার করে সেখানে নোটিশ বোর্ড লাগানো হবে। তারপরও কেউ নোংরা ফেললে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

ঝুঁকি বেশি, রিটার্নও বেশি

স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড

সিদ্ধার্থ বিশ্বাস

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে যেমন ঝুঁকি রয়েছে, তেমনই এর থেকে রিটার্ন পাওয়ারও কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই। যাঁরা সরাসরি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চান না, তাঁরা বিনিয়োগ করেন মিউচুয়াল ফান্ডে। আবার বাজারে বিভিন্ন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে। তার মধ্যে রিটার্নের বিচারে সব থেকে বেশি এগিয়ে স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড। এই ধরনের ফান্ডে আপনার বিনিয়োগ যেমন ফুলেফেঁপে উঠতে পারে, তেমনই এতে অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় ঝুঁকিও অনেক বেশি।

স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড কী?

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড আসলে কী? যেসব ফান্ড স্মল ক্যাপ সংস্থায় লগ্নি করে সেগুলিই স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড নামে পরিচিত। শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত যেসব সংস্থার মার্কেট ক্যাপিটাল তুলনামূলকভাবে কম তাদেরই স্মল ক্যাপ সংস্থা বলা হয়। সেবির গাইডলাইন অনুযায়ী, শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে মার্কেট ক্যাপের বিচারে প্রথম ১০০টি সংস্থাকে লার্জ ক্যাপ, ১০১ থেকে ২৫০তম সংস্থাকে মিড ক্যাপ এবং তার পরের সংস্থাগুলিকে স্মল ক্যাপ বলা হয়। সাধারণত, ৫০০০ কোটি টাকার কম মার্কেট ক্যাপের সংস্থাগুলিকে স্মল ক্যাপ বলা হয়।

কেন স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

■ **বৃদ্ধির সম্ভাবনা :** সংস্থা ছোট হলে তার বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বেশি। এখন যেসব সংস্থা মিড ক্যাপ বা লার্জ ক্যাপ হয়েছে সেগুলিও আগে স্মল ক্যাপ ছিল। তাই সঠিক স্মল ক্যাপ চিহ্নিত করতে পারলে রিটার্ন বহুগুণ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়।

■ **ফান্ডের বৈচিত্র্য :** স্মল ক্যাপ সংস্থায় লগ্নিতে ঝুঁকি বেশি। তাই বিভিন্ন স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজাররা অনেক বেশি সংখ্যক স্মল ক্যাপ সংস্থায় লগ্নি করেন। এতে যেমন ঝুঁকি কমে তেমনই বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে।

■ **দীর্ঘ মেয়াদে সম্পদ বৃদ্ধি :** মিউচুয়াল ফান্ডের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, দীর্ঘ মেয়াদে সম্পদ তৈরিতে লার্জ ক্যাপ বা মিড ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় স্মল ক্যাপ ফান্ড অনেকটাই এগিয়ে। গত তিন বছরের নিরিখে বেশিরভাগ স্মল ক্যাপ ফান্ড বিনিয়োগকারীদের অর্থ ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

■ **স্বল্প পরিচিতির সুবিধা :** সাধারণত কোনও সংস্থার শেয়ারদরে রকেটের মতো গতি আসে যখন তা কোনও আর্থিক সংস্থা বা বড় বিনিয়োগকারীর নজরে আসে। এদের নজরে পড়ার আগেই স্মল ক্যাপে বিনিয়োগ তাই বড় অঙ্কের রিটার্নের সুযোগ দেয়।

স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডে ঝুঁকি কমানোর উপায়-

■ **অনুসন্ধান ও গবেষণা :** স্মল ক্যাপ ফান্ড নির্বাচনের আগে সেই ফান্ড যেসব সংস্থায় লগ্নি করেছে সেই সংস্থাগুলি সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। বিশেষত ওইসব স্মল ক্যাপ সংস্থার আয়ব্যয়ের হিসেব, বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যে ক্ষেত্রে যুক্ত সেই ক্ষেত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও ম্যানেজমেন্টে কারা যুক্ত এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখলে ওই স্মল ক্যাপ সংস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি হয়।

■ **দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি :** স্মল ক্যাপ ফান্ড থেকে বড় অঙ্কের রিটার্ন পেতে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি করতে হবে। এই ধরনের স্মল ক্যাপ সংস্থার শেয়ারদর দ্রুত ওঠানামা করে। যে কোনও স্মল ক্যাপ সংস্থার শেয়ারদরে বড় অঙ্কের উত্থানের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নি তাই অনেকটা ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

■ **সম্পদ বরাদ্দ :** আপনার মোট বিনিয়োগের কিছু অংশ স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য বরাদ্দ করুন। এতে আপনার লগ্নির ঝুঁকি অনেকটাই কমবে।

■ **নিয়মিত পর্যালোচনা :** স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডের পারফরমেন্স এবং তার অন্তর্ভুক্ত স্মল ক্যাপ স্টকগুলি সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ রাখতে হবে। এতে ফান্ড সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, যা ঝুঁকি কমায়।

উপযুক্ত স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডের পাশাপাশি ২০২৩-এ বড় অঙ্কের রিটার্ন দেওয়া এই ফান্ডগুলির

দিকেও নজর দেওয়া যেতে পারে যেমন- বন্ধন স্মল ক্যাপ ফান্ড, মাহিন্দ্রা ম্যানুলাইফ স্মল ক্যাপ ফান্ড, আইটিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড, ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানিজ ফান্ড, নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড ইত্যাদি।

পরিশেষে একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে-- স্মল ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ অন্যান্য ফান্ডের তুলনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী মোট বিনিয়োগের একটি ছোট অংশ এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারেন।

(বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ)

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : যে-কোনো বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের পূর্বে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা জরুরি। প্রয়োজনে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তারপর বিনিয়োগ করা উচিত।

লগ্নির জন্য সেরা কয়েকটি স্মল ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	ফান্ড ম্যানেজার	বৈশিষ্ট্য
অ্যাক্সিস স্মল ক্যাপ ফান্ড	জিনেশ গোপানি	দীর্ঘদিন ধরে এই ফান্ড বড় অঙ্কের রিটার্ন দিচ্ছে লগ্নিকারীদের। গুণগত মানের ভালো স্মল ক্যাপে লগ্নি করে এই ফান্ড।
ডিএসপি স্মল ক্যাপ ফান্ড	বিনীত সামব্রে	শৃঙ্খলাপূর্ণ বিনিয়োগ এবং ভালো স্মল ক্যাপ নির্বাচনের জন্য পরিচিত এই ফান্ড।
কোটাক স্মল ক্যাপ ফান্ড	পঙ্কজ টিবরেওয়াল	দক্ষতার সঙ্গে ঝুঁকি কমিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে এমন স্মল ক্যাপে লগ্নির পাশাপাশি বড় অঙ্কের রিটার্ন দিতে পারদর্শী এই ফান্ড।
এসবিআই স্মল ক্যাপ ফান্ড	আর শ্রীনিবাসন	বেঞ্চমার্ক ইন্ডেক্সের থেকে ধারাবাহিকভাবে বেশি রিটার্ন দিয়ে আসছে এই ফান্ড।
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল স্মল ক্যাপ ফান্ড	রজত চন্দক	এই ফান্ডের ট্র্যাকরেকর্ড হল ঝুঁকি কমিয়ে সম্ভাবনায় ভালো স্মল ক্যাপে লগ্নি এবং লাগাতার রিটার্ন বৃদ্ধির।
এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড	চিরাগ শেতলাবাদ	বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনামী কিন্তু সম্ভাবনাময় স্মল ক্যাপ স্টক বাছাইয়ে পারদর্শী এই ফান্ড।

ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ এবং সেরা রিটার্ন

পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড (পিপিএফ)

ঝুঁকি না নিয়েও কোটিপতি হতে চান? তবে আপনার জন্য সেরা সরকারি প্রকল্প হতে পারে পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড বা পিপিএফ। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, কর ছাড়ের সুবিধা, আকর্ষণীয় সুদের হার, সরকারি নিরাপত্তা সহ একাধিক কারণে পিপিএফ এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এখন জেনে নেওয়া যাক-

■ দেশে বসবাসকারী যে-কোনও ভারতীয় নাগরিক পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। বাবা-মা তাঁদের নাবালক সন্তানের জন্যও এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।

■ ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এখন অনলাইনেও অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক।

■ কোনও ব্যক্তি একটিই পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।

■ বছরে ন্যূনতম ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা যায়। বছরে সর্বোচ্চ ১২ বার টাকা জমা দেওয়া যায়। পুরো মাসের সুদ পেতে মাসের ৫ তারিখের মধ্যে টাকা জমা দিতে হবে।

■ এই প্রকল্পের লক-ইন পিরিয়ড ১৫ বছর। তারপর আবেদনের ভিত্তিতে ৫ বছরের জন্য ১ বা তার বেশিবার বাড়ানো যায়।

■ শর্তসাপেক্ষে ৫ বছর পর এই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা যায়। নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে ৭ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ঋণ পাওয়া যায় এবং সঞ্চয়ের কিছু অংশ তুলে নেওয়া যায়।

■ পিপিএফে কোয়ার্টার ভিত্তিক অর্থাৎ তিন মাস অন্তর সুদের হার নির্ধারণ করা হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে এই প্রকল্পে সুদের হার ৭.১ শতাংশ।

■ পিপিএফে টাকা জমা করলে ৮০সি ধারায় কর ছাড় পাওয়া যায়। এই অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত সুদও সম্পূর্ণ করমুক্ত।

■ এই প্রকল্পে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি করা যায়। মনোনীতদের অংশও নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন লগ্নিকারীরা।

■ অ্যাকাউন্টটি পোস্ট অফিসের অন্য কোনও শাখা বা অন্যান্য ব্যাংকেও স্থানান্তরিত করা যায়।

যাঁরা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করে বড় রিটার্ন পেতে চান, তাঁদের জন্য এই প্রকল্প অন্যতম সেরা। তবে এই প্রকল্পের দীর্ঘ লক-ইন পিরিয়ড, বিনিয়োগের নির্দিষ্ট সীমা, সময়ের আগে টাকা তোলার ক্ষেত্রে সমস্যা, অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত, বেশ কয়েকটি প্রকল্পের তুলনায় কম সুদের হার ইত্যাদি বিষয়গুলিও বিবেচনা করতে হবে লগ্নিকারীদের।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের প্রথম দিন ধাক্কা খেলেও তারপর টানা চারদিনের উত্থানে ফের স্বমহিমায় ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭২,৪২৬.৬৪ এবং ২২,০৪০.৭০ পয়েন্টে। পাঁচদিনের লেনদেনে দুই সূচক উঠেছে যথাক্রমে ৮৩১.১৫ এবং ২৫৮.২০ পয়েন্ট। শেয়ার বাজারের এই উত্থানের ধারা আগামীদিনেও বহাল থাকতে পারে। লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই গতি বজায় থাকলে ভারতীয় শেয়ার বাজার উচ্চতার নয়া রেকর্ড গড়বে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানের নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে-

■ **বিশ্ব বাজার :** চলতি সপ্তাহে মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে আমেরিকা। জানুয়ারিতে সেদেশে মূল্যবৃদ্ধির হার নেমে এসেছে ৩.১ শতাংশে। যা প্রত্যাশার থেকে কম। এমন পরিসংখ্যান মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভকে সুদের হার কমাতে উৎসাহিত করবে। এই আশায় ভর করে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশের শেয়ার বাজারেও।

■ **দেশের অর্থনীতি :** বিগত কয়েক বছরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় দেশের অর্থনীতি অনেক বেশি শক্তি দেখিয়েছে। চড়া মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামাল দিয়েও এমন পারফরমেন্স আগামীদিনেও বজায় থাকার আশা বাড়ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্থার তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলও লগ্নিকারীদের আস্থা বাড়িয়েছে।

■ **বিদেশি লগ্নি :** বিগত কয়েকদিন ভারতীয় শেয়ার বাজারে মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শেয়ার কিনেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। এই প্রবণতা বজায় থাকলে আরও উঁচুতে উঠবে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

■ **মূল্যবৃদ্ধির হার :** জানুয়ারিতে মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৫.১ শতাংশ হয়েছে। ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৫.৬৯ শতাংশ। আগামীদিনে এই হার আরও নীচে নামতে পারে। ফলে খুব শীঘ্রই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুদের হার কমানোর পথে হাঁটতে পারে। এই আশায় ভর করে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছেন লগ্নিকারীরা।

বড় কোনও অঘটন না ঘটলে শেয়ার সূচকের অভিমুখ আপাতত ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে লগ্নিকারীদের। তবে যে কোনও সময় মুনাফা তোলার হিড়িকে ছোট মাপের সংশোধন হতে পারে। সেই সংশোধনে ভয় না পেয়ে তাকে লগ্নির সুযোগ হিসেবে নিতে হবে।

অন্যদিকে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হলেও ঝিমিয়ে রয়েছে সোনা-রুপোর বাজার। আগামী কয়েকদিনও পরিস্থিতি বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **টাটা টেকনলজিস :** বর্তমান মূল্য-১১০৫.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪০০/৫০০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১০৫০-১১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪৮৬০, টার্গেট-১৩৫০।

■ **লিনকন ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-৬৪০.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭১৫/৩১৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬২৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৮২, টার্গেট-৭৭০।

■ **এশিয়ান পেন্টস :** বর্তমান মূল্য-৩০০৭.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫৬৮/২৭০০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৯৬০-৩০০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৮৫১৭, টার্গেট-৩৪২০।

■ **এনএমডিসি :** বর্তমান মূল্য-২৪৪.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫২/১০৩, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২২৮-২৩৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭১৬০৯, টার্গেট-৩১৫।

■ **কেপিআইটি টেক :** বর্তমান মূল্য-১৬৭৩.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৬৪/৭৪১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৫৭৫-১৬৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৫৮৮০, টার্গেট-১৮৬০।

■ **এনবিসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৩৪.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭৭/৩১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১২০-১২৮, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪২৮৮, টার্গেট-১৮৫।

■ **মোরপেন ল্যাব :** বর্তমান মূল্য-৫২.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৬/২৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৪৭-৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭০১, টার্গেট-৭২।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : জোম্যাটো

● **সেক্টর :** ফুড ডেলিভারি ● **বর্তমান মূল্য :** ১৪৯ টাকা ● **এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন :** ১৫১.৪১/৪৯ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৮২,০১৬ কোটি ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৮০

একনজরে

■ ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে মুনাফা ২৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৮ কোটি টাকা হয়েছে। গত অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৪৭ কোটি টাকা। আয় ৬৯ শতাংশ বেড়ে ৩,২৮৮ কোটি টাকা হয়েছে।

■ ফুড ডেলিভারি এবং কুইক কমার্স- দুই ক্ষেত্রেই আয় বাড়িয়েছে জোম্যাটো।

■ বার্ষিক ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা দীর্ঘমেয়াদে ৪০ শতাংশ করেছে সংস্থাটি। তাঁদের অনুমান স্বল্পমেয়াদে এই হার ৫০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

■ ইবিআইটিডিএ মার্জিন ৫.৩ শতাংশ হয়েছে। অনুমান ছিল ৪.৩ শতাংশের।

■ ই-কমার্স ব্যবসা ব্লিংকইট কেনা জোম্যাটোর জন্য লাভজনক হয়েছে।

■ এইচএসবিসি, নুভামা, ম্যাকেয়ার সহ একাধিক ব্রোকারেজ ফার্ম জোম্যাটোতে লগ্নির পরামর্শ দিয়েছে।

■ নেতিবাচক দিক হল সুইগির কড়া টক্কর এবং টাটা গোষ্ঠীর এই ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরুর ভাবনা। খুব শীঘ্রই টাটা নিউ অ্যাপের মাধ্যমে ফুড ডেলিভারি ব্যবসায় নামবে টাটা গোষ্ঠী।

আবার ২২,০০০ পুনরুদ্ধার নিফটির

গত কুড়ি বছরে ১০০ গুণের ওপর রিটার্ন দিয়েছে এই শেয়ারগুলি

বোধিসত্ত্ব খান

ফেব্রুয়ারি মাসের কয়েক সপ্তাহে সামান্য সংশোধন বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দমাতে পারেনি। বিশেষ করে নিফটি আবার বিপুল উৎসাহে ২২,০০০ পুনরুদ্ধার করে ফেলেছে বিগত শুক্রবার। এবং সর্বকালীন উচ্চতা ২২১২৬.৮০ পয়েন্ট থেকে মাত্র ৮৬ পয়েন্ট দূরে রয়েছে নিফটি। বিনিয়োগকারীরা সামান্য পতন দেখলেই কিনে ফেলছেন নিজেদের পছন্দের শেয়ার। শুক্রবার বহু শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আরতি ইন্ডাস্ট্রিজ, অ্যাবট ইন্ডিয়া, এসিসি, আদানি পোর্টস, অম্বুজা সিমেন্ট, বাজাজ অটো, ব্যাংক অফ বরোদা, বিপিসিএল, কোল ইন্ডিয়া, কনটেনার কর্পোরেশন, ডিএলএফ, ফেডারেল ব্যাংক, ইন্ডিয়ান হোটেলস, মারুতি সুজুকি, এসবিআই, এসবিআই লাইফ, জোম্যাটো ইত্যাদি। তবে সামনের সপ্তাহে নিফটি ২২ হাজার ধরে রাখতে পারে কি না তা দেখা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি কোম্পানিগুলিতে র‍্যালি অব্যাহত রয়েছে। রেলওয়েজ শেয়ারগুলিতে সামান্য ভাটা পড়লেও এতটা র‍্যালির পরে যে সাইডওয়াইজ একটা মুভমেন্ট হবে তা বলাই বাহুল্য। শুক্রবার ফিউচার অ্যান্ড অপশনের মধ্যে থাকা যে কোম্পানিগুলির শেয়ারদর বৃদ্ধি পায় তারা হল ইপকা ল্যাব, গ্লেনমার্ক, বাওকন, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, জুবিল্যান্ট ফুড, টাটা কমিউনিকেশন, টাটা মোটরস, ইনফোএজ, হ্যাল, নেসলে, এসআরএফ ইত্যাদি।

বুল মার্কেটে র‍্যালি যখন চলে, তখন শেয়ারগুলির দামও চড়চড় করে ওপরে ওঠার কারণ সবসময় খুঁজে পাওয়া যায় না। ঠিক উলটোটি ঘটে বেয়ার মার্কেটে। তখন বিভিন্ন কোম্পানি কোনও কোয়ার্টারে খুব ভালো ফল করলেও বিনিয়োগকারীরা হয়তো সেই কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে থাকেন। বুল মার্কেটের সময় বিভিন্ন সেক্টর বিভিন্ন সময়ে র‍্যালি করে থাকে। কিন্তু এবারের বুল মার্কেট নিজেকে ব্যতিক্রমী প্রমাণ করে চলেছে। ব্যাংকিং, মেটাল, মাইনিং, রিয়েল এস্টেট, অটো, অটো অ্যানসিলারিজ প্রভৃতিতে র‍্যালি চলছেই। সেইসঙ্গে যোগ হয়েছে রেলওয়েজ, ডিফেন্স, শিপিং, গ্রিন এনার্জি, ইভি, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি ইত্যাদিতে।

তবে বুল মার্কেট এবং বেয়ার মার্কেট ধরেও বহু কোম্পানি গত ২০ বছরে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করে দিয়েছে বিনিয়োগকারীদের। একটি কোম্পানি যদি গুণগতভাবে উন্নত হয় তবে তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। যে বাজাজ ফিন্যান্সের ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে ক্লোজিং প্রাইস ছিল ৭.৩৪ টাকা তা বিগত শুক্রবার বন্ধ হয়েছে ৬৬২১.২৫ টাকায়। অর্থাৎ এই কুড়ি বছরে শেয়ারের দর বৃদ্ধি হয়েছে ৮৬০০২.০৮ শতাংশ। বাজাজ ফিনসার্ভের ২৬ মে ২০০৮-এ ক্লোসিং প্রাইস ছিল ১৮.২১ টাকা। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ তা বন্ধ হয়েছে ১৫৭৫.৫৫ টাকায়। আইসার মোটরস বিগত কুড়ি বছরে ২১.৫৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৩০ টাকা হয়েছে। মার্কেট ক্যাপে পরিবর্তন এসেছে ২৬৭৬২.০৮ শতাংশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ পিআই ইন্ডাস্ট্রিজের দাম ছিল ২.০৩ টাকা। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ তার দাম দাঁড়িয়েছে ৩৬৪৩.৯৫ টাকা অর্থাৎ ১৭৯৪০৪.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি। এছাড়া যে শেয়ারগুলি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে গত কুড়ি বছরে তার মধ্যে রয়েছে কেইআই ইন্ডাস্ট্রিজ, টাইটান কোম্পানি, রিল্যাক্সো ফুটওয়্যার, হ্যাভেলস ইন্ডিয়া, দীপক নাইট্রাইট, বালকৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রিজ, বার্জার পেন্টস, এশিয়ান পেন্টস, ট্রেন্ট ইত্যাদি। গত দশ বছরে বহু কোম্পানির শেয়ারের দাম রুদ্ধশ্বাসে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জেবিএম অটো, ওয়ারি রিনিউয়েবলস, টানলা প্ল্যাটফর্ম, ওলেক্ট্রা গ্রিনটেক, ফিনিওটেক্স কেমিক্যালস, বোরোসিল রিনিউয়েবলস, এপিএল অ্যাপোলো টিউবস, সারেগামা ইন্ডিয়া ইত্যাদি।

আইটিসি ১ এপ্রিল ২০০৫ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৩ গুণ রিটার্ন দিয়েছে। এর সঙ্গে এদের প্রদেয় ১৫৮ টাকা যোগ করে আসল রিটার্ন দাঁড়ায় প্রায় ১৮.৭ গুণের কাছাকাছি। এক কথায় দারুণ রিটার্ন। ঠিক একইভাবে এইচডিএফসি ব্যাংক কয়েকদিন আগেই ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছিল। সেটিও ১৯ বছরে ৫৩.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪২০ টাকা। অর্থাৎ ২৬.৫ গুণ। ডিভিডেন্ড যোগ করলে তা আরও বেশি হয়।

যাঁরা বহু বছর ধরে ভারতীয় শেয়ার বাজারকে কাছ থেকে দেখছেন তাঁরা জানেন যে, ব্যবসার ধরন বদলাচ্ছে, পদ্ধতি বদলাচ্ছে। আগে যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং বেশি গুরুত্ব পেত, আজ সেখানে সার্ভিসেস বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এমন সব সেক্টর বাজারে সৃষ্টি হচ্ছে অন্তত বেশ কয়েক বছর আগেও মানুষের সেই সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা ছিল না। অতিমারির পরবর্তী সময়ে মানুষের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রিন এনার্জি, ইলেক্ট্রিক ভেহিকলস, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি, ডিফেন্স প্রভৃতি সেক্টরে। সরকারের ক্যাপিটাল এক্সপেনডিচার বৃদ্ধি পাবে এই আশায় ছুটেছে সরকারি কোম্পানিগুলি। উৎসাহ পেয়েছে রিয়েল এস্টেট, মেটাল এবং হাউজিং ফিন্যান্স কোম্পানিগুলিও। তবে এই র‍্যালিতে যে সেক্টরগুলি খুব একটা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তার মধ্যে রয়েছে ফার্মা, টেক্সটাইলস, আইটির একটি অংশ, প্রসেসড সি ফুডস ইত্যাদি।

ফেব্রুয়ারি মাসে আর কোনও বড় কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশের বাকি নেই। তবে এই তৃতীয় কোয়ার্টারে বেশ কিছু কোম্পানি তাদের প্রত্যাশার থেকে ভালো করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস, অটো এবং মেটালস। অবশ্য এফএমসিজি'র মধ্যে কিছুটা চাপে রয়েছে আইটিসি এবং হিন্দুস্তান ইউনিলিভার। মেটালস অ্যান্ড মাইনিংয়ের মধ্যে ভালো করেছে কোল ইন্ডিয়া এবং এনএমডিসি। অটোর মধ্যে ভালো করে চলেছে মারুতি, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা এবং টাটা মোটরস।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : এই লেখাটিতে লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

সাক্ষাৎ সরস্বতী
(১৪ ফেব্রুয়ারি)

বাবা সাইকেল মেরামতির কাজ করেন। সংসারে প্রচুর বাধা। মেয়ে মুনমুন দে কিন্তু পড়াশোনায় দারুণ। ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখা, বক্তব্য রাখা তাঁর প্যাশন। তার লেখা 'দ্য ডিভাইন ডিপারচার' নামে বই বিক্রি হচ্ছে নানা অনলাইন সাইটে।

প্রেমের টানে
(১৪ ফেব্রুয়ারি)

প্রেমের টানে নদী সাঁতরে ভারতে ঢুকেও বাংলাদেশি এক তরুণ বিএসএফের হাতে ধরা পড়ল। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে রায়গঞ্জ ব্লকের এক তরুণীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

লক্ষ্যে অবিচল
(৯ ফেব্রুয়ারি)

মা মারা গিয়েছেন। ভেঙে পড়লেও জীবনকে তো আর থামিয়ে রাখা চলে না। তাই ধড়া পরেই পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে মাধ্যমিকের বাকি পরীক্ষাগুলি দিল মৃগাঙ্ক রায়চৌধুরী। জলপাইগুড়ি শহরের ঘটনা।

কড়া বার্তা
(৬ ফেব্রুয়ারি)

শিল্পের জন্য জমি নিয়ে ফেলে রাখা কোনওমতেই চলবে না। চকচকা শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে যে সমস্ত শিল্পপতি জমি নিয়েও ফেলে রেখেছেন, প্রথম পর্যায়ে তাঁদের পাঁচজনের কাছ থেকে প্রশাসন জমি ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

মর্মান্তিক/১
(১৩ ফেব্রুয়ারি)

বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের পাশে নালা খোঁড়ার কাজ চলছিল। খেলতে খেলতে সেখানে পড়ে গিয়ে চার শিশুর মৃত্যু। চোপড়া থানার চেতনাগছ গ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

মর্মান্তিক/২
(৯ ফেব্রুয়ারি)

এনজেপি জংশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ছেড়ে দিয়েছিল। সেই সময়ই তাতে উঠতে যান বাগডোগরার এক তরুণ। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হওয়া দরজায় ধাক্কা খেয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে তাঁর মৃত্যু।

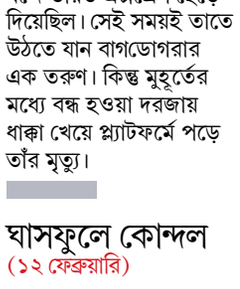

ঘাসফুলে কোন্দল
(১২ ফেব্রুয়ারি)

সভা চলাকালীন তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি জয় ঘোষ ও যুব সভানেত্রী মৌমিতা ভট্টাচার্যের মধ্যে কোন্দল। প্রকাশ্যেই দুজনের দুজনকে গালিগালাজের ঘটনায় লোকসভা ভোটের আগে ঘাসফুল শিবিরে আশঙ্কা।

বৌমার মার
(৬ ফেব্রুয়ারি)

ফুলকপি বিক্রির টাকা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। শাশুড়ি ওই ঘটনায় ঢুকে পড়লে পুত্রবধূ তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরে বৌমার নামে পুলিশে অভিযোগ। ময়নাগুড়ির টেকাটুলির ঘটনা।

ধৃত পান্ডা
(৮ ফেব্রুয়ারি)

মাধ্যমিকের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার পান্ডাকে অবশেষে মানিকচক থেকে গ্রেপ্তার করা হল। গৃহশিক্ষক জীবন দাস একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের অ্যাডমিন। এই গ্রুপের মাধ্যমেই প্রশ্ন ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

নেশা নয়
(১০ ফেব্রুয়ারি)

ইদানীং আলিপুরদুয়ার শহরে নেশার কারবারিদের দাপট অনেকটাই বেড়েছে। তবে আর নয়। পুলিশ-প্রশাসন কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করায় বাসিন্দারা স্বস্তিতে।

ভ্রান্তির ভাঙচুর

সপ্তর্ষি সরকার

এক স্কুলে পরীক্ষার সিট পড়া আরেক স্কুলের পরীক্ষার্থীদের ভাঙচুরের ঘটনা আজকের নয়, বহুদিনের। তবে হালে যেন অনেকটাই বেড়েছে। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ও তা দেখা গেল।। উত্তর দিনাজপুর থেকে জলপাইগুড়ি, একই সমস্যায় ভুগল। কী কারণে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতা? হদিস দেওয়ার চেষ্টা করল এই প্রতিবেদন।

ছয় রিপুর দ্বিতীয় হল রাগ বা ক্রোধ। রাগহীন মানুষ সম্ভব কি না আমার জানা নেই। ফারাক যেটুকু তা হল স্থানকালপাত্র বিচার। সেটা ক'জনের কতটা থাকে তা বিচারের বিষয়। তবে সাধারণত রাগের সঙ্গে বয়সের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। একেই হয়তো লোকে বয়সের দোষ বলে। পড়াশোনার চাপ, কেরিয়ারের চিন্তা, পরিবার বা সম্পর্কের চাপ, মাথায় থাকবেই। এর ওপর পরীক্ষাটা দিতে গিয়েও যদি একটু শান্তিতে না দেওয়া যায় তবে মাথা খারাপ হওয়াটা বোধহয় কিছুটা স্বাভাবিকই! সহজতর প্রশ্ন, কাঁড়ি-কাঁড়ি নম্বর, বাধাহীন শিক্ষা সর্বোপরি কর্পোরাল পানিশমেন্ট বা লাঠিপেটার ভয় আইনিভাবে উঠে যাওয়ার পর পরীক্ষার হলে বইখাতা খুলে লেখার সুযোগ দেওয়ার দাবি ওঠাই স্বাভাবিক। পরীক্ষা শেষের আনন্দে একটু পটকা ফাটিয়ে কেউ আনন্দ প্রকাশ, কয়েকটা সিলিং ফ্যানের ব্লেড বেঁকিয়ে ফেলা, টয়লেটে কয়েকটা প্যান চুরমার করার মতো ঘটনাও বোধহয় আজকাল 'স্বাভাবিক' হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

হালে ময়নাগুড়ির বা নকশালবাড়ির স্কুল এসব ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। রায়গঞ্জে অবশ্য স্কুলের ওপর মায়া থাকায় মাধ্যমিক পড়ুয়ারা ভাঙচুর করেনি। হয়ে যাওয়া পরীক্ষার বইখাতা কুচিকুচি করে উড়িয়েছে মাত্র। আসলে খ্যাতি শব্দটা যেদিন থেকে বদলে 'ভাইরাল' হয়েছে সেদিন থেকেই বিপদটা আরও বেশি করে বেড়েছে। যে কোনও আনন্দ বা ক্ষোভ, ইন্টারনেটে উগরে না দিলে যেন তার সাফল্য নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। মা রিল বানাচ্ছেন, বাবা রিঅ্যাক্ট বা কমেন্টে ঝড় তুলছেন দেখে সন্তানই বা কী করে পিছিয়ে থাকে! তাই মুহূর্তে যেভাবে ভাইরাল হচ্ছে সেভাবেই রাগও একলহমায় উঠছে এবং তার বহিঃপ্রকাশও জোরদার হচ্ছে। এসবের মাঝে না হয় সরকারি অনুগৃহীত কোনও এক স্কুলের কয়টা ফ্যান, লাইট, টয়লেটের প্যান, চেয়ার, বেঞ্চ ভাঙল তাতে খুব বেশি কার কী আসে যায়। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক তো আর রোজ হয় না।

দেড়-দুই দশক আগেও অবশ্য এসব ভাবা কঠিন ছিল। তাছাড়া সরকারি সম্পত্তি জনগণ নিজে হাতে নষ্ট করলে কারও কিছু বলার থাকবেই বা কেন। যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁরাও তো সেই বেতনভুক পেশাদার আধাসরকারি কর্মী। বকেয়া ডিএ'র জ্বালা, লোকাল নেতার চাপ, গোটা দশেক প্রকল্প বাস্তবায়নে কালঘাম ছোটা, ম্যানেজিং কমিটির তালমেল মিলিয়ে তাদেরও বেহাল দশাই। ক্লাস এইট অবধি যখন নো-ডিটেনশন বা অকৃতকার্য না করাই ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনের উদ্দেশ্য তখন হুট করে মাধ্যমিকে কড়াকড়ি কেন? পরীক্ষা বাড়ি বসে মানে যাকে ওই ওপেন অ্যান্ড ডিসট্যান্স লার্নিং মোড বলে তা করে দিলে ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই সুবিধা। হার্ড কপি হিসেবে খাতায় না দিলে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম বা ই-মেলে পেপার সাবমিশন করলেই বা ক্ষতি কী! তাছাড়া শিক্ষকরাও চান না মাসমাইনের চাকরি করতে গিয়ে স্কুলগেটের বাইরে কিংবা স্কুল পরিসরেই কেউ এসে কলার ধরে দু'ঘা দিয়ে যাক। এভাবেই চলছে। তবে ভবিষ্যৎ ভয় ধরাচ্ছে। ভাইরাল হতে হতে এই প্রবণতা

যদি একবার গণহিস্টিরিয়ার রূপ নেয় তাহলে আগামীদিনে শিক্ষকহীনতায় ভোগা স্কুলগুলির ইট-কাঠ-বালি-পাথরের বিল্ডিংগুলির ওপরেও হাত পড়তে বাধ্য। এভাবেই এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে স্কুলে স্কুলে, পড়ুয়াদের অন্তরে। পরের ছেলে স্কুলে ভাঙচুর করে আসছে বলে আজ যাঁরা অস্ফুটে আওয়াজ তুলছেন তাঁরাও হয়তো এনিয়ে সশরীরে মাঠে নামবেন যেদিন নিজের সন্তান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানসম্মান ভূলুণ্ঠিত করে ঘরে ফিরবে।

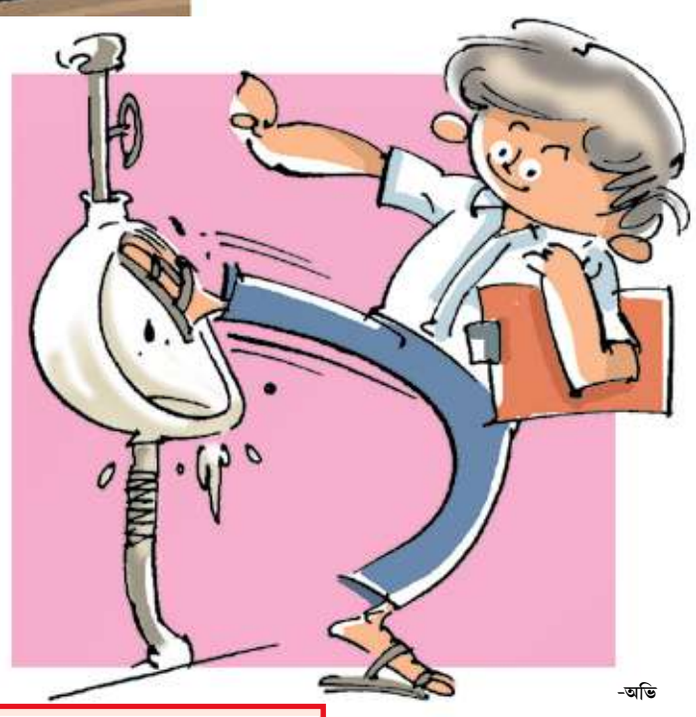

-অভি

পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে নীতিশিক্ষা একেবারে গোড়া থেকে চালু করা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এরজন্যে গোটা সমাজকেই দায়ী করতে হয়। খুব তাড়াতাড়ি হেস্তনেস্ত করে ফেলার মানসিকতা খুব কম বয়সে তৈরি হয়ে যাচ্ছে যা আগামীর জন্যে ভালো সংকেত নয়।
– **ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র দেব** *অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শালবাড়ি হাইস্কুল*

যারা পরীক্ষাকেন্দ্রে বা স্কুলে এসব করছে তারা ব্যক্তিজীবন বা পরিসরেও এই আচরণ করছে বলেই আমার ধারণা। সহিষ্ণুতাও যে শিক্ষার অঙ্গ তা হয়তো এই পড়ুয়াদের বোঝানো যাচ্ছে না। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই এনিয়ে অভিভাবক ও স্কুলের পরিসরে ভাবনাচিন্তা শুরু প্রয়োজন।
– **সুদীপ মল্লিক** *প্রধান শিক্ষক, বিদ্যাশ্রম দিব্যজোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল*

কী কারণে এমন সমস্যা? বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের মনস্তত্ত্ব বিভাগের চিকিৎসক অরিত্র চক্রবর্তী বললেন, 'এটা একটা মানসিক অবস্থা যাকে মব সাইকোসিস বলা যায়। এর শুরুটা একমাথা থেকেই আসছে। তবে মুহূর্তে তা সবার আচার-আচরণে ছড়িয়ে পড়ছে। অদ্ভুত একটা আনন্দ এদের মনকে আরাম দিচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুলগুলি এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় এরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।'

তবে কি এই প্রবণতা ঠেকানোর কোনও উপায় নেই? আছে। আগেভাগে সাবধান হওয়া। এমন ঘটনা যে তাদের আখেরে ক্ষতিই করবে তা পরীক্ষার্থীদের বন্ধুর মতো করে বুঝিয়ে দেওয়া। হয়তো এটাই এই সমস্যার সমাধান।

'টুকলি চলছে টুকলি চলবে'

দীপেন রায়

কথায় আছে, তুমি চলো ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। এই সবে শেষ হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা যেন সেই প্রবাদকেই আবারও মনে করিয়ে দিল। টুকলি রুখতে পরিদর্শকরা ঠিকই কড়া ছিলেন। কিন্তু টুকলিবাজরাও কম গেল কীসে! নানাভাবে টুকলির রমরমা সবাইকে রীতিমতো চমকে দিল।

ম্যাজিক কলম! এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে হঠাৎ করেই এই কলমের চাহিদা তুঙ্গে। কী সেই ম্যাজিক কলম? এই কলম দিয়ে সাদা কাগজে কিছু লিখলে খালি চোখে তা বোঝা দায়। সেই কলমের ঢাকনায় থাকা আলো অবশ্য ওই কাগজে ফেললে অদৃশ্য লেখা দৃশ্যমান হবে। আসলে বাচ্চাদের এক খেলনা। কিন্তু সম্ভাবনা বুঝে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে মেখলিগঞ্জের নানা জায়গায় এই কলম কেনার হিড়িক পড়ে। ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো। দাম ২০ টাকা। ব্যবসার সম্ভাবনা বুঝে সেই কলমই মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে আরামে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হয়ে গেল। যদিও প্রথম দিন ম্যাজিক কলমের সাহায্যে শান্তিতে টুকলি চললেও পরে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এনিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় বেশ কিছু স্কুল বাড়তি নজরদারি চালায়। পড়ুয়াদের কাছে সাদা কাগজ দেখলেই সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবুও সেই ম্যাজিক পেনের সাহায্যে অনেকেই খটোমটো কিছু ফর্মুলা, সহজে মনে না রাখতে পারা ইতিহাসের সন-তারিখ আরামে পরীক্ষার খাতায় টুকে দিয়ে আসতে পেরেছে বলে পরীক্ষার্থীদেরই একাংশের দাবি।

শুধুই কি ম্যাজিক কলম? পিসি সরকারের ম্যাজিকের মতো ইনভিজিলেটরদের চোখ ফাঁকি দিয়ে একাংশ পড়ুয়া লুজ শিটও (পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মূল খাতার শেষ হওয়ার পর যে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা দেওয়া হয়) অদৃশ্য করে দিয়েছে। তারপর তাতেই কামাল টকুলি। কীভাবে এই নকল? এক পরীক্ষার্থীর দাবি অনুযায়ী, প্রথম দিন বেশ কিছু লুজ শিট নিতে হয়। খাতা জমা দেওয়ার পর দু-একটি লুজশিট জমা না দিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়। পরবর্তী পরীক্ষার বিষয়ে বেশ কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তাতে লিখে রাখা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শরীরে হাত দিয়ে তল্লাশি চালানো যাবে না, তাদের মানসিক চাপ দেওয়া যাবে না বলে পর্ষদের নির্দেশ রয়েছে। সেই নির্দেশকে হাতিয়ার করেই এই শিটগুলি পরের পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষার মাঝ বরাবর আবার লুজশিট নেওয়া হয়। তারপর ওই শিটের বদলে বাড়ি থেকে নিয়ে আসা আগের দিনের লুজশিট বেঞ্চে রেখে খাতায় টুকলি চলে। এভাবে যে টুকলি চলে সেটা পরিদর্শক টেরও পান না। বাড়ি ফেরার আগে পরীক্ষার্থীর কাজ বলতে, শৌচালয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসা টুকলি-শিটটা নষ্ট করা।

এই সেই ম্যাজিক কলম

ম্যাজিক কলম বা লুজ শিটের অপব্যবহার বাদেও বাদবাকি পুরোনো পদ্ধতিতে তো নকল ছিলই। কেউ ছোট ছোট করে কাগজে অনেক কিছু লিখে পরীক্ষার হলে নিয়ে গিয়েছে। এটি অবশ্য বহু পুরোনো পদ্ধতি। বর্তমানে ফোটোকপির দোকানেই মাইক্রো ফোটোকপি করে দেয়। পরীক্ষার্থীরা জানে মাধ্যমিকের পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশের দোকানে ফোটোকপি বন্ধ থাকে। সেই কারণে পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তাদের প্রস্তুতি সারা। একেকটি প্রশ্নের উত্তর দুই কপি করে মাইক্রো ফোটোকপি করা হয়েছে। কোনও প্রশ্নের উত্তর টোকার সময় মাঝপথে কোনও মাইক্রো ফোটোকপি ধরা পড়লে পরবর্তীতে দ্বিতীয় কপি থেকে বের করে যাতে সম্পূর্ণ করা যায়। নকল বা টুকলির যে রমরমা চলেছে স্কুলের শৌচালয়গুলি তার সাক্ষী। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে মেখলিগঞ্জ তথা কোচবিহার জেলার স্কুলগুলির শৌচালয়গুলি থেকে কী না উদ্ধার হয়েছে! মাইক্রো ফোটোকপি, সাদা কাগজ, বইয়ের ছেঁড়া পৃষ্ঠা মায় গোটা বইও। সাফাইকর্মী ভাড়া করে এনে স্কুলগুলিকে শৌচালয়গুলি পরিষ্কার করাতে হয়েছে।

মনে হতেই পারে যে টুকলিবাজদেরই জয়জয়কার! কিন্তু আসলে কি তাই? সেই প্রবাদবাক্যটা কিন্তু চিরকালীন, 'ফাঁকি দিলে ফাঁকিতে পড়তে হবে।' হবেই।

মিশ্র সংস্কৃতির আড়ালেই হিংসার বীজ

শুভ্র মৈত্র

মালদা জেলা মানেই সংবাদমাধ্যমের কাছে যেন খবরের খনি। তাতে মন ভালো করা যত না খবর তার তুলনায় যেন অন্যদিকেই পাল্লা ভারী। কী কারণে এই প্রবণতা? এক সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে এই লেখা সেই উত্তর খুঁজল।

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত তরুণের হাতে মা-মেয়ে খুন হল। বন্ধুদের নিয়ে সেই তরুণ আগে থেকেই বাড়িতে অপেক্ষা করছিল। মা-মেয়ে বাড়ি ফিরতেই তাঁদের কুপিয়ে খুন। শিউরে উঠেছিলেন শহরবাসী। সেটা ছিল ২০০৭ সাল। ২০১১ সালে শহরে এক শিক্ষিকাকে খুনের জন্য তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক বেছে নিয়েছিল এক অভিনব উপায়। ঘরে আসা পার্সেল খুলতেই বিস্ফোরণ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল শরীর। আবার শুধু মালিকের গালিগালাজ সহ্য করতে না পেরেই বৃদ্ধ দম্পতি এবং আরেকজন কর্মচারীকে বাড়িতে ঢুকে এক তরুণ কুপিয়ে খুন করেছিল। ২০১৬'র ঘটনা। আবার বছর তিনেকও হয়নি, দেখা গেল নিজের বাবা-মা, ঠাকুমা আর বোনকে খুন করে মাটির নীচে চাপা দিয়ে এক তরুণ দিব্যি চার মাস নিশ্চিন্তে ছিল। হোটেল থেকে সুস্বাদু খাবার আনাতেও তার বাধেনি।

ঘটনাগুলোর মধ্যে মিল কোথায়, সে অনুসন্ধানের ভার মনোবিদ বা গোয়েন্দাদের। আমাদের মোটা চোখে শুধু ধরা পড়ে স্থান। মালদা। উত্তর আর দক্ষিণবঙ্গকে ধরে রাখা এক হাইফেন। যেখানে এমন এক নিষ্ঠুরতা বাস করে আপাত শান্ত আম রেশম আর মহানন্দার আড়ালে। যেখানে চূড়ান্ত দারিদ্র্য আর বৈভবের কুৎসিত প্রদর্শন হাত ধরাধরি করে থাকে। এই ভূখণ্ডের বাসিন্দারা দক্ষিণমুখী; উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা এমনকি বাজার করতেও তাদের শিলিগুড়ি নয়, কলকাতাই প্রথম পছন্দ।

জানি, ইতিমধ্যে কৌতূহলী মনে প্রশ্ন উঁকি মারছে, শুধুই মালদা? অন্য কোথাও এমন বীভৎসতা দেখা যায় না বুঝি? হয়তো দেখা যায়, সংবাদপত্রে উঁকি মারলে উদাহরণও কিছু বিরল নয়। কিন্তু এ জেলায় ঘটনার ঘনঘটা অস্বীকার করা যায় কি? তাহলে কি মাটিতেই এমন হিংসার বীজ লুকিয়ে আছে? প্রসঙ্গে ঢোকার আগে আসুন একটু ইতিউতি ঘুরি। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসার আগে ছেলেমেয়েদের টেনশন সংক্রামিত হবে বাবা-মায়ের মধ্যে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেমেয়ের হাতে পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে মোবাইল ফোন গুঁজে দেওয়ার কথা মায়েরা কেন ভাববে? মালদা এমন দৃশ্য দেখেছে, দেখেছে ছেলেকে নকল দিতে গিয়ে বাবা ধৃত। বা পরীক্ষায় নকল করতে দিতে হবে--- এই দাবিতে অভিভাবকদের স্কুল ঘেরাও।

জেলায় একটি মাত্র শহর। শিক্ষা-চিকিৎসা-পরিষেবার ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই গ্রামের মানুষ শহরমুখী। প্রতিবেশী দিনাজপুরের মতো কৃষিজমি বা কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষ কম। ভৌগোলিক কারণেই রেলপথ, জলপথে বাকি ভারতের সঙ্গে মসৃণতর যোগাযোগ মালদাকে হঠাৎ দেশের মানচিত্রে এনে ফেলে। এই সুবিধা নিতেই পূর্ব বাংলা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এসে এখানে বসবাস শুরু করল। বাঙালি-বিহারি-মাড়োয়ারি-গুজরাটি-মারাঠিদের নিয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠল। মালদার সংস্কৃতি বলে এক দোআঁশলা ভোগবাদের পসরা গড়ে উঠল। একশ্রেণির মানুষের হাতে প্রচুর পয়সা, অন্যদিকে গঙ্গাভাঙন, খরাজনিত সীমাহীন দারিদ্র্য।

এ অসুখের শেষ কোথায় জানা নেই। তবে মাটির সঙ্গে প্রায় স্থায়ী হয়ে যাওয়া বিচ্ছেদ কি ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় নেই? হয়তো আছে। সেই উত্তর আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

ছবি : অরিন্দম বাগ

জানেন কি

পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ১২৩৪৫৬।

পরীক্ষা না দিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে উধাও

ধূপগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ধূপগুড়ি যেন আছে সেই ধূপগুড়িতেই।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। কেরিয়ারের মাইলস্টোন। কিন্তু তাতে কী! পড়াশোনার চাইতে প্রেমকেই গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হল। শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা না দিতে গিয়ে নাবালক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ল। প্রেমিক এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, প্রেমিকা একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। দুজনেই ধূপগুড়ির বাসিন্দা। দুই পরিবারের মাথায় হাত। সমস্যা মেটানোর জন্য তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরেক ঘটনা ঘটে। বছর উনিশের প্রেমিকা ষোলো বছর বয়সি প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হয়ে তাকে বিয়ের দাবি জানায়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দুজনের জন্ম শংসাপত্র খতিয়ে দেখে। তারপর দুজনকেই থানায় নিয়ে যায়। দুই পরিবারের সদস্যদের থানায় ডেকে পাঠানো হয়। ঘটনা খতিয়ে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রথম ঘটনাটির ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক ওই পরীক্ষার্থী শুক্রবার পরীক্ষা না দিয়ে বন্ধুদের সাহায্যে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। দুজনের মধ্যে কয়েক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও দুই পরিবারের কারওরই তা জানা ছিল না। তবে শুক্রবার দুজনকে বাড়িতে না পাওয়া যাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ হয়। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায় দুজনে একসঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে দুজনের মোবাইল ফোন নম্বর নিয়ে লোকেশন ট্র্যাক করা ছাড়াও ছাত্রীর টিউশন শিক্ষকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। কিন্তু দুজনে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে তা জানা না যাওয়ায় দুই পরিবারই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

বিয়ের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাওয়া বা বিয়ের দাবিতে ধর্না ধূপগুড়ির মাটিতে নতুন নয়। ধূপগুড়িতে নাবালিকা বিয়ের ঘটনাও অহরহ ঘটেছে।

তবে পুলিশ ও প্রশাসন কিছুটা সক্রিয় হওয়ায় এই প্রবণতায় কিছুটা হলেও রাশ টানা গিয়েছে। তবে এবারের মতো পরীক্ষা না দিয়ে প্রেমিকাকে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা আগে ঘটেনি।

এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলকে উদ্বেগে ফেলেছে। পুলিশ জোরকদমে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্ভাব্য নানা জায়গা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে নিজেরাও বেশ কয়েকটি জায়গাকে চিহ্নিত করেছে। দুজনের কোনও খোঁজ পাওয়া গেলেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জমি পরিদর্শন ওয়াইসির

কিশনগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার কিশনগঞ্জের চাকলা স্ট্রিটে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের জমি পরিদর্শন করলেন এআইএমআইএম (মিম) সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, এই ক্যাম্পাসের ভবন নির্মাণের জন্যে দ্রুত ফান্ড রিলিজ করা। তাহলে সমগ্র বিহারের ছাত্রছাত্রী লাভবান হবেন।'

তাঁর অভিযোগ, 'এই ক্যাম্পাস এখনও তৈরি না হওয়ার জন্য বিশেষ করে বিজেপি ও কংগ্রেস দায়ী। কংগ্রেসের আমলে এই ক্যাম্পাসের শিলান্যাস হয়েছিল। কংগ্রেস নামমাত্র ফান্ড রিলিজ করেছিল। মোদি সরকার কিছুই করেনি।' এদিন তিনি কোচাধামন এলাকার রহমতপাড়ায় জনসভায় বক্তব্য রাখেন। আর বিপক্ষের নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হন।

উর্দু নিয়ে সেমিনার

কিশনগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শনিবার কিশনগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উর্দু নিয়ে সেমিনার হল স্থানীয় আম্বেদকর ভবনে। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি জেলা উর্দু নামা- নামের একটি বই প্রকাশ করেন। বক্তারা উর্দু ভাষা সাহিত্যের বিকাশ, প্রচার প্রসার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর স্থানীয় ও বহিরাগত শায়েররা মুশায়রায় অংশ নেন।

নিজের রোমান্সের সংজ্ঞা লিখেছিলেন নিজে

মেঘেই বিলীন কখনো মেঘের সেই অঞ্জনা

শবরী চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অনেকদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। গত পাঁচ-ছ মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, মূলত বাড়িতেই চিকিৎসা হত তাঁর। দেখাশোনা করতেন তাঁর দুই মেয়ে নীলাঞ্জনা ও চন্দনা। শুক্রবার শ্বাসকষ্ট নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯।

অঞ্জনার আর একটি পরিচয়, তিনি অভিনেতা যীশু সেনগুপ্তর শাশুড়ি। অঞ্জনার বড় মেয়ে নীলাঞ্জনা যীশুর স্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোকবার্তাতে লিখেছেন, 'তিন দশক ধরে তাঁর অসামান্য অভিনয় আজও দর্শকদের মনে অমলিন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নিশিবাসর, প্রথম বসন্ত, মহাশ্বেতা, নায়িকা সংবাদ, থানা থেকে আসছি ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১২ সালে বিশেষ চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করে।'

কোচবিহারে ১৯৪৪ সালে জন্মেছিলেন অঞ্জনা। তখন তাঁর নাম ছিল আরতি ভৌমিক, ডাকনাম বাবলি। বাবার নাম বিভূতিভূষণ ভৌমিক, তিনিও অভিনয় করতেন। তিনিই মেয়েকে অভিনয়ের জগতে নিয়ে আসেন। অঞ্জনা কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলকাতার দমদমে সরোজিনী নাইডু কলজ ফর উইমেন-এ ভর্তি হন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। অঞ্জনার প্রথম ছবি 'অনুষ্টুপ ছন্দ'। সালটা ১৯৬৪, পরিচালক পীযূষ বসু। সেই সময়েই তিনি আরতি নাম বদলে অঞ্জনা হয়ে যান।

চর্চিত চেহারা, সপ্রতিভতা, সাবলীল অভিনয়, ঝকঝকে হাসি--- অঞ্জনা ভৌমিক অনন্যা হয়ে উঠেছিলেন এইটুকুতেই আর দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং উত্তম কুমারের সামনে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'আমি উত্তম কুমারকে বলেছিলাম, আপনি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকবেন নাকি? তাহলে ডায়ালগ বলব কী করে?' তবে ডায়ালগ বলেছিলেন আর তার ফলশ্রুতি উত্তম-অঞ্জনার এক চিরকালীন স্মার্ট জুটির সৃষ্টি। এই জুটি থেকেই তৈরি হয়েছে 'চৌরঙ্গী', 'থানা থেকে আসছি', 'কখনো মেঘ'-এর মতো ছবি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'মহাশ্বেতা' ছবিটি করেও প্রশংসা পেয়েছিলেন। অঞ্জনার শেষ ছবি ১৯৮৭ সালে 'নিশিবাসর'।

এরপর তিনি অভিনয় থেকে সরে যান।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নৌবাহিনীর অফিসার অনিল শর্মাকে বিয়ে করেন। তাঁর দুই মেয়ে নীলাঞ্জনা ও চন্দনা। আজও উত্তম কুমারের ঐতিহ্যবাহী, পারম্পরিক নায়িকাদের পাশে অঞ্জনার ছটফটে, বাবলি প্রেমিকা ইমেজ চিরকালীন ধ্রুপদিয়ানা নিয়ে আসে। অঞ্জনা ভৌমিক মানে ঋজু রোমান্টিকতা—যার সংজ্ঞা লিখেছিলেন -- অঞ্জনা ভৌমিক নিজেই।

কোচবিহারের ডাউয়াগুড়ির কলেরপাড় এলাকায় এই বাড়িতে বড় হয়েছেন অঞ্জনা ভৌমিক। তিনি চলে যাওয়ার দিন ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।

অঞ্জনা ভৌমিক। তাঁর সেরা সময়ের ছবি।

'আরতি'র জন্য মন খারাপ কোচবিহারের

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উত্তমকুমারের নায়িকা, কোচবিহারের মেয়ে অঞ্জনা ভৌমিক চলে গেলেন। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। কলেরপাড় এলাকার বাসিন্দা তথা সুনীতি অ্যাকাডেমির এই প্রাক্তনীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কোচবিহারে।

মহানায়ক উত্তমকুমারের সঙ্গে একসময় দাপিয়ে অভিনয় করেছেন তিনি। চৌরঙ্গি, নায়িকা সংবাদ থেকে শুরু করে থানা থেকে আসছি-র মতো একাধিক সিনেমা রয়েছে তাঁর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি মহাশ্বেতা নামে একটি ছবি করেন। তাঁর বড় মেয়ে নীলাঞ্জনার সঙ্গে নায়ক যিশু সেনগুপ্তের বিয়ে হয়েছে।

কোচবিহারের পাটাকুড়া এলাকায় ছিল অঞ্জনা ভৌমিকের বাড়ি। এখানে তাঁর বাবা, মা এবং ভাই-বোনেরা থাকতেন। তবে তাঁর বেশিরভাগ সময় কেটেছে শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে কলেরপাড় এলাকায়। সেখানে তিনি জ্যাঠামশাই এবং জেঠিমার সঙ্গেই থাকতেন। জেঠিমাকে তিনি বড়মা বলে ডাকতেন। এই বড়মাই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে কাছের ও ভালোবাসার মানুষ।

১৯৬১ সালে অঞ্জনা কোচবিহার সুনীতি অ্যাকাডেমি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতায় চলে যান।

কলকাতার সিঁথির মোড়ে তাঁরা বাড়ি করেছিলেন। অঞ্জনার আগে নাম ছিল আরতি। সিনেমায় নামার আগে নাম পরিবর্তন করে অঞ্জনা রাখেন। ১৯৬০-'৭০-এ তাঁর অভিনয় সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করেছে। তবে ১৯৮৭ সালের পর তিনি সিনেমা থেকে অনেকটাই সরে যান।

শনিবার কলেরপাড়ের বাড়িতে বসে তাঁর মামাতো ভাই গৌরকুমার দে জানালেন, ১০ বছর আগে দিদির বড়মা মানে আমার পিসি অসুস্থ থাকায় তিনি দেখতে এসেছিলেন। নায়িকা হওয়ার পরেও যখন কোচবিহারে আসতেন সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। আমার বয়স যখন সাত বছর তখনও দিদি এসে আমাদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে খেলাধুলো করেছেন। ২০১২ সাল নাগাদ পিসিকে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে বোনকে নিয়ে এসেছিলেন। এই বাড়িতে চারদিন ছিলেন।

কোচবিহারের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কল্যাণময় দাস জানালেন, তাঁর মা প্রয়াত আরতিদেবীর সঙ্গে অঞ্জনা ভৌমিক উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। দুজনে স্কুলে এক বেঞ্চে বসতেন। এক নাম থাকায় দুজনে খুব ভালো বান্ধবী ছিলেন। তাঁর মায়ের গিটার বাজানো শুনতে ভালোবাসতেন অঞ্জনা।

শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর আলাদা ঘর

ভোল বদলাচ্ছে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তৈরি করা হবে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য আলাদা ঘর। পরিষেবা নিতে আসা নাগরিকদের জন্য অফিসের উঠোনে আলাদা বসার ব্যবস্থা করা হবে। দোতলার ঘরে থাকা 'বাংলা সহায়তা' কেন্দ্রটিকেও নীচতলায় সামনের দিকে নিয়ে আসা হবে, যাতে কেন্দ্রটি সহজে সাধারণ মানুষের নজরে আসে। সবটাই করা হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে। নাগরিক পরিষেবার মান উন্নত করতে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এরকম কয়েকটি পদক্ষেপ করতে চলেছে।

এই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস চত্বরেই রয়েছে একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করাতে আসেন। শিশু কোলে অনেক মা এখানে অনেকটা সময় অপেক্ষা করেন। একই অবস্থা হয় পঞ্চায়েতের পরিষেবা নিতে আসা অন্য মহিলাদেরও।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উলটোদিকে একটি ঘর তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'খেয়াল করে দেখেছি, অনেক মাকে এখানে এসে সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকে চাইলেও শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারেন না। তাই আমরা দ্রুত আলাদা ঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিষেবা নিতে আসা কালাঙ্গিনির এক বাসিন্দা বলেন, 'প্রতিটি সরকারি দপ্তরেই শিশুসন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য আলাদা পরিকাঠামো তৈরির নিয়ম রয়েছে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ম মানা হয় না।'

শিশু কোলে শনিবার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কয়েকজন মা এসেছিলেন। তাঁদেরই একজনের বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে প্রায়শই লজ্জায় পড়তে হয়। তাছাড়া ভিড় বেশি থাকলে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে বসারও জায়গা থাকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।'

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, অফিসের সামনে উঠোনের মতো অনেকটা জায়গা রয়েছে। সেই জায়গায় বসার ব্যবস্থা করা হবে। নতুন ফুলের টব বসানোরও পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দোতলায় রয়েছে একটি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র। বহু মানুষকে এই কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের জন্য আসতে হয়। উপরতলার পিছনদিকে কেন্দ্রটি থাকার জন্য সেটি চোখেই পড়ে না। নীচতলায় সামনে নিয়ে আসা হলে সুবিধাই হবে, বলছিলেন পরিষেবা নিতে আসা মহম্মদ জফিরুদ্দিন।

ভাষা দিবসে বাংলাদেশ

বাগডোগরা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ২১ ফেব্রুয়ারির ডাকে বাংলাদেশ যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির ৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল। সমিতির সম্পাদক সজলকুমার গুহ, সহ সম্পাদক অনিল সাহা, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রহ্লাদ বিশ্বাস রবিবার মিতালি এক্সপ্রেসে চেপে বাংলাদেশ যাচ্ছেন। সেখানে ঢাকায় বুধবার ভাষা শহিদদের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সমিতির বাংলাদেশ শাখার পুনর্গঠন করা হবে। ঢাকায় সেদিন প্রকাশিত হবে শিলিগুড়ি শাখার বিশেষ ভাষা ক্রোড়পত্র।

থানা ঘেরাও

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা'র বাড়িতে চড়াও হয়েছে পুলিশ। তাঁর বাড়ির লোকজনদের হেনস্তা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করেন সিপিএমের এরিয়া কমিটি এবং নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যরা।

মামলার পরই শিবু গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

রাজীবের অভিযোগ, কেউ কেউ সন্দেশখালির ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিছু লোক আইন ভাঙারও চেষ্টা করছিল।

অন্যদিকে, গ্রেপ্তার হওয়ার পর শিবু বলেন, 'আমি লুকিয়ে ছিলাম না। বিরোধীরা নানা বিভ্রান্তিকর কথা ছড়িয়েছে। আমি এলাকার উন্নয়নের কাজে রয়েছি। সাধারণ মানুষ জানেন, কীভাবে তাঁদের পাশে থাকি, উন্নয়নমূলক কাজ করি।'

রবিবার শিবুকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃত অপর তৃণমূল নেতা উত্তমকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজত দিয়েছেন বিচারক।

মামলা হতেই বদলি সাফারি পার্কের কর্তা

প্রথম পাতার পর

তাদের নাম পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টরকে দিনদুয়েক আগেই স্মারকলিপি দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। ওই সময় তড়িঘড়ি চিঠি দিয়ে সাফারি পার্কের ডিরেক্টর জানিয়ে দেন, তাঁরা কোনও নাম রাখেননি। অথচ, রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সংবাদমাধ্যমকে সিংহদের নামের তথ্য দিয়েছিলেন।

এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করেই ময়দানে নামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। দুই বনাধিকারিকের দু'রকম বক্তব্য বিভ্রান্তি তৈরি করছে বলে দাবি করে তারা। হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করার জন্যেই রাজ্য সরকার সিংহীর এমন নাম রেখেছে, দাবি করে তারা। শুক্রবার সকালেই জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা দায়ের হয়।

সিংহের নাম নিয়ে বিতর্ক হতেই অরণ্য ভবন থেকে কমল সরকারকে ট্রেনিং স্কুলে বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়।

মিথ্যা মামলায় সরকারকে তোপ সেলিমের

জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। সিপিএমের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৮০ হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে রাজ্য সরকার। শনিবার জলপাইগুড়িতে দলীয় সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী, জেলা কমিটি এবং নির্বাচনি কমিটিকে নিয়ে সভা করেন সেলিম। জলপাইগুড়ির পর ময়নাগুড়িতে লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সভা করেন তিনি। সেলিম বলেন, 'পাকিস্তান ও চিনের লোকদের দিল্লি ঢুকতে দিচ্ছে, কিন্তু কৃষকদের অন্যায়ভাবে দিল্লিতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।' কংগ্রেসের সঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে আসন সমঝোতা হবে কি না প্রশ্নে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বলেন, 'বিজেপি ও তৃণমূল ছাড়া সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে আমাদের লোকসভা নির্বাচনে বোঝাপড়া করতে কোনও অসুবিধা নেই।' নির্বাচনি বন্ডকে সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক বলেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন। সিপিএম নির্বাচনি বন্ড করার সময়ে তীব্র বিরোধিতা করেছিল। মোদি সরকার তাদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেছিল। সেলিম বলেন, মোদি এবং মমতার ওয়ার্ক স্টাইল এক। উভয়েই দেশের মানুষের ক্ষতি করছেন।

কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে বিজেপি ও তৃণমূল মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছে। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, 'নিরপরাধ ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে।' চুরির নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার পরেও তৃণমূল নেত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মন্ত্রীসভা থেকে সরাতে আড়াই মাস সময় নিলেন কেন, প্রশ্ন তুলেছেন সেলিম।

ক্ষুদ্র বাগানে মজুরি বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার ৩০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানের ৩৫ হাজার শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে জলপাইগুড়িতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির দপ্তরে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে। তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা স্বপন সরকার, সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের পীযূষ মিশ্ররা মজুরি বৃদ্ধি চুক্তি অবিলম্বে সম্পাদন করবার দাবি করেছেন। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'চা বাগানগুলির আর্থিক অবস্থার নিরিখে মজুরি চুক্তি করতে হবে।'

জেলার খেলা

মিত্রর অকশন ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মিত্র সম্মিলনীর পরিচালনায় ও কুমকুম রায়ের সৌজন্যে উদয় দুবে ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজ শনিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন প্রদীপ দে-মলয় বসু, পঙ্কজ মণ্ডল-সঞ্জীব পাল, মুকুল মাহাতো-বিকে রায়, বিপ্লব মজুমদার-নান্টু সরকার, অমল বসাক-বি বসু, সুক্রাশিস সরকার-বাবলু মালাকার, গৌরাঙ্গ ঘোষ-শ্যামল দাস, নয়ন দত্ত-স্বপন মজুমদার, প্রদীপ সরকার-পবিত্র সরকার ও শ্যামল দাস-প্রদীপ রায়।

কুয়াশা ঘেরা সকালে ধান সেদ্ধ। শনিবার ইসলামপুরের কুন্দরগাঁতে। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক

তিনগুণ বয়সি প্রেমিকের সঙ্গে ঘরছাড়া কিশোরী

সমীর দাস

হাসিমারা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কালচিনি ব্লকের হাসিমারার এক কিশোরী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল সরস্বতীপুজোর দিন। তার দু'দিন পরে তার খোঁজ মিলল কোচবিহার জেলার দিনহাটায়। কিশোরীর পরিবারের তরফে হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এর পিছনে নাকি রয়েছে প্রেমের বিষয়।

এবছর সরস্বতীপুজোর দিনই ছিল ভ্যালেন্টাইন্স ডে। প্রেম দিবসেই নিজের থেকে প্রায় ২৩ বছরের বড় এক প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল ওই কিশোরী। এদিকে পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়েই হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযুক্ত তরুণের অবস্থান নির্দিষ্ট করে ফেলে পুলিশ। এরপর শুক্রবার রাতে দিনহাটায় তরুণের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও পুলিশের অভিযান টের পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। তবে পুলিশ ওই তরুণের খোঁজ করছে।

হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করার পর কিশোরীর মেডিকেল টেস্ট করানো হয়। শুক্রবার রাতেই কিশোরীকে আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বছর বারোর ওই কিশোরী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। প্রতিবেশী তরুণের বয়স ৩৫। কিশোরী তাকে মামা বলে ডাকত। বিবাহিত ওই তরুণের পাঁচ সন্তানও রয়েছে। তাদের মধ্যে দুই সন্তান আবার ওই কিশোরীর থেকেও বয়সে বড়। নিজের বয়সের থেকে প্রায় তিনগুণ বড় ওই তরুণের সঙ্গে যে মেয়ের পরকীয়া সম্পর্ক চলছে, তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি কিশোরীর অভিভাবকরা।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেশী মামার হাত ধরে কিশোরী সরস্বতীপুজো দেখতে বের হয়। আর পাঁচজন কিশোরীর মতো ওই কিশোরীও সেদিন শাড়ি পরে বের হয়েছিল। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। এদিকে, ওই প্রতিবেশী তরুণও সেদিন থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায়। উদ্ধারের পর কিশোরী স্বীকার করে নিয়েছে যে, প্রতিবেশী মামার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ওই তরুণের ওপর। পাঁচ সন্তানের বাবা হয়েও অপ্রাপ্তবয়স্ক ওই কিশোরীর সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে কীভাবে জড়াল ওই তরুণ? তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকেই বলছেন, ওই তরুণকে আর এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। তরুণের স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজনও বিষয়টি জানতে পেরে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ আবার বলছেন, সামাজিক মাধ্যমে আজকাল এধরনের অনেক ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে নিজের থেকে অনেক কমবয়সি মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন বয়স্করা। সেসবেরই প্রভাব পড়ছে অল্পবয়সীদের উপর। বলছেন স্থানীয়রা।

ছাত্রীর মাকে নিয়ে পালিয়ে ধৃত

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ধূপগুড়ির 'ঘটনাবহুল ইতিহাস'-এ এমনই আরও একটি ঘটনার সংযোজন। এক তরুণ গৃহশিক্ষক এক ছাত্রীকে পড়াতেন। সেই বাড়িতে রোজ যাওয়া-আসার সুবাদে ওই ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। ক্রমে প্রেম। সমাজ তাঁদের সম্পর্ককে মেনে নেবে না বুঝে দুজনে মিলে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর শ্রীঘরে প্রেমিকের ঠাঁই হয়েছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ধূপগুড়ির বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর তেইশের ওই তরুণ এলাকায় এক ছাত্রীকে পড়াতেন। সেখানে গিয়ে ছাত্রীটির বছর আটত্রিশ বয়সি মায়ের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়েই আলোচনা হত। আর এই সুবাদেই একে অপরের কাছাকাছি আসা শুরু করেন। তবে এই সম্পর্ক সবার সামনে প্রকট হলে তার ফল যে ভালো হবে না তা দুজনেই বেশ ভালো বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রেম তো বড় দায়। তাই সপ্তাহ তিনেক আগে দুজনে ভিনরাজ্যে পালান। কী ঘটেছে তা অবশ্য দুই পরিবার পরে বুঝতে পারে। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে দুই পরিবারই দুজনকে বাড়ি ফিরে আসতে বলে। ওই ছাত্রীর মা বাড়ি ছাড়ার পর তাঁর সন্তান সহ স্বামী ভেঙে পড়েছিলেন। তাই কোনও সমস্যা হবে না বলে জানিয়ে দুজনকে বাড়ি ফিরে আসতে বলা হয়। সেইমতো শুক্রবার রাতে দুজনে ট্রেন থেকে ধূপগুড়ি স্টেশনে নেমে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। তবে পরিচিতরা রাস্তায় দুজনকে চিনে ফেলেন। এনিয়ে ঝগড়া। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে থানায় নিয়ে যায়।

এদিকে, থানায় গিয়ে আরেক কাণ্ড। স্বামী ওই মহিলাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বলে জানান। তিনিও স্বামীর কাছে ফিরতে চান বলে ওই মহিলা জানিয়ে দেন। তারপর দুজনে বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু এদিকে ওই গৃহশিক্ষক তরুণ কিছুতেই ওই মহিলাকে ছাড়তে রাজি নন। আবার গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যে জলঘোলা হয়েছে, সেই তরুণের পরিবার আবার তার দায় নিতে নারাজ। তাঁর পরিবারের কেউ থানায় পর্যন্ত যাননি। বাধ্য হয়ে পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এক গৃহশিক্ষক এহেন ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। শিক্ষকতার মতো পেশাকে ওই তরুণ কলুষিত করেছেন বলে অনেকের অভিযোগ।

টুকরো খবর

হাসিনা-জয়শংকর বৈঠক

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বর্তমানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে মিউনিখে রয়েছেন দু'জন। শনিবার সেই সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। পঞ্চমবার ক্ষমতায় ফেরার জন্য হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান জয়শংকর।

মুম্বইয়ে আগুন

শনিবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মুম্বইয়ের ঘনবসতি এলাকায়। গোভান্দির বাইগনওয়াড়িতে আগুনে পুড়ে গিয়েছে ১৫টি বাড়ি। শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ একটি বাণিজ্যিক ভবনের বন্ধ দোকানে আগুন লাগে। প্লাস্টিক শিট, কাঠের আসবাব থাকার কারণে দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। এক তলার পাশাপাশি দোতলার আবাসিক অঞ্চলের কয়েকটি ঘরেও এবং পাশের বাড়িগুলিতেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

প্যান্ডেল ভেঙে জখম

দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শনিবার সকালে একটি প্যান্ডেল ভেঙে আহত হলেন ২৫ জন। প্যান্ডেলের নীচে কয়েক জন চাপ পড়ে গিয়েছিলেন। প্যান্ডেলের কাঠামো সরিয়ে চাপা পড়ে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার করা হয়। তাঁদের সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্টেডিয়ামের ভিতর একটি প্যান্ডেল তৈরি করা হচ্ছিল। কাজ চলাকালীন সেই কাঠামো ভেঙে পড়ে।

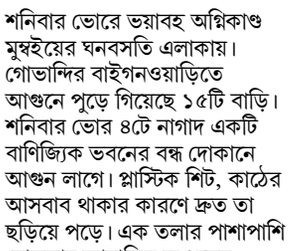

নেল্লোরে বার্ড ফ্লু

অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোরে গত কয়েকদিনে কয়েক হাজার মুরগির মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। চাতাগুন্টলা এবং গুম্মালাডিব্বা এলাকার বেশ কয়েকটি খামারে বহু মুরগির মৃত্যু হয়। খামারগুলি সাময়িক ভাবে বন্ধের নির্দেশ দেয় প্রশাসন। প্রাণীসম্পদ দপ্তর থেকে সব খামারের মুরগির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেই বার্ড ফ্লুর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

রামলালাকে বিশ্রাম

বয়স মাত্র পাঁচ। দিনে টানা ১৮ ঘণ্টা ভক্তসমাগমের ধকল নিতে পারছে না রামলালা। শুক্রবার থেকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাসের অনুরোধে রোজ দুপুরে এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিগ্রহকে। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে মন্দিরের দরজা। ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হয়েছে রামমন্দিরের।

সফরে উপ বিদেশসচিব

ত্রিদেশীয় সফরে রবিবার দক্ষিণ এশিয়ায় আসছেন আমেরিকার উপ বিদেশসচিব রিচার্ড ভার্মা। ভারত ছাড়াও শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ যাওয়ার কথা তাঁর। ভারত-মালদ্বীপ কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন উপ বিদেশসচিবের আসন্ন সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

'জেলে উঁকি দিত শুধু রাতের তারারা'

বন্দিদশায় দুঃসহ অভিজ্ঞতা নাভালনির

মস্কো, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হো-হো-হো নয়, ওহ-ওহ-ওহ। এভাবেই রাশিয়ার আর্কটিক (সুমেরু) জেলের পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছিলেন রাশিয়ার সদ্যপ্রয়াত বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি। পরিস্থিতি যে ক্রমশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তা বোধহয় নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিনের কট্টর সমালোচক। রুশ সংবাদমাধ্যম ও তাঁর আইনজীবীদের সূত্রে যেসব তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে তাতে নাভালনির মৃত্যুর জন্য মস্কোকে দায়ী করছে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি। প্রতিকূল পরিবেশে জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণ থেকে বঞ্চিত রেখে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কিনা নানা মহলে সেই প্রশ্ন উঠেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি মারা যান নাভালনি। মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

মারা যাওয়ার দিনকয়েক আগে আইনজীবীদের মাধ্যমে আদালতে পেশ করা বয়ানে নাভালনি জানিয়েছিলেন, তাঁকে মস্কো থেকে দু'হাজার কিলোমিটার দূরে সাইবেরিয়ার ইয়ামাল-নেনেটসের আইকে-৩ জেল কলোনিতে রাখা হয়েছে। এটি রাশিয়ার শীতলতম অঞ্চলগুলির একটি। তাঁকে জেলের যে সেলে রাখা হয়েছে সেটি প্রচণ্ড ঠান্ডা। মাইনাস ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শীত লাঘবের জন্য তাঁকে মাত্র ২টি পোশাক দেওয়া হয়েছে। নাভালনির কথায়, 'আমার কাছে একটি টুলুপ (কোট) ও উশাঙ্ক (টুপি) রয়েছে। খুব দ্রুত আমাকে একটি ভ্যালেঙ্কি (বুট) দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি এখন সুমেরুর কাছাকাছি থাকি।... হো-হো-হো (উচ্ছ্বাস প্রকাশ) করতে পারছি না। জানলার বাইরে চোখ গেলে ওহ-ওহ-ওহ (উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ) বলতে ইচ্ছা করছে। এখানে প্রথমে রাত, তারপর সন্ধ্যা, তারপর আবার রাত। জেলে উঁকি দেয় শুধু রাতের তারারা'

জেলের পরিস্থিতি কতটা কঠিন বোঝাতে নাভালনি বলেছিলেন, 'আজ হাঁটছিলাম। এখন তাপমাত্রা মাইনাস ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি নয়। অভিনেতা লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও তাঁর দ্য রেভেনেন্ট ছবিতে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে একটি মৃত ঘোড়ার দেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় না সেই কৌশল কাজে লাগবে। এখানে মৃত ঘোড়া ১৫ মিনিটের মধ্যে বরফে পরিণত হবে।' জেল আধিকারিকরা যে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন সেই কথাও আদালতকে জানিয়েছিলেন নাভালনি। মৃত্যুর আগে তাঁকে বারবার 'শাস্তিঘরে' পাঠানোর পাশাপাশি নানা অজুহাতে বড় অঙ্কের জরিমানাও করা হয়। নাভালনির নিজের ভাষ্য ও কারা কর্তৃপক্ষের নথি, দু'দিক থেকে তার আভাস পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলে থাকাকালীন নাভালনিকে ছোটখাটো নিয়ম ভাঙার কারণে মোট ২৭ বার শাস্তিঘরে পাঠানো হয়েছিল। প্রায় ৩০০ দিন ওই সংকীর্ণ, অন্ধকার ও ঠান্ডাঘরে কাটিয়েছিলেন রাশিয়ার বিরোধী নেতা।

রাশিয়ার জেলে তোলা নাভালনির শেষ ছবি।

> আমি এখন সুমেরুর কাছাকাছি থাকি।... হো-হো-হো করতে পারছি না। জানলার বাইরে চোখ গেলে ওহ-ওহ-ওহ বলতে ইচ্ছা করছে। এখানে প্রথমে রাত, তারপর সন্ধ্যা, তারপর আবার রাত।
>
> **অ্যালেক্সেই নাভালনি**
> *রাশিয়ার প্রয়াত বিরোধী নেতা*

তাঁর ওপর যে বিশাল অঙ্কের জরিমানা চাপানো হয়েছে সে প্রসঙ্গে বিচারপতিকে নাভালনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নম্বর পাঠাব। ফেডারেল বিচারক হিসাবে আপনার বিশাল বেতন থেকে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আমার টাকা ফুরিয়ে এসেছে। তাই সাহায্য করুন।'

সামনেই রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ভ্লাদিমির পুতিন ফের দেশের শীর্ষপদের জন্য প্রার্থী হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এমন সময় তাঁর কট্টর বিরোধীর মৃত্যু রাশিয়ার রাজনীতিকে কতটা প্রভাবিত করে এখন সেদিকে তাকিয়ে পর্যবেক্ষকরা।

পুতিনের শাস্তি দাবি কারাগারে মৃত বিরোধী নেতার স্ত্রী'র

মস্কো, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে প্রেসিডেন্ট পুতিন? অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যুর পর বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জার্মান চ্যান্সেলার ওলাফ শোলেজ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ফন্ডের লিয়েনের মতো অনেকে নাভালনির মৃত্যুর জন্য রুশ সরকারকে দায়ী করেছেন। পুতিনকে 'দানব' বলেছেন কানাডার প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডো। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, 'নাভালনি সাহসের সঙ্গে পুতিন সরকারের দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নাভালনির মৃত্যুর জন্য দায়ী পুতিন।'

রাশিয়ার বিরোধী নেতার মৃত্যু জন্য সরাসরি প্রেসিডেন্ট পুতিনের দিকে আঙুল তুলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলাদিমির জেলেনস্কি। শনিবার তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন নাভালনির স্ত্রী ইউলিয়াও। তাঁর অভিযোগ, নাভালনির মৃত্যুর পিছনে পুতিনের হাত রয়েছে। এর জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ও তাঁর সঙ্গীদের শাস্তি পেতে হবে বলে জানিয়েছেন ইউলিয়া।

রাশিয়ায় 'অপশাসন'-এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহলকে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য, 'রাশিয়ার সরকারি সূত্রে যেসব দাবি করা হয়েছে সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা পুতিন ও তাঁর সরকারকে বিশ্বাস করতে পারি না। ওঁরা অনবরত মিথ্যা বলেন।' ইউরোপে স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকা রুশ লেখক বোরিস আকুনিন বলেন, 'নাভালনির বিরুদ্ধে যা যা করা যায় তার কিছুই বাদ দেননি একজন স্বৈরাচারী। নাভালনি আর নেই, কিন্তু তিনি অবিনশ্বর।'

আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠলেও রাশিয়ার প্রচারমাধ্যম নাভালনির মৃত্যুর কারণ নিয়ে নীরব। তাদের দাবি, নাভালনির মা লুডমিলা নাভালনি তাঁর ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছেন, ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখনও সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন বিরোধী নেতা।

বিজেপির জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। শনিবার নয়াদিল্লিতে।

মোদি অনড় ৩৭০-এ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : 'জয় শ্রীরাম' এবং 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'। এই স্লোগান দুটিই এখন বিজেপির তামাম নেতা-কর্মীর লোকসভা ভোটে জেতার মূলমন্ত্র। শনিবার থেকে ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছে বিজেপির দু-দিনব্যাপী জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক। তাতে আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভা ভোটে বিজেপির আসনসংখ্যা ৩৭০ এবং এনডিএ-র আসনসংখ্যা ৪০০ করার সংকল্প নেওয়া হয়।

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে বলেন, 'আজকের বৈঠকে দলীয় কর্মীদের মার্গদর্শন করান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছেন, বিজেপি এবারের ভোটে ৩৭০টি এবং এনডিএ ৪০০টি আসন পাবে। ৩৭০ শুধু একটি সংখ্যা নয়। বরং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।' তাওড়ের কথায়, 'মোদি বলেছেন, আমাদের প্রচার শুধু গরিবদের উন্নয়ন এবং বিশ্বমঞ্চে দেশকে গর্বের স্থানে পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। মানুষকে এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হবে।' বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার কথায় ছিল ১০ বছরের মোদি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'দায়িত্ব পালন করাটা খুবই কঠিন কাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের প্রধান সেবক হিসেবে হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও দলকেই অগ্রাধিকার দেন। কীভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব সেই কথা প্রতি মুহূর্তে ভাবেন তিনি।'

বিজেপি কীভাবে মাত্র ২টি আসন থেকে ৩০০ সাংসদের দলে পরিণত হল সেই ইতিহাসও স্মরণ করেন নাড্ডা। তিনি বলেন, 'কিছু মানুষ আমাদের ব্যঙ্গ করে বলতেন আমরা মন্দির বানাব ঠিকই তবে কবে সেটা হবে তা আমরা বলতে পারব না। ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।' তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপি এখন বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক দল। ২০১৪ সালের আগে মাত্র ৫টি রাজ্যে আমাদের সরকার ছিল। এখন এনডিএ-র শাসনাধীন রাজ্যের সংখ্যা ১৭।' শনিবার সকালে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, জেপি নাড্ডা, রাজনাথ সিংরা ভারত মণ্ডপমে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করেন। সারাদেশ থেকে বিজেপির তাবড় মুখ্যমন্ত্রী, নেতা, কর্মী সহ ১১৫০০ প্রতিনিধি কর্মসমিতির বৈঠকে যোগ দিয়েছেন।

সীমান্তে চিনের নাগরিক পাহারা

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : লাদাখ থেকে সিকিম-অরুণাচলপ্রদেশ। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলএসি) বরাবর একের পর এক বসতি গড়ছে চিন। রাতারাতি গজিয়ে ওঠা গ্রামগুলির অধিকাংশ এখনও জনবিরল। এবার সেইসব গ্রামে স্থায়ীভাবে নাগরিকদের থাকার ব্যবস্থা করছে চিন সরকার। বেজিংয়ের তরফে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বশাসিত তিব্বত প্রশাসনকে।

ভারতীয় প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার গা ঘেঁষে চিনের ৬২৮টি প্রতিরক্ষা গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিনা ভাষায় এগুলিকে বলা হয় 'ইয়াওকাং' বা আদর্শ গ্রাম। ২০১৯-এর আশপাশে এগুলি গড়ে উঠলেও এতদিন কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। চিনা সেনা মাঝে মাঝে গ্রামের রাস্তায় টহল দিত। কিন্তু কয়েকমাসে গ্রামগুলিতে সাধারণ মানুষের যাতায়াত বেড়েছে। তাঁদের চিনের দূরবর্তী এলাকাগুলি থেকে আনা হয়েছে। চিনা নাগরিকরা সীমান্ত গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাচ্ছে তিব্বত প্রশাসন।

লাদাখ সীমান্তে রয়েছে ১৭টি গ্রাম। হিমাচলপ্রদেশ, সিকিম ও অরুণাচল সীমান্তেও এ ধরনের গ্রাম নজরে এসেছে। অরুণাচলের তাওয়াংয়ের খুব কাছে গজিয়ে উঠেছে চিনা বসতি। ভারতীয় সেনা সূত্রে খবর, গ্রামগুলি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সবই এলএসি'র ওপারে চিনের এলাকায় অবস্থিত। ভারত সীমান্তে এভাবে কৃত্রিম বসতি তৈরি চিনের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার অঙ্গ। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ইয়াওকাং-কে বাহ্যিকভাবে বেসামরিক বসতি বলে মনে হলেও এটি আসলে চিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প পরিকাঠামো। গ্রামগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিশাল সংখ্যায় সেনাকে সেখানে মোতায়েন করা যায়। তখন সাধারণ নাগরিকদের পিছনে ঠেলে বাড়িগুলিকে ব্যারাকে পরিণত করা হবে। চিনা সেনার বড় শিবিরগুলি থেকে গ্রামে রসদ আনার জন্য রাস্তাঘাট তৈরির কাজ আগেই শেষ হয়েছে।

চিনের সীমান্ত গ্রামে বাড়ির যে ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তার সঙ্গে তিব্বতি গ্রামের মিল নেই। উপগ্রহ চিত্রে দেখা গিয়েছে, সেখানকার অনেক ঘরবাড়ি অতিশক্তপোক্তভাবে তৈরি করা হয়েছে। বাড়িগুলির অবস্থান মূলগতভাবে প্রতিরক্ষামূলক। সব মিলিয়ে চিন যে ভারত সীমান্তে সুবিধাজনক অবস্থান পৌঁছোতে চাইছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ঘুম ভাঙলেই হাতে স্মার্টফোন ৮৪ শতাংশ ভারতীয়ের

বস্টন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, মানুষের নিত্যসঙ্গী এখন স্মার্টফোন। কারণে অকারণে স্মার্টফোন নির্ভরতা বাড়ছে ভারতীয়দের মধ্যে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৮৪ শতাংশ ভারতীয় স্মার্টফোন ব্যবহারকারী ঘুম থেকে ওঠার ১৫ মিনিটের মধ্যেই নিজের ফোন চেক করেন। সেই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ভারতীয়রা তাঁদের স্মার্টফোন দিনে গড়ে ৭০ থেকে ৮০ বার ঘাঁটাঘাঁটি করেন। গ্লোবাল

ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং কোম্পানি 'বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ' (বিসিজি) স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের ওপর একটি সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনেই ভারতীয়দের স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয়রা তাঁদের স্মার্টফোন ব্যবহারের বেশিরভাগ সময়ই কোনও 'কন্টেন্ট স্ট্রিমিং' করে খরচ করেন।

২০১০ সালে যেখানে ভারতীয়রা দিনে স্মার্টফোন ব্যবহারের পিছনে মোট দু'ঘণ্টা সময় খরচ করতেন, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, এখন ভারতীয়রা গড়ে সারা দিনে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। ২০১০ সালে মানুষ এসএমএস এবং ফোন কল করার জন্যই স্মার্টফোনের ব্যবহার করতেন। এখন মাত্র ২০ থেকে ২৫ শতাংশ সময় ফোন কল করার ক্ষেত্রে খরচ করেন।

কারাবন্দিরা অন্তঃসত্ত্বা, সুপ্রিম তলব

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জেলে কয়েদিরা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছেন কীভাবে? বাংলার মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই মামলায় এবার সব রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করা হল। জেলে মহিলারা কী অবস্থায় আছেন, তা জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। রিপোর্ট দিয়ে সব রাজ্যকে সেই তথ্য জানাতে হবে। এ বিষয়ে সব রাজ্যকে নোটিশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। শুক্রবার জেলে মহিলা কয়েদিদের মামলার শুনানি

ছিল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি হিমা কোহলি এবং আসানুদ্দিন আমানুল্লাহের বেঞ্চ এই মামলায় কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে কারাগারগুলিতে মহিলা বন্দিদের কী অবস্থায় রাখা হয়েছে, তাঁদের জন্য কী পরিষেবা রয়েছে, খোঁজ নেবে ওই কমিটি। জেলের ভিতর মহিলা কয়েদিদের অবস্থা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আদালতবান্ধব তাপস ভঞ্জ। তিনি জানিয়েছিলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারের মহিলা বন্দিরা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছেন। তাপসের জমা দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারে ১৯৬ জন শিশু জন্ম নিয়েছে। সম্প্রতি, আলিপুর মহিলা জেলেও একজন কয়েদি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। তাই বিচার চেয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। তাঁর আর্জি, রাজ্যের সমস্ত মহিলা সংশোধনাগার বা যেসব সংশোধনাগারে মহিলা সেল রয়েছে, সেখানে যেন কোনও পুরুষকে ঢুকতে দেওয়া না হয়। পরিসংখ্যান দেখে এই মামলা স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট।

মাঘ মেলায় ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানে সাধুরা। শনিবার প্রয়াগরাজে।

চিনের তালিবানকে স্বীকৃতি

বেজিং, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা করল চিন। কিছু দিন আগে কাবুলের চিনা দূতাবাসে নতুন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কূটনীতিক ঝাও শেংকে নিযুক্ত করেছিল প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সরকার। তালিবান সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ হাসান আখুন্দের সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎও করেছিলেন ঝাও। এবার বেজিংয়ের আফগান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত হিসাবে তালিবান সরকার নিযুক্ত বিলাল করিমিকেও স্বীকৃতি দিল চিন।

গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে আড়াই বছর আগে ক্ষমতা দখল করলেও এখনও রাষ্ট্রপুঞ্জে স্বীকৃতি পায়নি তালিবান সরকার। ভারত, আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সঙ্গেই তাদের স্বীকৃত কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে চিনই প্রথম কাবুলের মৌলবাদী শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা করল। দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তাদের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

কূটনীতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, গত আড়াই দশকে বদলে গিয়েছে বিশ্ব রাজনীতি। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গত ২৫ বছরে ভোলবদল হয়েছে চিনের।

পাক ভোটে দুর্নীতির অভিযোগ আমলার

ইসলামাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত পার্লামেন্ট ভোটে কারচুপি করে হারানো হয়েছে ইমরান খানের পিটিআইকে। শনিবার এমনটাই দাবি করেছেন পাকিস্তানের এক সরকারি আধিকারিক। পার্লামেন্ট ভোটে একটি আসনে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

লিয়াকত আলি চাট্টা নামে ওই আধিকারিক রাওয়ালপিণ্ডির কমিশনার পদে ছিলেন। নিজের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি জানিয়েছেন, স্থানীয় সংসদীয় আসনগুলিতে পিটিআই সমর্থিত প্রার্থীকে হারাতে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন তিনি। চাট্টা বলেন, 'আমরা ১৩টি কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করেছি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসলে ৭০ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছেন। এমন জঘন্য অপরাধের জন্য আমি নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেব।'

পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন অবশ্য চাট্টার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ও গোপনীয়তা আইনভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিন প্রাক্তন আমলার অভিযোগকে সামনে রেখে আন্দোলনে নেমে পড়েছেন ইমরান খানের সমর্থকরা। এদিন লাহোর, করাচি, ইসলামাবাদ সহ বহু শহরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

বাবার বিরুদ্ধে থানায় ছেলে

বেজিং, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বাবা দিদিকে বেশি আদর করে, তাকে করে না। এই অভিযোগ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে থানায় হাজির একরত্তি বালক। একবার নয় অন্তত আটবার সে থানায় গিয়েছে বাবার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। ঘটনাটি চিনের হুনান প্রদেশের। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন নেটিজেনরা।

হুনান পুলিশ জানিয়েছে, বছর দশেকের বালকটি শেষবার থানায় আসে গত ২৮ জানুয়ারি। তীব্র শীতের মধ্যে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে সে থানায় যায়। এই সময় তার গায়ে কোনও শীতপোশাক ছিল না। ছিল শুধু পাতলা একটি টি-শার্ট। ভিডিওতে দেখা যায়, থানায় আসার পর এক পুলিশকর্তার পাশে বসে বালকটি কেঁদে কেঁদে কথা বলছে। পুলিশ আধিকারিক তার কাছে জানতে চান, কার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ জানাতে এসেছে। জবাবে ক্ষোভের সঙ্গে ছেলেটি বলে তার নালিশ বাবার বিরুদ্ধে।

চিনে ভাইরাল ভিডিও

ভিডিওতে দেখা যায়, বালকটি থানার আধিকারিকের পাশে বসে কথা বলার সময় তার বাবা আসেন গরম জামা নিয়ে। তিনি ছেলেকে তা পরানোর চেষ্টা করলেও সে পরতে চায়নি। রীতিমতো রাগ দেখিয়ে বাবাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

পুলিশকর্তা বালকটির কাছে জানতে চান, 'কেন তুমি কোট পরবে না?' জবাবে ছেলেটি বলে, সে কোনও কোট পছন্দ করলে বাবা বলেন, 'এটা তোমার জন্য না। আসলে বাবা দিদিকে বেশি ভালোবাসে। তাই আমার ভালো লাগাকে পাত্তা দেয় না।'

আজব দুনিয়া

ভিডিও গেমে শিরোপা শেফের

দানের জন্য রেকর্ড করলেন হাঙ্গেরির শেফ। সেই রেকর্ড রন্ধনশিল্প থেকে আসেনি। ভিডিও গেম খেলায় এসেছে। অনলাইনে ৬০ঘণ্টা ভিডিও গেম খেলে রেকর্ড করেছেন হাঙ্গেরির বার্নাবাস ভুজিটি সোলনে। তাঁর খেলার পুরোটা লাইভ স্ট্রিম করা হয়েছে। বিশ্বরেকর্ড অর্জন থেকে পাওয়া অর্থের পুরোটাই দানে ব্যয় করা হবে।

নিলামে লেবু লক্ষাধিক

লেবুর দাম খুব বেশি হলে ২০ বা ৩০ টাকা। ইংল্যান্ডের শর্পশায়ারে নিলামে একটি লেবুর দাম উঠেছে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা (১ হাজার ৭৮০ মার্কিন ডলার)। লেবুটির বয়স ২৮৫ বছর। একটি পরিবারের পুরোনো আলমারির ড্রয়ারে ছিল। আলমারি নিলামের সময় লেবু চোখে পড়ে। লেবুতে ১৭৩৯ সাল লেখা। ক্রেতারা আলমারিতে নয়, আগ্রহ দেখিয়েছেন লেবুতে।

দুধের স্রোত নালা দিয়ে

নালা দিয়ে বেরোচ্ছে দুধের স্রোত। গ্যালন, গ্যালন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডের লিঞ্চবার্গে ৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। সাধারণ মানুষ ৯১১-তে ফোন করেন। ছুটে আসেন দমকলকর্মীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, দুধ নষ্ট হয়েছে ভেবে প্রচুর দুধ পাশের একটি নালায় ছেড়ে দিয়েছিলেন দুগ্ধ খামারের কর্মীরা।

কমল ফোটার জল্পনা পদ্মে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : অনেকটা যেন হারাধনের ১০টি ছেলে... কবিতার মতো দশা কংগ্রেসের। একে একে নিভিছে দেউটি। মহারাষ্ট্রের অশোক চ্যবনের পর মধ্যপ্রদেশের কমল নাথের বিজেপিতে যোগ-জল্পনা এখন তুঙ্গে। তাঁর ছেলে নকুল নাথ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেস পরিচয়টা মুছে দিয়েছেন। তিনি মধ্যপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত সাংসদ। কমল নাথ নিজে দিল্লি পৌঁছেছেন বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক চলাকালীন।

চর্চা আরও উসকে উঠেছে মধ্যপ্রদেশের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হেঁয়ালি ভরা মন্তব্যে। তাঁর বিজেপি যোগ তিনি স্বীকার না করলেও অস্বীকার করেননি। দিল্লি পৌঁছনোর পর সাংবাদিকদের তিনি শনিবার বলেছেন, 'এই খবর সত্যি হলে সবার আগে আপনাদের জানাব।' তাঁর প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা নরেন্দ্র সালুজা ইতিমধ্যে কমল ও নকুলের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। সালুজা এখন বিজেপি মুখপাত্র বলে অনেকে দুয়ে দুয়ে চার করছেন।

সপুত্র কমল দিল্লিতে থাকায় রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে যে, দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের মধ্যেই তাঁরা বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে পারে। তিনি কংগ্রেসে স্বস্তিতে নেই বলে নিজের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ইতিমধ্যে বলেছেন কমল নাথ।

কংগ্রেস পরিচয় মুছলেন নকুল

মধ্যপ্রদেশের গত বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের দায় তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায়। প্রদেশ সভাপতির পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে।

এরপর তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ফিরতে আগ্রহী হন। কিন্তু রাজ্যসভা ভোটে কংগ্রেস প্রার্থী না করায় তিনি দলবদলের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি ভিডি শর্মাও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, 'কমল নাথ বিজেপিতে এলে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে।' খবর ছড়িয়েছে, কমল-পুত্রকে তাঁর পুরোনো কেন্দ্র ছিন্দওয়ারায় লোকসভা ভোটে মনোনয়ন দিতে পারে বিজেপি।

যদি এই জল্পনা সত্যি হয়, তাহলে সেটা কংগ্রেসের পক্ষে বড় ধাক্কা নিঃসন্দেহে। নেহরু-গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ কমল নাথ। তাঁর দলত্যাগে হতাশা নামতে পারে কংগ্রেস কর্মীদের মনে। কংগ্রেসের মধ্যপ্রদেশ নেতৃত্বের অবশ্য আশা, কমল আর যাই হোক, কংগ্রেস ছাড়বেন না। দলের প্রদেশ সভাপতি জীতু পাটোয়ারি বলেন, 'কমল নাথকে ইন্দিরা গান্ধি তৃতীয় সন্তান বলে মনে করতেন। উনি স্বপ্নেও কংগ্রেস ছাড়ার কথা ভাবতে পারেন না। ওঁর বিজেপিতে যাওয়ার খবর স্রেফ গুজব।'

আরেক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংয়ের বক্তব্য, 'আমি গতকালই কমল নাথের সঙ্গে কথা বলেছি। যিনি নেহরু-গান্ধি পরিবারের সঙ্গে এতদিন রয়েছেন, তিনি কি সোনিয়া ও ইন্দিরা গান্ধির পরিবার ছেড়ে যেতে পারেন?' তবে রটনা সত্যি হলে কংগ্রেস কী করবে? উত্তরে তাঁর মন্তব্য, 'যাঁরা ভয় পাচ্ছেন বা বিক্রি হচ্ছেন, তাঁরাই চলে যাচ্ছেন।' কমল বিজেপিতে যোগ গেলে কংগ্রেসত্যাগী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ১২। একের পর এক কংগ্রেস নেতার দলত্যাগ ভোটের আগে তাদের যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে। কমলনাথ দল ছাড়লে অস্বস্তি আরও বাড়বে।

> সপুত্র কমল দিল্লিতে থাকায় রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে যে, দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের মধ্যেই তাঁরা বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে পারে।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ১২

চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বাজি তৈরির জন্য বিখ্যাত তামিলনাড়ুর বিরুধুনগর। শনিবার সেখানে এক বাজি কারখানায় ঘটল ভয়াবহ বিস্ফোরণ। কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৭। অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিরুধুনগরের রামুথেবনপট্টিতে ইউনার নামে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে।

এদিন দুপুরে বাজির মশলা তৈরির সময় দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে ৩টি বাড়ি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আগুন লেগে যায় আশপাশের বাড়িঘরে। ভাইরাল ভিডিওতে বিশাল এলাকাকে কার্যত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হতে দেখা গিয়েছে। তবে ভিডিওর সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ভেঙে পড়া বাড়িঘরে কয়েকজন শ্রমিক আটকে পড়েছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে ৮টি মৃতদেহের খোঁজ মেলে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আরও ৪ জনকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ুতে বাজি কারখানার লাইসেন্স পেতে নির্দিষ্ট নিয়ম মানতে হয়। দরকার পড়ে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্রের। বাজি তৈরির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বাজির মশলা মেশানোর দায়িত্বে থাকবেন ২ জন শ্রমিক। কিন্তু বিস্ফোরণের পর হতাহতের সংখ্যা থেকে স্পষ্ট যে সেখানে উপস্থিত শ্রমিকের সংখ্যা দুয়ের বেশি ছিল। মৃতদের পরিবার পিছু ৩ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন।

১২ আত্মীয়কে মেরে পুলিশের গুলিতে হত তরুণ

তেহরান, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে ঢুকেই পরিবারের লোকদের ওপর হামলা চালালেন এক তরুণ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বন্দুক বের করে একের পর এক গুলি করলেন তিনি। বাবা, দাদা সহ নিজের পরিবারের ১২ জনকে খুন করার অভিযোগ উঠল ইরানের ওই তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি স্বীকার করেছে ইরানের বিচার বিভাগ। পুলিশ সূত্রে খবর, পারিবারিক অশান্তির জেরেই পরিবারের প্রায় সকলকে খুন করেন ওই ব্যক্তি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের একটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে। ৩০ বছর বয়সি ওই অভিযুক্ত বছর তিরিশের তরুণ পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। হামলাকারীর পরিচয় এখনও প্রকাশ করেনি স্থানীয় পুলিশ। কেরমান প্রদেশের বিচার বিভাগের প্রধান ইব্রাহিম হামিদি জানিয়েছেন, হামলাকারীর পরিবারের মধ্যে দিনকয়েক ধরে ঝামেলা চলছিল। সেই ঝামেলাই শনিবার চরমে ওঠে। রাগের মাথায় বাবা, দাদা সহ পরিবারের ১২ জনকে গুলি করেন অভিযুক্ত।

কেরমান প্রদেশের পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। যে সময় পুলিশ গ্রামে যায় তখনও অভিযুক্তের হাতে বন্দুক ধরা ছিল। পুলিশকে নিশানা করে গুলিও চালান তিনি। পুলিশ বারবার তাঁকে ধরা দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু ধরা না দিয়ে পুলিশের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালানোর চেষ্টা করেন ওই তরুণ। সেই সময়ই পুলিশ তাঁকে নিরস্ত্র করতে পালটা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তরুণের। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত তরুণ অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন পরিবারের ওপর।

২০২২ সালে এক ব্যক্তি অফিসের মধ্যেই গুলি চালান। তারপর আত্মঘাতী হন। এই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৬-র এক তরুণের বিরুদ্ধে গুলি করে ১০ জনকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল।

সন্দেশখালি নিয়ে নিন্দা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠকেও উঠে এল সন্দেশখালির ঘটনা। দলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে ওই ঘটনার। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ওই প্রস্তাবটি পেশ করেন। সন্দেশখালির ঘটনাকে লজ্জাজনক বলে আখ্যা দেন তিনি। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের ওপর যেধরনের নিপীড়ন করা হয়েছে এবং দিনের পর দিন ধরে তাঁরা হিংসার সম্মুখীন হয়েছেন তা নিন্দাজনক। তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে বিজেপির নেতা-কর্মীরা লড়াই করছেন তারও প্রশংসা করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রস্তাবে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দলের ভোট ছিল ১০ শতাংশ। এখন ৭৭টি আসন অর্থাৎ ৩৮.৫ শতাংশ ভোট রয়েছে বিজেপির।' পশ্চিমবঙ্গে আগামীদিনে বিজেপি সরকার গড়বে বলেও দাবি করেন নাড্ডা।

শনিবার নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্র বারাণসীতে ন্যায় যাত্রায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

গুলজারের জ্ঞানপীঠ

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ৫৮তম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন বিশিষ্ট উর্দু কবি তথা বলিউডের খ্যাতনামা গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা গুলজার। তাঁর সঙ্গেই জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাচ্ছেন সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত জগৎগুরু রামভদ্রাচার্য। শনিবার জ্ঞানপীঠ নির্বাচন কমিটির তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের সমসাময়িক উর্দু কবিদের মধ্যে অন্যতম নাম হল গুলজার। চলচ্চিত্র পরিচালক এবং গীতিকার হিসেবে বলিউডের অগুণতি সিনেমায় কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন তিনি। কয়েক দশক আগে তাঁর লেখা গানগুলি বর্তমান প্রজন্মকেও বুঁদ করে রাখে। ৮৯ বছরের গুলজার ২০০২ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। ২০০৪ সালে পদ্মভূষণ পান তিনি। ২০১৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে সম্মানিত হন তিনি। পাঁচবার জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন গুলজার। অপরদিকে চিত্রকূটের তুলসীপীঠের প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রধান রামভদ্রাচার্য বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে সুপরিচিত। ১০০টিরও বেশি বই লিখেছেন তিনি। ২০২২ সালে গোয়ার লেখক দামোদর মাউজো জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আমিরের পর্দার কন্যা সুহানি প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আমির খানের 'দঙ্গল' ছবিতে শিশুশিল্পী হিসাবে তাঁর অভিনয় দাগ কেটেছিল সিনেপ্রেমীদের মনে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন দঙ্গলে ববিতা ফোগতের চরিত্রে অভিনয় করা সেই সুহানি ভটনাগর। ববিতার বাবা মহাবীর ফোগতের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল খোদ আমিরকে। জনমানসে মিস্টার পারফেকসনিস্টের অনস্ক্রিন কন্যা হিসাবে পরিচিত ছিলেন সুহানি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বলিউডে।

আমির খানের প্রযোজনা সংস্থার তরফে এক্স পোস্টে লেখা হয়েছে, 'সুহানির মৃত্যুর খবরে আমরা মর্মাহত। ওঁর মা পূজা ও গোটা পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। ওঁকে ছাড়া দঙ্গল অসম্পূর্ণ হত। সুহানিকে আমরা সবসময় একজন তারকা হিসাবে মনে রাখব। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।' সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে পা ভেঙে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি হন সুহানি। ওষুধ থেকে তাঁর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শরীরে জলীয় পদার্থ জমতে শুরু করে। অবস্থার অবনতি ঘটে। হাসপাতালেই মারা যান সুহানি। শনিবার ফরিদাবাদে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

আদালতে ভার্চুয়াল হাজিরা কেজরির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : একই দিনে বিধানসভায় আস্থা ভোট এবং বারবার কেনো ইডির সমন এড়িয়ে যাচ্ছেন তার জবাবদিহির জন্যে আদালতে উপস্থিত হওয়ার ডাক। যার সমাধানে, এক ঢিলে দুই পাখি মেরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শনিবার সকালে রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে হাজিরা দেন। অন্যদিকে এদিনই দিল্লি বিধানসভায় আস্থাভোটের ডাক দিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। তিনি জানান, দিল্লি বিধানসভায় আস্থাভোট থাকার কারণে তিনি সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে পারছেন না। আদালতের কাছে তিনি আবেদন জানান, সশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য তাকে যেন পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়। বাজেট অধিবেশন চলছে, যা চলবে ১ মার্চ পর্যন্ত। সেই মতো কেজরিওয়ালকে আদালত ১৬ মার্চ সকাল ১০ টায় আদালতে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিয়েছে। এদিন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে আইনজীবী রমেশ গুপ্তা আদালতে হাজির হন। আর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এদিকে শুক্রবার হঠাৎই দিল্লি বিধানসভায় আস্থা ভোটের ঘোষণা করা হয়। আম আদমি পার্টির বিধায়কদের, বিজেপি কিনতে চাইছে বলে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ তুলছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই আবহেই শনিবার দিল্লি বিধানসভার আস্থা ভোট ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এদিন ৫৪ জন বিধায়কের ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আম আদমি পার্টি। এরপরই বিধানসভার অধিবেশন সোমবার ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়েছে। আস্থা প্রস্তাবের আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আবগারি কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করে বলেছেন, 'আমাদের গ্রেপ্তার করা হলেও আমাদের চিন্তাধারাকে আটকানো যাবে না'। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে কেজরিওয়াল বলেন, 'বিভিন্ন রাজ্যে দল ভাঙা হচ্ছে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে সরকার ফেলে দেওয়ার কাজ করছে বিজেপি'। শনিবার ধ্বনিভোটে জয়লাভ করে কেজরিওয়ালের হুংকার, ২০২৯ সালে আম আদমি পার্টি দেশকে বিজেপি মুক্ত করবে।

পাওয়ার গড়ে কি এবার ননদ-বৌদি লড়াই

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কাকা-ভাইপোর পর এবার ননদ-বৌদি লড়াই ঘিরে পারদ চড়তে শুরু করেছে এনসিপিতে। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে জোর জল্পনা, আসন্ন লোকসভা ভোটে পুনের বারামতী আসনে শারদ পাওয়ারের মেয়ে সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রী সুনেত্রাকে প্রার্থী করতে পারেন অজিত পাওয়ার। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, স্ত্রী নয়, ছেলে পার্থকেই এবার সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে প্রার্থী করতে পারেন অজিত পাওয়ার। শারদ পাওয়ারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ২০১৯ সালে অজিত-পুত্র পার্থ মাভাল লোকসভা আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু সেবার শিবসেনা প্রার্থীর কাছে ২ লক্ষেরও বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি।

শুক্রবার বারামতীর ভোটারদের কাছে এক আবেগঘন বক্তৃতায় অজিত বলেছেন, 'প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন এমন আনকোরা প্রার্থীকে যেন মানুষ এবার ভোট দেন। কারণ, তিনি আগামী প্রজন্মের কল্যাণের জন্য কাজ করবেন। তবে ওই ব্যক্তি অভিজ্ঞ লোকজনের সমর্থন পাবেন।' জবাবে শারদ পাওয়ার বলেন, 'গোটা পরিবার একদিকে আর উনি অন্যদিকে। এসব বলে মানুষকে আবেগপ্রবণ করছেন উনি। গণতন্ত্রে প্রত্যেকের ভোটে লড়ার অধিকার আছে।'

স্ত্রী না পুত্র কাকে প্রার্থী করা হবে তা অবশ্য জানাননি অজিত। তাই জল্পনার পারদ আরও চড়েছে। শনিবার বারামতী এলাকার বিভিন্ন স্থানে সুনেত্রা পাওয়ারের পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয়। গত কয়েকদিন ধরে অজিত ও সুনেত্রা পাওয়ারের ছবি, পোস্টার লাগানো একটি গাড়ি বারামতী চষে ফেলছে। দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে পাওয়ার পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বারামতী লোকসভা কেন্দ্রের নাম। শারদ পাওয়ার ১৯৮৪ ও ১৯৯১ সালে এবং তারপর ১৯৯৬ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সেখান থেকে সাংসদ হয়েছিলেন। ২০০৯ থেকে তাঁর মেয়ে সুপ্রিয়া সুলে ওই কেন্দ্রের সাংসদ। কাজেই এই আসন শারদ পাওয়ারের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে সহজ কাজ নয়, সেটা অজিত পাওয়ারও জানেন। কাকার হাতে তৈরি দল এবং নির্বাচনি প্রতীক ঘড়ি ছিনিয়ে নেওয়ার পর অজিতের এবার লক্ষ্য বারামতী আসন। আর তাই ওই আসনে হয় নিজের স্ত্রী নয়তো পুত্রকে প্রার্থী করে 'বিজয় বৃত্ত' সম্পূর্ণ করতে চান তিনি।

বারামতীর ভোটারদের অজিত বলেন, 'মানুষ আপনাদের কাছে আসবে এবং আবেগপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের কাছে ভোট চাইবে। আপনারা আবেগের ওপর ভর করে ভোট দেবেন নাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়নের জন্য ভোট দেবেন সেটা আপনারাই ঠিক করবেন।' অজিত-পত্নী সুনেত্রা রাজনীতিতে আনকোরা হলেও একেবারে অপরিচিত নন। শারদ পাওয়ারের একদা ঘনিষ্ঠ সহযোগী পদমসিন পাতিলের বোন সুনেত্রা বারামতীতে একটি এনজিও চালান। তিনি স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে প্রচারের কাজও শুরু করেছেন।

টুকরো খবর

'ত্রুটিপূর্ণ' গণতন্ত্র

গত বছর বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র সূচকের পতন হয়েছে, জানাচ্ছে একটি ব্রিটিশ সংস্থা। লন্ডনের 'ইকনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)-এর এই রিপোর্টে ১৬৫টি স্বাধীন রাষ্ট্র ও দু'টি অঞ্চলের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে যথাক্রমে নরওয়ে, নিউজিল্যান্ড এবং আইসল্যান্ড। তালিকার একদম নীচে রয়েছে উত্তর কোরিয়া, মায়ানমার এবং আফগানিস্তান।

নৌসেনাকে ২৯০০ কোটি

ভারতীয় জলসীমায় নজরদারি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে একডজনেরও বেশি বিমান কিনছে ভারত। বিমানগুলি কেনা হচ্ছে এয়ারবাস এসই-র কাছ থেকে। এর জন্য কোষাগার থেকে দিতে হবে ২,৯০০ কোটি টাকা। এই বিমানগুলি দেওয়া হবে ভারতীয় নৌবাহিনী এবং উপকূলরক্ষীবাহিনীকে। দেশের বিশাল সমুদ্র এলাকাজুড়ে নজরদারি চালাবে এই বিমানগুলি।

জঙ্গি অর্থে চলে এক্স!

সন্ত্রাসবাদীদের টাকায় পুষ্ট হচ্ছে মাইক্রো-ব্লগিং সাইট 'এক্স'! অর্থের বিনিময়ে নাকি জেহাদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মটি থেকে। সম্প্রতি 'টেক ট্রান্সপারেন্সি প্রোজেক্ট' নামের একটি সংস্থা এই দাবি করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকায় নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো দিব্বি এক্স হ্যান্ডেল ব্যবহার করছে।

টিকটকে বাইডেন

এবছরই প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন রয়েছে আমেরিকায়। জো বাইডেনের বয়স নিয়ে জোর চর্চা চলছে মার্কিন মুলুকেই। বছর একাশির বাইডেনকে আরও একবার প্রার্থী করা হবে কি না, তা নিয়ে চলছে কাটাছেঁড়া। এসবের মধ্যেই এবার টিকটকে চলে এলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভোট বড় বালাই, তাই টিকটকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তিনি।

পাক নাগরিক গ্রেপ্তার

সীমান্ত পেরিয়ে পঞ্জাব হয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছিলেন পাকিস্তানের এক নাগরিক। গুরদাসপুরের কাছে সেই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বিএসএফ সূত্রে খবর, ধৃত পাক নাগরিকের কাছ থেকে সন্দেহজনক কোনও কিছু উদ্ধার হয়নি। তবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পঞ্জাব পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

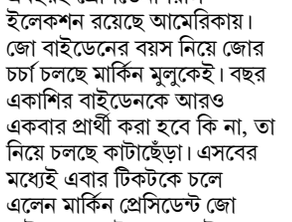

ছড়াচ্ছে আলাস্কা পক্স

ঋতু বদলের এই সময় হাম, পক্সের প্রকোপ বাড়ে। কিন্তু নতুন রকম ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায়। পক্সের মতো উপসর্গ তবে অনেক বেশি ভয়ংকর। ইতিমধ্যে আলাস্কায় এক বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানকার স্বাস্থ্য দপ্তর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নাম দিয়েছে আলাস্কা পক্স। আলাস্কায় অনেকের মধ্যে ছড়িয়েছে সংক্রমণ।

খেলায় আজ

১৯৭৭ : সিডনি টেস্টে ইমরান খান দুই ইনিংসেই ছয়টি করে উইকেট নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে ৮ উইকেটে সহজ জয় পেল পাকিস্তান।

সেরা অফবিট খবর

যুবির বাড়িতে চুরি

যুবরাজ সিংয়ের পঞ্চকুলার বাড়ি থেকে চুরির অভিযোগ জমা পড়েছে স্থানীয় থানায়। যুবির মা শবনম জানিয়েছেন, তাঁদের দোতলার একটি ঘরের কাবার্ড থেকে ৭৫ হাজার টাকা ও সোনার গয়না চুরি গিয়েছে। ঘটনায় সন্দেহের তির বাড়ির পরিচারক-পরিচারিকাদের দিকে।

ভাইরাল

বাবা হচ্ছেন বিরাট?

চলতি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে ব্যক্তিগত কারণে খেলছেন না বিরাট কোহলি। যার কারণ হিসেবে এর আগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরে বিরাটের প্রাক্তন সতীর্থ এবি ডিভিলিয়ার্স বলেছিলেন, 'বাবা হতে চলেছেন বিরাট।' যদিও পরে এবি নিজের মন্তব্য থেকে সরে আসেন। এবার ব্যবসায়ী হর্ষ গোয়েঙ্কার পোস্টে বিরাটের বাবা হওয়ার খবর আবার ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে হর্ষ লেখেন, 'কয়েকদিনের মধ্যেই এক শিশুর জন্ম হতে চলেছে। আশা করব সে তার বাবার মতো বড় ক্রিকেটার হবে। নাকি সে মায়ের মতো সিনেমা জগৎকে বেছে নেবে?' পোস্টে বিরাট বা অনুষ্কার নাম উল্লেখ করেননি হর্ষ। কিন্তু নেটিজেনদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইনস্টা সেরা

২০১৪ সালে আর্জেন্টিনায় প্রীতি ফুটবলে খেলেছিলেন নোভাক জকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল। সেই ছবি হঠাৎ করেই চর্চায়।

সেরা উক্তি

জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও লক্ষ্যে বরাবর অবিচল থেকেছ। পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছ। এগিয়ে চলো। আগামীতে আরও অনেক সাফল্য পাও।
-রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বাবা
(ছেলের ৫০০ উইকেট পাওয়া প্রসঙ্গে)

উত্তরের মুখ

৭০

কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে কৌশিক সরকার ৭০ রান করেন। ম্যাচে তাঁর ক্লাব হাজরাপাড়া তরুণ দল ৫ উইকেটে হারিয়েছে ভারতমাতাকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতে প্রথম কোন স্টেডিয়ামে দিনরাতের একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. যুবরাজ সিং, ২. সিকে নাইডু।

সঠিক উত্তরদাতারা

মোহাম্মদ ইয়াসিন, রবি মজুমদার, পরান সরকার, প্রদ্যোৎ মোদক, যতন ঘোষ, তিলোত্তমা মজুমদার, রাকেশ দাস।

একনজরে পরিসংখ্যান

■ ইনিংসের বিচারে ভারতীয়দের মধ্যে সপ্তম দ্রুততম হিসেবে তিনটি শতরান করলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

■ চলতি সিরিজে প্রথম তিন টেস্টে ভারত প্রথম ইনিংসে ১০০ রানের বেশি লিড নিয়েছে। শেষবার ভারত এই কীর্তি গড়েছিল ১৯৯৩-'৯৪ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে (২৯৩, ৩১০, ২৩৯)।

■ পঞ্চম বোলার হিসেবে ভারতে টেস্টে ২০০ উইকেট সম্পূর্ণ হল রবীন্দ্র জাদেজার। তাঁর আগে রয়েছেন অনিল কুম্বলে (৩৫০), রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৩৪৭), হরভজন সিং (২৬৫) ও কপিল দেব (২১৯)।

■ চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় পেসাররা ২১ উইকেট নিয়েছেন। স্পিনারদের দখলে এসেছে ২৮ উইকেট।

শতরানের লাফ যশস্বী জয়সওয়ালের

পিঠের ব্যথায় বিরতিতে যশস্বী

ভারত-৪৪৫ ও ১৯৬/২
ইংল্যান্ড- ৩১৯

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বলা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ যে সুরক্ষিত, আজ আবারও বোঝালেন যশস্বী জয়সোয়াল। ভাইজ্যাগে রূপকথার দ্বিশতরানের রেশ ফুরোনোর আগেই রাজকোটে রাজকীয় ব্যাটিং-প্রদর্শনী। শুরুতেই রোহিত শর্মা (১৯) প্যাভিলিয়নে। শুভমান গিলও খোলসের মধ্যে। চাপটা কাঁধে তুলে নিয়ে অন্তিম সেশনে একেবারে ঝড়।

গতকাল বেন ডাকেটের 'বাজবল' মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। এদিন যশস্বী। চায়ের সময় ৫৪ বলে ১৯ রানে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ সেশনে অ্যান্ডারসনকে টানা তিন বলে চার-ছক্কা হাঁকিয়ে গিয়ার বদল। মার্ক উডকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩ নম্বর টেস্ট ইনিংসে তৃতীয় সেঞ্চুরি।

বেন স্টোকস বারবার বোলার বদলেও আটকাতে পারেননি। জো রুট-টম হার্টলের স্পিন কিংবা মার্ক উডের মিসাইল-চোখের নিমেষে মাঠের বাইরে। শেষপর্যন্ত যশস্বীর এদিনের দৌড় থামে পিঠের সমস্যায়। মাঠের মধ্যে দৌড়োতে হয় ফিজিয়োকে। বার কয়েক শুশ্রূষাও চলে। কিন্তু ১০৪ রানের মাথায় মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন যশস্বী।

অসমাপ্ত সেঞ্চুরি ইনিংসেই জিতে নেন প্রতিপক্ষের মনও। বিবিসি-র ক্রিকেট লেখিয়ে জোনাথন অ্যাগ্নিউয়ের কথায়, একটা রাস্তাই (রিটায়ার্ড হার্ট) বোধহয় খোলা ছিল যশস্বীকে থামাতে। মাইকেল ভন, ফিল টফনেলদের মতে, আরও একটা অলরাউন্ড পারফরমেন্স। কখন চাপ শুষে নিতে হয়, আর কখন হাত খুলতে হয়, জানে যশস্বী। লম্বা রেসের ঘোড়া। দুর্দান্ত প্লেয়ার। দুর্দান্ত সেঞ্চুরি।

যশস্বীর সঙ্গে যোগ সংগত দেন শুভমানও (অপরাজিত ৬৫)। দুইজনের ১৫৫ রানের যুগলবন্দির সুবাদে ভারত ১৯৬/২। লিড ৩২২। রজত পাতিদার (০) কিন্তু ফের ব্যর্থ। অভিষেকের পর টানা তৃতীয় ইনিংসে হতাশ করলেন।

ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে। যদিও ডাকেট তা মানতে নারাজ। যুক্তি, ৩০০ প্লাস লিড নিয়েও মাঠে নৈশপ্রহরী কুলদীপ যাদব! ভারতও যে পুরোপুরি চিন্তামুক্ত নয় তা পরিষ্কার।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে লড়াই বলতে ডাকেটেরই ১৫৩। বাকিদের ব্যর্থতায় যার সুফল তোলা যায়নি। দ্বিতীয় সর্বাধিক স্টোকসের ৪১। ২০৭/২, স্বস্তির জায়গায় থেকে এদিন ৩১৯ রানেই গুটিয়ে যায়। কৃতিত্বটা প্রাপ্য ভারতীয় বোলারদেরও।

প্রবীণতমের প্রয়াণে শ্রদ্ধা রোহিতদের

প্রথম দিনে কেন নয়, প্রশ্ন সানির

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : রাজকোট টেস্টের তৃতীয় দিনে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে ভারতীয় দল। সদ্য প্রয়াত দেশের প্রবীণতম ক্রিকেটার দত্তাজিরাও গায়কোয়াড়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতেই এই উদ্যোগ রোহিত শর্মাদের।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ৯৫ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক। ১৯৫২ থেকে ১৯৬১-এর মধ্যে ১১টি টেস্ট খেলেন। এরমধ্যে চারটিতে নেতৃত্বও দেন। প্রয়াত পূর্বসূরিকে সম্মান জানাতেই কালো আর্মব্যান্ড। ম্যাচের আগে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তা জানিয়ে দেয় বিসিসিআই।

অবশ্য অনেকেই অবাক প্রথম দিন শ্রদ্ধা না জানিয়ে কেন তৃতীয় দিনে এই উদ্যোগে। দেরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুনীল গাভাসকার। দত্তাজিরাওয়ের পুত্র অংশুমান গায়কোয়াড়ের দীর্ঘদিনের সতীর্থের দাবি, প্রথমদিনই পরা উচিত ছিল। তৃতীয় দিনে নয়। দেরিতে বোধোদয় হয়েছে দলের।

ক্ষুব্ধ গাভাসকার ধারাভাষ্যের মাঝেই বলেছেন, 'প্রথম দিনেই এই উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল দলের। তবে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো। উনি পাঁচ ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সিরিজের চারটি টেস্টে উনি নেতৃত্ব দেন। বাকি ম্যাচে পঙ্কজ রায়।'

অর্ধশতরানের পর শুভমান গিল।

গতকালের ভুলভ্রান্তি সরিয়ে নেতৃত্বে মহম্মদ সিরাজ (৮৪/৪)। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অভাব ঢাকার প্রয়াস কুলদীপ (২/৭৭), রবীন্দ্র জাদেজারও (২/৫১)। দিনের প্রথম ধাক্কা অবশ্য জসপ্রীত বুমরাহর হাত ধরে রুট (১৮)-শিকার (২১ ইনিংসে ৯ বার)। স্লিপে দর্শনীয় ক্যাচ যশস্বীর।

ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ৮ শূন্যের লজ্জার নজির জনি বেয়ারস্টোর। ডাকেটের দর্শনীয় ইনিংসের ইতি খারাপ বলে। কুলদীপকে উইকেট উপহার দিয়ে যান। ইংল্যান্ডের লেজকে দ্রুত ছেঁটে ফেলতে দেরি করেনি জাদেজারা। বাকি দিনে যশস্বী-শো, রাশ আরও শক্ত করে নেওয়া।

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে

রোহিতদের চিঠি দিয়ে 'সতর্ক' করল বোর্ড

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় দলের তারকাদের ঘরোয়া ক্রিকেটমুখী করতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। শুধু মুখে নয়, বার্ষিক চুক্তির তালিকায় থাকা খেলোয়াড়দের লিখিতভাবে সতর্ক করা হচ্ছে। ক্ষুব্ধ বোর্ড সচিব জয় শা এই ব্যাপারে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি সহ সমস্ত চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারকে লিখিতভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েও দিয়েছেন।

কয়েকদিন ধরে ঈশান কিষান-বিতর্কের পর থেকেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন বোর্ড সচিব। পরিষ্কার জানিয়েছেন, ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে কোনও 'বায়নাক্কা' শোনা হবে না। আইপিএল খেলার ছাড়পত্র পেতে হলেও রনজি ট্রফিতে খেলতে হবে। এখানেই থেমে না থেকে এবার পত্রবোমা জয়ের।

চিঠিতে বোর্ড সচিব লিখেছেন, 'কিছু খেলোয়াড় সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটের থেকে আইপিএলকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। এই ধরনের প্রবণতা প্রত্যাশিত নয়। উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। ভারতীয় ক্রিকেটের ভিত্তি ঘরোয়া ক্রিকেটই। এই নিয়ে বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গিও এতটুকু বদলায়নি। ঘরোয়া ক্রিকেটের গুরুত্ব এতটুকু কমেওনি। চুক্তিবদ্ধ প্রতিটি খেলোয়াড়কে মাথায় রাখতে হবে। নাহলে নির্বাচক কমিটি, কোচকে যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। অতীতে সুনীল গাভাসকারের মতো কিংবদন্তিরা বিদেশ সফর থেকে ফিরেই ক্লাব ক্রিকেট খেলেছেন।

প্রথম ইনিংসে শতরানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ছাপ ফেলতে পারলেন না রোহিত শর্মা।

গর্বের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলিতে।'

চিঠিতে খেলোয়াড়দের মনে করে দিয়েছেন, ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের উৎস রনজি, দলীপ ট্রফির মতো টুর্নামেন্ট। কোনওভাবে যাকে অবহেলা করা যাবে না। কার্যত হুমকির সুরেই জয় বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের মেরুদণ্ড ঘরোয়া ক্রিকেট। জাতীয় দলের সাপ্লাই লাইন। দেশের হয়ে খেলতে আগ্রহী সবাইকে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে হবে। যে পারফরমেন্সই নির্বাচনের মাপকাঠি। ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ না নিলে তার প্রভাব গুরুতর হতে পারে।'

ঈশান বিতর্কে আবার কমিউনিকেশন গ্যাপ দেখছেন এবি ডিভিলিয়ার্স। বলেছেন, 'ঈশান ভুল করছে কি না বা অন্য কোনও ক্রিকেটার ভুল না ঠিক, বলতে পারব না। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার, প্লেয়ারদের সঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্ট, বোর্ডের নিয়মিত যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' এবির যুক্তি, ক্রিকেটের মূল ফরম্যাট টেস্ট। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন টি২০ টুর্নামেন্টের রমরমা। ক্রিকেটারদের পক্ষে সবকিছু ম্যানেজ করা সহজ নয়। সমস্যা মেটাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে যথাযথ বোঝাপড়া, যোগাযোগ জরুরি।

পরিবর্ত দেবদত্ত শুধু ফিল্ডার

অসুস্থ মায়ের জন্য বাড়িতে অশ্বীন

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মা অসুস্থ।

খবর আসর পরই টেস্টের মাঝপথে বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত। পাঁচশোর মাইলস্টোনের উৎসবের বদলে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে গতকাল রাতে রাজকোট থেকে চেন্নাইয়ে পৌঁছোন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

> ৫০০ উইকেটের জন্য তোকে অভিনন্দন। এই মুহূর্তটার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তামিলনাড়ু থেকে উঠে এসে এরকম একটা মাইলস্টোন স্পর্শ করা, দুর্দান্ত ব্যাপার।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীনের মা**
> অসুস্থ হওয়ার আগে শুক্রবার বিকেলে

বিসিসিআই সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, 'মায়ের অসুস্থতার কারণে চেন্নাইয়ে ফিরতে হয়েছে অশ্বীনকে। ওর মায়ের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, দল, সতীর্থরা অশ্বীনের পাশেই রয়েছে।'

অশ্বীনের পরিবর্তে তৃতীয় দিনে মাঠে দেখা যায় দেবদূত পাডিক্কালকে। তবে শুধু ফিল্ডিংয়ের দায়িত্বে। অর্থাৎ, এগারোজনের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দশ জনের ভারত আপাতত। তৃতীয় দিনের শেষে ভারত ইতিমধ্যে বড় লিড পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু চতুর্থ ইনিংসে অশ্বীনের থাকা, না-থাকার মধ্যে অনেকটাই ব্যবধান।

মায়ের সঙ্গে অশ্বীন। -ফাইলছবি

প্রশ্ন বাকি দুই দিনে কি অশ্বীনকে দেখা যাবে? পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে কি রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন তারকা অফস্পিনার? নাহলে রাজকোটে দশ জনেই বাজবল সামলাতে হবে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কনকাশন অথবা কোভিড পরিবর্ত হিসেবে অন্য কেউ মাঠে নামলে, তিনি ব্যাট-বল করতে পারবেন। অশ্বীনের ক্ষেত্রে দুইটির কোনওটাই ঘটেনি।

সূত্রের খবর, বিকেল পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। ছেলের কীর্তির পর অশ্বীনের মা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, '৫০০ উইকেটের জন্য তোকে অভিনন্দন। এই মুহূর্তটার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। তামিলনাড়ু থেকে উঠে এসে এই রকম একটা মাইলস্টোন স্পর্শ করা, দুর্দান্ত ব্যাপার।'

গর্বিত বাবাও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'আমরা সবাই খুশি। আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত। বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও লক্ষ্যে বরাবর অবিচল থেকেছ। পরিশ্রম চালিয়ে গিয়েছ। এগিয়ে চলো। আগামীতে আরও অনেক সাফল্য পাও।'

৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সিরাজের। রাজকোটে শনিবার।

বুমরাহভাইয়ের মতো ইয়র্কার দিতে চান সিরাজ

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ভাইজাগ টেস্টে তিনি খেলেননি। ছিলেন বিশ্রামে। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর মাঝেই টিভিতে দেখেছিলেন সতীর্থ জসপ্রীত বুমরাহর সেই ইয়র্কার। দেখে মনে হয়েছিল, জীবনে বড় কিছু মিস করলেন।

রাজকোট টেস্টে মহম্মদ সিরাজ ভারতীয় দলে ফিরেছেন। চলতি টেস্টে খেলছেন সিরাজ। আজ তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ৩২২ রানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সিরাজ ভাইজাগে বুমরাহ ম্যাজিকে ডুব দিয়েছেন। বলেছেন, 'ভাইজাগ টেস্টের সময় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। বুমরাহভাইয়ের ইয়র্কার দেখে মনে হয়েছিল, বড় কিছু মিস করলাম।

> উইকেট এখনও ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। তবে বল ঘুরতে শুরু করেছে। পিচে বল রিভার্সও হচ্ছে। আমাদের সঠিক পরিকল্পনা করে সামনে তাকাতে হবে।
>
> **মহম্মদ সিরাজ**

আমি নিজেও বুমরাহভাইয়ের মতো ইয়র্কার দিতে চাই।'

স্পিনবল বনাম বাজবল সিরিজের রাজকোট টেস্টের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, উত্তেজক সমাপ্তির পথে ম্যাচ। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে রান তাড়ার সময় রবিচন্দ্রন অশ্বীনহীন টিম ইন্ডিয়ার বোলিংয়ে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে সিরাজকে। তিনি নিজেও তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন। সিরাজের কথায়, 'অশ্বীনভাইকে আমরা চলতি টেস্টে পাব না জানার পরই বুঝে গিয়েছি আমাদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। আর সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমি তৈরি। ওরা আগ্রাসী ব্যাটিং করছে। পজিটিভ ক্রিকেট খেলছে। সেই ছন্দ থামাতে তৈরি আমরাও।' রাজকোট টেস্টের ফল শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় বলবে। নিরঞ্জন শা স্টেডিয়ামের বাইশ গজ এখনও ফ্ল্যাট হলেও সেখানে রাফ তৈরি হয়েছে। বল সামান্য হলেও ঘুরছে। বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন সিরাজের কথায়, 'উইকেট এখনও ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো। তবে বল ঘুরতে শুরু করেছে। পিচে বল রিভার্সও হচ্ছে। আমাদের সঠিক পরিকল্পনা করে সামনে তাকাতে হবে।'

মনোজের মঞ্চে অভির ২০০

বিহার-৯৫ ও ৩২/১
বাংলা-৪১১/৫ ডি.

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : আশুতোষ আমন। বিহারের ক্রিকেটার। নামটা একেবারেই পরিচিতও নয়।

এহেন আমন আজ দুপুরেই পাকাপাকিভাবে বঙ্গ ক্রিকেট ইতিহাসে ঢুকে পড়লেন। মধ্যাহ্নভোজের সামান্য সময় পর বাংলা অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি (৩০) যখন তাঁর বলে এলবিডব্লিউ হয়ে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা শুরু করলেন, ক্রিকেটের নন্দনকাননে তখন অদ্ভুত বিষণ্ণতা। স্টেপআউট করে এগিয়ে খেলতে গিয়ে সম্ভবত জীবনের শেষ ইনিংস এভাবে শেষ হবে, মনোজ নিজেও ভাবতে পারেননি। ব্যাট হাতে প্যাভিলিয়নের পথে মনোজ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গেই পুরো বাংলা দল সাজঘর থেকে বেরিয়ে এসে গার্ড অফ অনার দিল তাঁকে। মনোজও ব্যাটের হ্যান্ডেলে নিজের হেলমেট বসিয়ে দারুণভাবে গ্রহণ করলেন সতীর্থদের দেওয়া সম্মান। তাঁর ৩০ রানের ইনিংস পরিস্থিতি বা অতীতের বিচারে হয়তো মহার্ঘ নয়। কিন্তু তারপরও মনোজের শেষের কবিতা বঙ্গ ক্রিকেটে আগামীর স্মৃতি হয়ে গেল আজই।

শেষবার ব্যাটিং করে ফেরার সময় মনোজ তিওয়ারিকে গার্ড অফ অনার দিলেন সতীর্থরা। ছবি : ডি মণ্ডল

৩০ রান করে মনোজ ফিরলেও তাঁর বিদায়ি ম্যাচে দারুণভাবে দলকে টানলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অপরাজিত ২০০)। অভিমন্যুর দ্বিশতরানে ভর দিয়ে গতকালের ১১১/২ থেকে শুরু করে আজ ৪১১/৫ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলা। ৩১৬ রানে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় দিনের শেষে নিশ্চিত হারের মুখে বিহার। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩২/১ স্কোর নিয়ে এখনও ২৮৪ রানে পিছিয়ে বিহার। দিনের খেলার শেষে সিএবিতে শুধুই হতাশা। মনোজের আউট নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। বাংলা অধিনায়ক থেকে শুরু করে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, সকলেই আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কোর্ড অফ কন্ডাক্টের কারণে সরকারিভাবে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গতকাল মুকেশ কুমার বল হাতে বাংলার জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আজ দলকে সরাসরি জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন অভিমন্যু। যদিও সকাল থেকেই ক্রিকেটের নন্দনকাননে যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন মনোজ। তাঁর ব্যাটে শেষের কবিতা দেখার জন্য হাজির হয়েছিলেন বহু প্রাক্তন ক্রিকেটারও। বঙ্গ অধিনায়ক কাল সিএবির বিদায়ি সংবর্ধনা পাওয়ার আগে দারুণ শুরুও করেছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে আচমকা থেমে গেল মনোজনামা।

হয়তো চিরকালের মতোই।

যশস্বীর বাজবলে মুগ্ধ ডাকেট

রাজকোট, ১৭ ফেব্রুয়ারি : তৃতীয় দিনে বুমেরাং বাজবল।

অতি-আক্রমণাত্মক হতে গিয়ে দিনের শেষে প্রবল অস্বস্তি নিয়ে ফেরা। যদিও নিজেদের ব্যর্থতা নয়, বেন ডাকেট কৃতিত্বটা দিচ্ছেন ভারতকে। ২০৭/২ স্কোর থেকে ৩১৯ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পরও ডাকেটের পালটা যুক্তি, 'আমার মতে, কৃতিত্বটা ওদের দেওয়া উচিত। সকালে খুব ভালো বল করেছে। এদিন অনেক ভালো পরিকল্পনা নিয়ে ওরা নেমেছিল। সহজে কোনও রান দেয়নি। দুর্ভাগ্য আমাদেরও, ভুল সময়ে উইকেট হারাতে হয়েছে।'

একইভাবে বোলারদের ভুল ধরার বদলে যশস্বী জয়সওয়ালের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের প্রশংসা ডাকেটের গলায়। রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'বোলাররাও কিন্তু খারাপ বল করেনি। আসলে যশস্বী আরও একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলল।

> আসন্ন গ্রীষ্মে প্যাট কামিন্সের বিরুদ্ধে এভাবেই যদি ছক্কা হাঁকায় রুট, তখন কে কী বলেন, জানার অপেক্ষায় থাকলাম।
>
> **বেন ডাকেট**

অবিশ্বাস্য প্লেয়ার। পরবর্তী সুপারস্টার তৈরি হচ্ছে। আশা করি, সেরাটা দিয়ে আগামীকাল ঘুরে দাঁড়াতে পারব।' ডাকেট আরও জানান, কেউ যখন বাজবল খেলে ভালো লাগে। মনে হয় কৃতিত্বের কিছুটা প্রাপ্য তাদেরই। তবে প্রার্থনা, বাকি সিরিজে যেন যশস্বীর বাজবলে ছেদ পড়ে! চলতি সিরিজে কখনও জ্যাক ক্রলি, কখনও ওলি পোপদের আড়া ব্যাটে শটের ফুলঝুরি চমকে দিয়েছে। রাজকোটে যে দায়িত্বে ডাকেট। ১৫৩ রানের ইনিংসে একঝাঁক নজির নিয়ে ফেরেন। যদিও সতীর্থদের সাফল্যের মাঝে 'নিষ্প্রভ' জো রুটের ব্যাট। অ্যালিস্টার কুকদের দাবি, স্টোকসদের বাজবল-স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছেন না রুট।

এদিনও জসপ্রীত বুমরাহকে স্কুপ করতে গিয়ে আউট। রুটের যে শট ফের বিতর্কে ঘি ঢেলেছে। ডাকেট যদিও এভাবে বিষয়টি দেখতে নারাজ। নিন্দুকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেছেন, 'আসন্ন গ্রীষ্মে প্যাট কামিন্সের বিরুদ্ধে এভাবেই যদি ছক্কা হাঁকায় রুট, তখন কে কী বলেন, জানার অপেক্ষায় থাকলাম। আমিও রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে পয়েন্টে ক্যাচ দিয়েছি। মূল কথা প্র্যাকটিস। আগামীবার হয়তো এই শটটাই স্লিপের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে।'

নোজোমি ওকুহারার শট ফেরাচ্ছেন অস্মিতা চালিহা। শনিবার।

সোনার হাতছানি অস্মিতাদের সামনে

কুয়ালালামপুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি : পদক আগেই নিশ্চিত হয়েছিল। এবার সোনা জয়ের হাতছানি ভারতের মহিলা শাটলারদের সামনে। শনিবার জাপানকে হারিয়ে ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছেন পিভি সিন্ধুরা। দুইবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে উত্তেজক লড়াইয়ে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছেন তাঁরা।

এই সেমিফাইনালে চোটের জন্য বিশ্বের ৪ নম্বর শাটলার আকানে ইয়ামাগুচি খেলেননি। তবে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছিল ভারত। প্রথম সিঙ্গলসে আয়া ওহোরির কাছে ১৩-২১, ২০-২২ পয়েন্টে হার মানেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। ভারতকে সমতায় ফেরান তৃষা জলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ। তাঁরা ২১-১৭, ১৬-২১, ২২-২০ পয়েন্টে হারিয়েছেন বিশ্বের ছয় নম্বর নামি মাতসুয়ামা-চিহারু শিদাকে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে জয় পেয়েছেন ভারতীয় শাটলার অস্মিতা চালিহা। তিনি প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নোজোমি ওকুহারাকে ২১-১৭, ২১-১৪ পয়েন্টে হারান। কিন্তু দ্বিতীয় ডাবলসে সিন্ধু-অশ্বিনী পোনাপ্পা ১৪-২১, ১১-২১ পয়েন্টে রেনা মিয়াউরা-সাকুরামোতোর কাছে হারেন। তৃতীয় সিঙ্গলসে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন ১৬ বছরের শাটলার আনমোল। এই প্রতিভাবান শাটলার বিশ্বের ২২ নম্বর নাৎসুকি নিদাইরাকে ২১-১৪, ২১-১৮ পয়েন্টে হারান। এটাই ভারতের কাছে প্রথমবার সোনা জয়ের সুযোগ। এর আগে ২০১৬ ও ২০২০ সালে ভারতীয় পুরুষ দল ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে থাইল্যান্ডের।

কাউকোর ছোঁয়ায় বদল বাগানের

চার গোলে জয়ের হ্যাটট্রিক উদযাপন

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট – ৪
(লিস্টন, কামিন্স, দিমিত্রিস ও সাহাল)

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি – ২
(জুরিচ –২ পেনাল্টি-১)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : উলটে দেখুন পালটে গেছি।

কোথায় হুয়ান ফেরান্দোর সময়ের সেই ভীতু ভীতু দলটা? বরং মাঠজুড়ে দঙ্গল দেখালেন একঝাঁক তরুণ। যার নেতৃত্ব দিতে অরোরা বোরিয়ালিসের দেশ থেকে আলো নিয়ে ফিরে আসতে হল একজনকে। শুধু আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের জন্যই নয়, জনি কাউকোর জাদু ছোঁয়াতেই বদলে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট! বলা যায় হাবাসের বাগানে সারা মাঠজুড়ে ফুল ফোটালেন হেড মালির ভূমিকায় থাকা কাউকো।

ম্যাচ শুরুর আগে মোহনবাগান সমর্থকরা কাউকোর উদ্দেশে টিফো নামান। তাতে কাউকোর পেশিবহুল ছবির নীচে লেখা 'রিটার্ন অফ দ্য হাল্ক'। ম্যাচের পর সেই টিফো ফের নামল। এবার সেইদিকে গিয়ে বুক চাপড়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুড়লেন কাউকো। সেইসঙ্গে গর্জে উঠল গোটা স্টেডিয়াম। মুহূর্তটাই যেন বলে দিল সবটুকু।

কাউকোকে দেখেই বুঝে গিয়েছিল তাঁর অভিজ্ঞ চোখ। তাই ছেড়ে দেন হুগো বৌমৌসকে। তাঁকে এদিন শুরু থেকে খেলবেন, আভাস দিয়ে রেখেছিলেন বাগানের হেডস্যর। এদিন অবশ্য শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। বাঁ প্রান্ত দিয়ে ওঠা জিতিন এমএসের গতির জবাব তরুণ ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাসের কাছে ছিল না। এই ২৬ বছরের কেরালাইটের সেন্টার আটকাতে গিয়ে বক্সের মধ্যে কনুইয়ে লাগিয়ে ফেলেন দীপেন্দু। ৪ মিনিটে স্পট কিক থেকে পাহাড়ি দলকে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি টমি জুরিচ। বাকি সময়টা বাগান ফুটবলাররা যেভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল, তাতে গোল পাওয়া ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে কাউকোর পাস ধরে হাফটার্নে দৃষ্টিনন্দন গোল করেন সেই জুরিচ। তবে তাদের উচ্ছ্বাস দীর্ঘায়িত হতে দেননি সবুজ-মেরুন প্রাণভোমরা দিমি। গোলটির ক্ষেত্রে লিস্টন-কামিন্স-দিমি ত্রয়ীর বোঝাপড়া ছিল চোখে পড়ার মতো। এর ৪ মিনিটের মধ্যে নর্থইস্টের ম্যাচে ফেরার যাবতীয় আশা শেষ

চেনা দিমিত্রিস পেত্রাতোসের চেনা সেলিব্রেশন। সঙ্গী জেসন কামিন্স ও মনবীর সিং। শনিবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

লিস্টন কোলাসো সমতা ফেরান। ১ নভেম্বর পর দ্বিতীয় গোল পেলেন তিনি। বিরতির আগেই এগিয়ে দেন জেসন কামিন্স। এক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক ফ্রি কিক কীভাবে নিতে হয়, তার সুন্দর নিদর্শন রাখলেন বাগানের চার বিদেশি। দিমিত্রিস পেত্রাতোসের ভাসানো বল থেকে হেক্টর ইউসতের ব্যাকহেড থেকে হেডে কামিন্সকে গোল করার জন্য বল প্লেটে সাজিয়ে দেন এই ফিনিস মিডিও।

কিন্তু বিরতির পর ফিরেই ২-২ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র। দীপেন্দুকে শক্তিতে পরাস্ত করে করেন সাহাল আব্দুল সামাদ। তাঁর আড়াআড়ি শটে করা গোলটার জন্য কাউকো যে পাসটা বাড়ান সেটার জন্য কয়েক হাজার কিলোমিটার হাঁটা যায়। সেইসঙ্গে ১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্টে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ওড়িশা এফসি-র ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে মেরিনার্সরা।

মোহনাবাগান : বিশাল, কাউকো (টাংরি), দিমিত্রি, মনবীর, শুভাশিস, অভিষেক (আশিস), লিস্টন, সাহাল (হামতে), ইউসতে, দীপেন্দু (আনোয়ার) ও কামিন্স (সাদিকু)।

জয়ে ফিরলেও চিন্তায় ইস্টবেঙ্গল

হায়দরাবাদ এফসি-০
ইস্টবেঙ্গল-১ (ক্লেইটন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ক্লেইটন সিলভা দলে ফিরতেই ফের জয়ের সরণিতে পা ইস্টবেঙ্গলের।

শনিবার বিকেলে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জয়ের হ্যাটট্রিক স্বাভাবিকভাবেই চাপ তৈরি করে লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে। পরপর দুই হারের পর এদিন না জিততে পারলে প্রথম ছয়ে ওঠার লড়াই অসম্ভব কঠিন হয়ে যেত ইস্টবেঙ্গলের। সেটা না হতে দেওয়ার ব্যাপারে চোয়াল চাপা প্রতিজ্ঞা ছিল ব্রাজিলীয় তারকার। তাই ম্যাচের ১ মিনিটের মধ্যে মাকান চোথের শট প্রভসুখান সিং গিলকে বাঁচাতে দেখেই সম্ভবত আর দেরি করার ভরসা পাননি। ১০ মিনিটে নীশু কুমারের ক্রসে মাথা লাগিয়ে ১-০ ক্লেইটনের। এবারের আইএসএলে তাঁর সাত নম্বর গোল। আগে আছেন রয় কৃষ্ণা (১১) ও দিমিত্রিস দিয়ামানতাকোস (৮)।

তবে এদিন দ্বিতায়ার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে যেভাবে হায়দরাবাদ এফসি-র একের পর এক আক্রমণে যেভাবে নাভিশ্বাস উঠল ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের তাতে দুশ্চিন্তার মেঘ কাটছে না। প্রথমার্ধে সুযোগ তৈরি করেও ক্লেইটন-হিজাজি মাহেররা আর গোলসংখ্যা বাড়াতে পারেননি। বরং অ্যালেক্স সাজি-জোয়াও ভিক্টররা জানপ্রাণ দিয়ে লড়লেন ওই সময়টা। ম্যাচের শেষদিকে দুইজনেই দুইটি করে হলুদ কার্ড দেখায় মিনিট খানেক নয়জনে খেলে হায়দরাবাদ। তবে তার সুযোগ ইস্টবেঙ্গল নিতে পারেনি। বরং এদিন দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাধি সময় থেকে একা চোথের দৌড়েই জেরবার অবস্থা ইস্টবেঙ্গলের। ৬১ মিনিটে ছোট বক্সের মধ্যে চোথের সাজিয়ে দেওয়া বল আশ্চর্যজনকভাবে সানি জোসেফ বাইরে মারেন। একইভাবে ৬৭ মিনিটে ভিক্টরের শটও অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর ৮৪ মিনিটে জেরেমির হেড বারে লাগাটা দুর্ভাগ্যজনক। চোথের শট বাঁচান গিল। এদিন ডিফেন্স সাজানোই কঠিন হয় কার্লোস কোয়াদ্রাতের। কার্ড সমস্যায় ছিলেন না লালচুঙ্গনুঙ্গা। হিজাজির সঙ্গে সেন্টার ব্যাক পজিশনে খেললেন মন্দার রাও দেশাই। হায়দরাবাদ দ্বিতীয়ার্ধে প্রচুর সুযোগ তৈরি করেও গোল করতে না পারায় বেঁচে গেল ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স।

এদিন শুরু থেকে খেললেন ভিক্টর ভাস্কুয়েজ। তিনি সম্ভবত নিজের সেরা সময়টা ফেলে এসেছেন। দাগ কাটার মতো খেলছেন না ফেলিসিও ব্রাউন ফোর্বসও। আক্রমণে নাওরেম মহেশ সিংয়ের অনুপস্থিতি নজরে পড়েছে। তিনি থাকলে ক্লেইটনকে আরও বিপজ্জনক দেখায়। তরুণ সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে চেষ্টা করলেও তিনি বা নন্দকুমার সেভাবে সাহায্য করতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে। নুঙ্গা-মহেশরা ফিরবেন। তবু খালিদ জামিল তাঁর পুরোনো দলকে কি খুব সহজে ছেড়ে দেবেন? তাঁর দল এরকম খেললে ওই ম্যাচে সমস্যায় পড়তে পারেন কোয়াদ্রাত। আপাতত তিন ধাপ উঠে ৮ নম্বরে ওঠায় প্রথম ছয়ের লড়াইয়ে থাকল ইস্টবেঙ্গল।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, নীশু, হিজাজি, মন্দার, রাকিপ, নন্দকুমার (সুহের), সৌভিক, ভাস্কুয়েজ, সায়ন (বিষ্ণু), ক্লেইটন ও ফেলিসিও (অজয়)।

কার্ড সমস্যা মিটিয়ে মাঠে ফিরেই গোল পেলেন ক্লেইটন সিলভা। হায়দরাবাদে।

৫ গোল সাকাদের

মাঠে ফিরেই গোল সালাহর

লন্ডন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : মিশরের হয়ে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসে খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন মহম্মদ সালাহ। টুর্নামেন্টের মাঝপথেই ইংল্যান্ডে ফিরে রিহ্যাব প্রক্রিয়া সারার পর শনিবারই প্রথমবার তিনি মাঠে নেমেছিলেন। ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ৪৪ মিনিটে তাঁকে মাঠে নামান লিভারপুল কোচ জুরগেন ক্লপ। ৫৫ মিনিটে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের গোলের বল বাড়িয়ে কাজ শুরু সালাহর। ৬৮ মিনিটে তিনি দলের তৃতীয় গোলটি করেন। ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতে লিভারপুল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আরও কিছুদিন শীর্ষে থাকা নিশ্চিত করল। ৩৫ মিনিটে রেডসদের এগিয়ে দেন ডারউইন নুনেজ। ৮৬ মিনিটে ক্লপের দলের চতুর্থ গোলটি করেন কোডি গাকপো। ২৫ ম্যাচ থেকে লিভারপুল পেয়েছে ৫৭ পয়েন্ট। বার্নলেকে ৫-০ গোলে আর্সেনাল চূর্ণ করেছে। ৪ মিনিটে মার্টিন ওডেগার্ড এগিয়ে দেন গানার্সদের। ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে বুকায়ো সাকা পেনাল্টি থেকে গোল করেন। বিরতির ২ মিনিট পর আসে তাঁর দ্বিতীয় গোল। এরপর লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড ও কাই হাভার্জ গোল করেন। লিভারপুলের থেকে তারা পিছিয়ে ২ পয়েন্টে। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ১-১ গোলে ড্র করেছে চেলসির সঙ্গে। রাহিম স্টার্লিং এগিয়ে দেন চেলসিকে। সমতা ফেরান রড্রি।

দুঃসময়ে জনিকে শক্তি জুগিয়েছে সদ্যোজাত কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : গতবছরটা ভীষণ কঠিন ছিল। আমি যে এখনও ফুটবল খেলতে পারছি, তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।

বক্তা জনি কাউকো। শনিবার চোট সারিয়ে ফিরে কেবল প্রথমবার ম্যাচের শুরু থেকে খেললেনই না, ম্যাচের সেরাও হলেন তিনি। ২০২০ সালে নভেম্বর মাসে হাঁটুর চোটে এক বছরেরও বেশি সময় মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন তিনি। শনিবার ম্যাচের পর প্রত্যাবর্তনের লড়াই নিয়ে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে বলেছেন, 'আমি খুব ভালো ছন্দে ছিলাম। কিন্তু হঠাৎই চোট লাগে। এত বড় চোট আগে কখনও লাগেনি। গত বছরটা যেন জীবনের দীর্ঘতম বছর ছিল। প্রথমে বুঝতে পারিনি যে, চোটটা এতটা গুরুতর। এটা ফুটবলের অংশ হলেও আমি কখনও এতদিন মাঠের বাইরে কাটাইনি। সেইসময় খুব একা লাগছিল।' ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে অনুপ্রেরণার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এত খারাপের মধ্যেও একটা ভালো দিক ছিল। চোট লাগার সপ্তাহখানেকের মধ্যে কন্যাসন্তানের বাবা হই। শত কষ্টের মধ্যে এটাই আমায় ফিরে আসার লড়াইয়ে শক্তি জুগিয়েছে।' কাউকোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ দিমিত্রিস পেত্রাতোস বলেছেন, 'ও অসাধারণ খেলেছে। ওর অনেক অভিজ্ঞতা আছে। আজ কতটা ভালো খেলেছে, সেটা সবাই দেখেছে।'

কুয়েত ম্যাচ পাওয়ার দৌড়ে যুবভারতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : কলকাতায় আবারও এক আন্তর্জাতিক ম্যাচ? অন্তত এখনও পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারশনের তৈরি করা সেরা তিনের তালিকায় আছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন।

এবারের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতার্জন ভারত করেছিল কলকাতায় খেলেই। ২০২২ সালের জুনে সেই টুর্নামেন্টে নামার আগে সুনীল ছেত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রতি ম্যাচে গড়ে হাজার চল্লিশেক দর্শক আসতেন ব্লু টাইগার্সদের হয়ে গলা ফাটাতে। তারও আগে ২০১৯ সালে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে ৬৩ হাজার দর্শক হয় মাঠে। শুধু এই ফুটবল পাগল দর্শকসংখ্যার জন্যই এবার কুয়েতের বিরুদ্ধে ঘরের ম্যাচ পেতে পারে কলকাতা।

গত ১০ তারিখ টেকনিকাল কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসেন ইগর স্টিমাক। তাঁকে সভাতে আইএম বিজয়নরা বলে দেন, এশিয়ান কাপে যা হয়েছে সেই সব ভুলে গিয়ে এবার যেন বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের কথা ভাবেন ভারতীয় দলের হেড কোচ। কারণ তৃতীয় রাউন্ডে ওঠা এবং তার ফলে ২০২৭ সালে সৌদি আরবে হতে চলা এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতার্জনই এখন মূল লক্ষ্য ভারতের কাছে। মার্চে দুটি আফগানিস্তান ম্যাচ ও জুনে ঘরের মাঠে কুয়েতের বিরুদ্ধে ভালো ফল করতে পারলেই যা সম্ভব। কুয়েতকে তাদের মাঠে ১-০ হারানোয় এই সুযোগ এখন ভারতের সামনে আছে খুব ভালোভাবেই।

> মার্চে আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে কুয়েত ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **ইগর স্টিমাক**

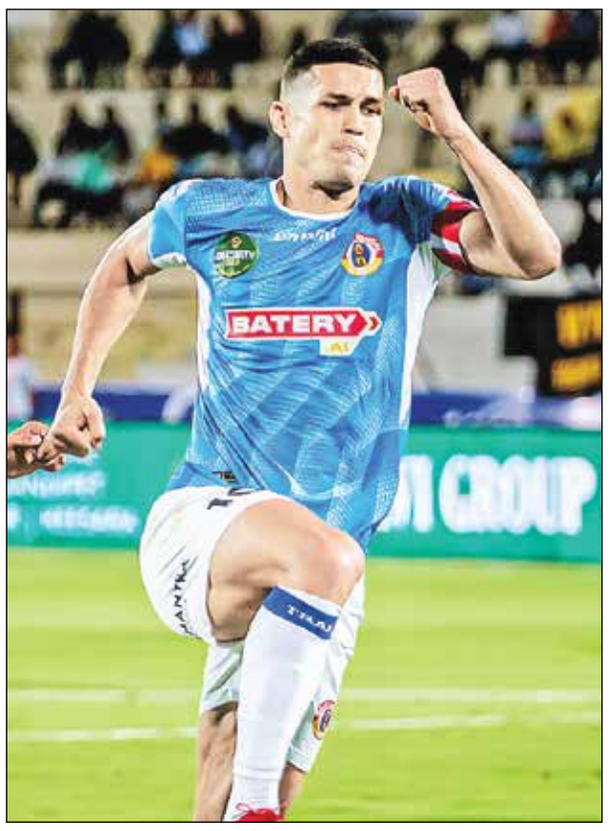

স্টিমাক তাঁদের জানান, 'মার্চে আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে যাই হোক না কেন, আমাদের কাছে কুয়েত ম্যাচ খুব গুরুত্বপূর্ণ।' আগামী ২১ মার্চ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে গেমের পর গুয়াহাটিতে হোম ম্যাচ খেলবেন সুনীলরা। আফগানিস্তান তাদের হোম ম্যাচ হয় দুসানবে অথবা সৌদির কোনও শহরে খেলবে। এই দুই ম্যাচ থেকে কম করে চার পয়েন্ট লক্ষ্য ভারতের। জুনে কুয়েতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ম্যাচ ৬ তারিখ। আর স্টিমাক চাইছেন, এই ম্যাচ এমন স্টেডিয়ামে হোক, যেখানে প্রচুর সংখ্যায় দর্শক এসে মাঠ ভরাবেন। যা দলকে জয় পেতে সাহায্য করবে।

তাঁর এই অনুরোধকে যথার্থ বলে মনে করছেন সভাপতি কল্যাণ চৌবে সহ ফেডারেশনের সব সদস্যই। স্টিমাকের অনুরোধের পরেই ভেন্যু হিসেবে হায়দরাবাদ, মহারাষ্ট্রের কোনও একটি মাঠ এবং যুবভারতীর কথা ভেবে ফেলেছেন বলে জানা গেছে। যা শুনে ফেডারেশনের কাছে এই কুয়েত ম্যাচ চেয়ে আবেদন জানাতে চলেছে আইএফএ-ও। সচিব অনির্বাণ দত্ত জানিয়েছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন কল্যাণ। সেখানে কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ডের জন্য সময় চাওয়া ছাড়াও এই ম্যাচের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করবেন অনির্বাণ।

জিতে শুরু সৌরভের দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি : বুসানে বিশ্ব টেবিল টেনিসে মহিলা দলের পর পুরুষদের ভারতীয় দলও জয় দিয়ে শুরু করল। গ্রুপের ম্যাচে তারা চিলিকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে। রবিবার ভারত খেলবে পোল্যান্ডের সঙ্গে। গ্রুপে রয়েছে কোরিয়া ও নিউজিল্যান্ড। পুরুষ দলের কোচ আলিপুরদুয়ারের সৌরভ চক্রবর্তী বলেছেন, 'আমরা অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এখানে এসেছি। সেটা করতে হলে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানো প্রয়োজন। ফলে কোরিয়া ম্যাচের সঙ্গে পোল্যান্ডও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।'

দ্য হান্ড্রেডে নেই ললিত

লন্ডন, ১৭ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) দ্য হান্ড্রেড লিগ কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ললিত মোদি। বেসরকারি বিনিয়োগ এনে প্রতিযোগিতার মর্যাদা বৃদ্ধির প্রস্তাবও রেখেছিলেন। যদি তাঁর সেই প্রস্তাব ইসিবি-র তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আর কোনও আলোচনা তারা চান না সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন।

শনিবার ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মায়ের জন্মদিন। হাসপাতালে তাঁকে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন মহারাজ।

এডির দাপটে সহজ জয় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২ (এডি হার্নান্ডেজ-২)
ট্রাউ এফসি-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : শেষ কবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আই লিগে এতটা দাপট নিয়ে খেলেছে, সমর্থকরাও মনে করতে পারছেন না। বাংলার এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটির একটাই আক্ষেপ আই লিগ। অধুনা জাতীয় লিগ ও বর্তমানের আই লিগ খেতাব একাধিকবার কলকাতাতে এলেও রেড রোডের ক্লাব তাঁবুতে কোনওদিন তা শোভা পায়নি। হয়তো সেই আক্ষেপ এই বছর মিটতে পারে। অন্তত সাদা-কালো শিবিরের পারফরমেন্স দেখে সমর্থকরা আশায় বুক বাঁধতেই পারেন। লিগের সবচেয়ে দুর্বল দল ট্রাউ এফসি-র বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতে খেতাবের দিকে আরও একটি ধাপ এগিয়ে গেল মহমেডান। অবশ্য শুরুটা ভালো হয়নি সাদা-কালো শিবিরের। ট্রাউয়ের স্ট্রাইকার লিটন শীল প্রথম দশ মিনিটে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন মহমেডান রক্ষণভাগে। সুযোগের সদ্ব্যহার করতে পারলে তিনি হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। আসলে মিরজালোল কাশিমভ না থাকায় মহমেডানের মাঝমাঠ শুরুর দিকে অবিন্যস্ত ছিল। তন্ময় ঘোষের মতো মিডিওকে আন্দ্রেই চেরনিশভ প্রথম একাদশে কেন রাখেন না তা বোধগম্য নয়। তবে ধীরে ধীরে মাঝমাঠের দখল নিয়েছে মহমেডান। অ্যাটাকিং মিডিও হিসেবে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা বেশ ভালোই খেলেছেন। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে প্রথম গোল মহমেডানের। রেমসাঙ্গার সঙ্গে ওয়ান টু খেলে বক্সের বাইরে থেকে দুরন্ত শটে গোল করে যান মহমেডানের গোল মেশিন এডি হার্নান্ডেজ। তবে ৫৪ মিনিটে ট্রাউয়ের রবিনসন সিংয়ের হেড পোস্টে না লাগলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ট্রাউয়ের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন সেই এডি। দুরন্ত হেডে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান তিনি। এদিনের জয়ের সুবাদে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগতালিকার শীর্ষে সাদা-কালো ব্রিগেড।

বাগানে বড় পর্দায় খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি : হয়ে গেল মোহনবাগান ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ ছাড়া ক্লাবের তরফে গত এক বছরের কাজের খতিয়ানও পেশ করা হয় উপস্থিত প্রায় শ-তিনেক সদস্যর সামনে। এছাড়া ক্লাবে বার করা উচিত কি না জানতে চাওয়া হলে সদস্যরা তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না জানিয়ে বিপক্ষে ভোট দেন। বর্তমানে বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিতদের কাউকেই প্রায় দেখা যায়নি। এদিন দলের ম্যাচ পাঁচটা থেকে ছিল বলে ক্লাবেই বড় পর্দা লাগানো হয় খেলা দেখার জন্য। কারণ অনেকের পক্ষেই সাড়ে ৩টার পর শুরু হওয়া এই সভা থেকে বেরিয়ে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই এই ব্যবস্থা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন
কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

06.12.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 46345 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার শরীরে শিহরণ হয়েছিল। যখন আমি আমার পরিবারের সদস্যদের এই সুসংবাদটি জানিয়েছিলাম, তারা কেউ বিশ্বাস করেনি এবং বলেছিল আমি নাকি মজা করছি তাদের সাথে। এটি আমার কাছে খুবই ভালো একটি অভিজ্ঞতা এবং আমি এখন একজন কোটিপতি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রুপা মাহাতো - কে

Fully NABH & NABL Accredited

দীর্ঘমেয়াদী হাঁটু ও কোমর ব্যাথা থেকে মুক্তি পান
আধুনিক প্রযুক্তি-সম্পন্ন জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি
নেওটিয়া গেটওয়েলের সম্পূর্ণ অর্থোপেডিক বিভাগের সাথে
উপলব্ধ পরিষেবা
- অর্থোস্কোপি
- জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট
- অর্থোপ্ল্যাস্টি
- হিপ রিপ্লেসমেন্ট
- অর্থো ট্রমা সার্জারি
- কমপ্লেক্স ট্রমা
- অর্থো রিহ্যাব ক্লিনিক

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
নিওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
এ ইউনিট অফ অম্বুজা নিওটিয়া হেলথকেয়ার ভেঞ্চার লিমিটেড
উত্তরায়ণ | মাটিগাড়া | শিলিগুড়ি 734010
P +91 353 660 3000
E writetous.slg@neotiahealthcare.com
২৪x৭ ইমার্জেন্সি
0353 660 3030
AmbujaNeotia
neotiagetwelsiliguri.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in